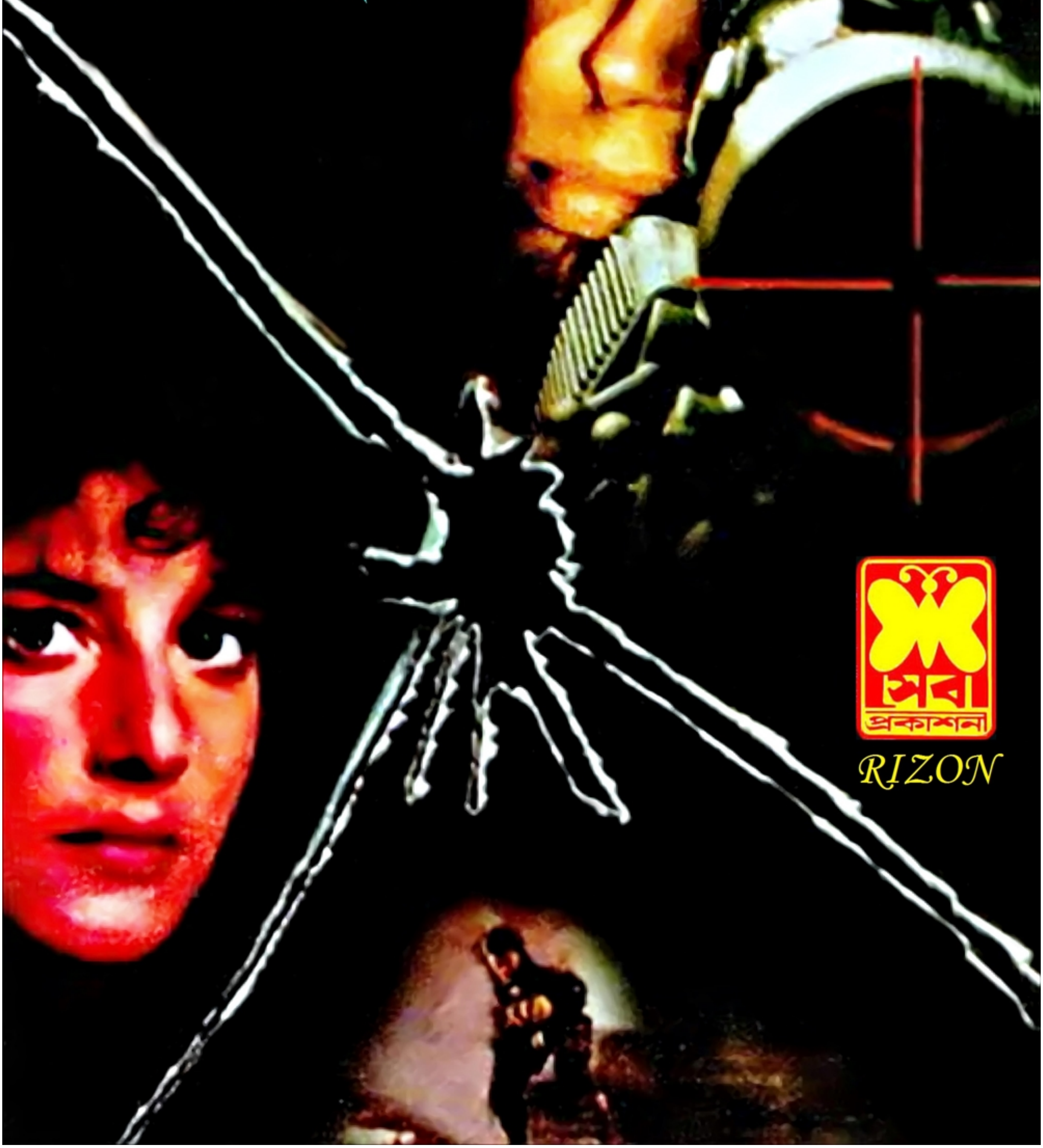
মাসুদ রানা

স্নাইপার

প্রথম খন্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী

RIZON


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা ৩৭৮

স্নাইপার

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

চুয়াল্লিশ টাকা

ISBN 984-16-7378-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৭

রচনা বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ রনবীর আহমেদ বিপ্লব
বিদেশি ছবি অবলম্বনে

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১ [illegible]
জি. পি. ও. বক্স ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.boiMela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana 378
SNIPER
Part I
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? *বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ *বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার*হামলা *প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর *নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন *প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা *অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী*দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ *রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি*কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া *টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি *ধ্বংসের নকশা*মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা*মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তুরুপের তাস*কালসাপ*গুডবাই, রানা *সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে*শয়তানের দোসর *নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা*মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা*বাঘের খাঁচা*সিক্রেট এজেন্ট*ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ চক্রান্ত*চরসদ্বীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল *শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য*প্রজেক্ট X-15*অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন তেল আবিব*ক্রাইম বস*সুমেরুর ডাক *ইশকাপনের টেক্কা*কালো নকশা*কালনাগিনী*বেঈমান*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা *রেড ড্রাগন*বিষচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন*হারানো আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ *কমান্ডো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের গুরু*আসছে সাইক্লোন *সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুঈন কন্যা*অরক্ষিত জলসীমা*দুরন্ত ঈগল *সর্পলতা*অমানুষ*অখণ্ড অবসর।

এক

কলাম্বিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা।

রাজধানী বোগোটা থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরে লেব্রিজা নদীর ধারে স্যান্টান্ডার ডিস্ট্রিক্টের প্রধান শহর বুকারামাঙ্গা। সেখান থেকে ভাঙাচোরা রাস্তা ধরে দক্ষিণ-পূর্বদিকে যেতে হবে আরো প্রায় একশো কিলোমিটার, তারপর ঢোকা যাবে সারাভেনার কুখ্যাত জঙ্গলে। বুনো, পার্বত্য অঞ্চল এটা। সমুদ্রসমতল থেকে এখানকার গড় উচ্চতা প্রায় তিন হাজার ফুট। গোটা দেশের সবচেয়ে দুর্গম এলাকা, মাদক ব্যবসায়ীদের স্বর্গরাজ্য। আর এখানেই জঙ্গলের ভিতর একটা গাছের নীচে ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দুই দুর্ধর্ষ এজেন্ট মাসুদ রানা ও ইকরাম আহমেদ।

ঝোপ পেরিয়ে সামনের দিকে নজর রানা আর ইকরামের। সেখানে গাছপালার ফাঁক দিয়ে সুন্দর একটা ইঁট বিছানো রাস্তা চলে গেছে। এখান দিয়েই যাবার কথা কোকেন বোঝাই একটা ট্রাকের, সেটাকে থামাবে বলে অপেক্ষা করছে ওরা দুজন।

'সোর্স ব্যাটা ভুয়া খবর দিল না তো, মাসুদ ভাই?' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সন্দিহান গলায় বলল ইকরাম, বয়সে রানার চেয়ে ছ'সাত বছরের ছোট সে। 'অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল।'

'ভুয়া খবর দেয়ার লোক তো সে নয়,' রানা বলল।

'সেদিনও পামারের টিমকে ও-ই আফিমের গুদামটা চিনিয়ে দিয়েছিল।'

'ওদেরকেও কী তাই বলে চার ঘণ্টা বসে থাকতে হয়েছিল?'

ওর অস্থিরতা দেখে হেসে ফেলল রানা। বয়সের দোষ, মনে মনে ভাবল ও। একেক অপারেশনের বৈশিষ্ট্য একেক রকম, সেটা বেচারা বুঝতে চাইছে না। আফিমের গুদাম স্থির টার্গেট, সেখানে যখন-তখন হামলা করা যায়... কিন্তু রাস্তায় একটা ট্রাককে ঠেকাতে হলে সেটাকে জায়গামত আসার সময় দিতে হবে। যে কোনও কারণেই আসতে দেরি হতে পারে, সেটা উদ্বিগ্ন হবার মত কোনও বিষয় নয়।

ইকরামের বয়স যত না তার চেয়ে দেখায় অনেক কম। আচার-আচরণেও ছেলেটার কিশোরসুলভ চঞ্চলতা রয়ে গেছে। তিন বছর হলো বিসিআইতে ঢুকেছে, রানাই ওকে এনেছে। ওর কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ইকরাম, রি-ইউনিয়নে গিয়ে পরিচয় হয়েছিল। ছেলেটার সারল্য আর ন্যায়পরায়ণতা মুগ্ধ করেছিল ওকে। ভীষণ দুঃসাহসী, টগবগে তরুণ, দেশের জন্য কিছু করতে মুখিয়ে আছে দেখে বিসিআইয়ে রিক্রুট হিসেবে সুযোগ করে দিয়েছিল রানা। অল্প কয়েকদিনেই সবার মন জয় করে নেয় ইকরাম, প্রাথমিক প্রশিক্ষণেও খুব ভাল ফলাফল দেখায়। ছেলেটার মাঝে সুপ্ত সম্ভাবনা দেখে এরপর থেকে সময়-সুযোগমত রানা নিজেই ওকে ট্রেনিং দিচ্ছে। দেখতে দেখতে দুজনের মাঝে একটা অদ্ভুত ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। সম্পর্কটা শুধু ছাত্র-শিক্ষকের নয়, এর মাঝে বন্ধুত্ব আর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ যেমন আছে, তেমনি আছে স্নেহ-ভালবাসা। নিজের ছোট ভাইয়ের মত ছেলেটাকে দেখে রানা; অন্যদিকে মাসুদ ভাই বলতে অজ্ঞান ইকরাম, ওকে দেবতার মত ভক্তি করে, ওর নির্দেশে হাসতে হাসতে জীবনও দিয়ে দিতে রাজি।

একটা বিশেষ আন্তর্জাতিক টাস্ক ফোর্সের সদস্য হিসেবে

কলাম্বিয়ায় এসেছে ওরা বাংলাদেশ থেকে। হঠাৎ করে সারা বিশ্বে কোকেন-হেরোইনসহ সব ধরনের মাদকের চালান স্বাভাবিকের তুলনায় কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। মূলত কলাম্বিয়া থেকেই আসছে এসব ড্রাগ। চালান বন্ধ করতে হলে উৎসেই হামলা চালাতে হবে। তাই বিভিন্ন দেশ থেকে বাছাই করা লোক নিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই গোপন টাস্ক ফোর্স। রানা এর আগেও কলাম্বিয়ায় মাদকবিরোধী অপারেশনে অংশ নিয়েছে, অভিজ্ঞতার কারণেই এখানে ওর অন্তর্ভুক্তি। সঙ্গী হিসেবে আরেকজনকে আনার সুযোগ দেয়া হয়েছিল ওকে। কাকে নেবে সিদ্ধান্ত নিতে এক মুহূর্তও দেরি হয়নি ওর। যেমন নির্দ্বিধায় প্রস্তাব করেছে ও, তেমনই নির্দ্বিধায় ইকরামও রাজি হয়ে গেছে। আজ তিন সপ্তাহ হলো এসেছে ওরা, পুরো ফোর্সের মধ্যে রানা আর ইকরামের টিমই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সাফল্য পেয়েছে। আট জায়গায় হামলা চালিয়েছে ওরা, ড্রাগলর্ডদের অন্তত একশো কোটি ডলারের ক্ষয়ক্ষতি করেছে। এই অর্জনে ইকরামের ভূমিকা রয়েছে প্রচুর।

'ব্রাভো সেকশন,' ওয়াকি-টকি তুলে টিমের আরেক গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা, তারা সবাই একশো গজের একটা বৃত্তের মধ্যে পজিশন নিয়ে আছে। 'কোনও মুভমেন্ট দেখতে পাচ্ছ?'

'নেগেটিভ,' ওপাশ থেকে জবাব এল। 'কিছুই ঘটছে না।'

'ব্যাটারা টের পেয়ে গেল নাকি?' বলল ইকরাম।

'মনে হয় না,' রানা বলল।

'তা হলে দেরি করছে কেন?'

'আজকাল ওরাও অতিরিক্ত সতর্ক,' বলল রানা। 'গত তিন সপ্তাহে কম ঝড়-ঝাপটা গেছে ওদের ওপর দিয়ে?'

'হুঁ,' ইকরাম মাথা ঝাঁকালো। 'তবে ব্যাটাদের হাবভাব ভাল ঠেকছে না। এত ক্ষতি করলাম আমরা, কিন্তু এখন পর্যন্ত পাল্টা

কিছুই তো করল না ওরা। অথচ এই ড্রাগলর্ডদের ব্যাপারে কতকিছু শুনেছিলাম...'

'এত সহজ ভেবো না ওদের। আমাদের চেনে না বলে কিছু করতে পারছে না। গোপনে ঠিকই আমাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছে ওরা। যেদিন খোঁজ পাবে, সেদিনই পাল্টা ছোবল দেবে; হোক সেটা আজ, কাল বা এক-দুইমাস পর।'

কথাটা শুনে চুপ হয়ে গেল ইকরাম। এ সুযোগে চারপাশটা আরও একবার যাচাই করল রানা। আক্রমণের জন্য জায়গাটা ওর খুব পছন্দ হয়েছে বলা চলে না। এখানে জঙ্গল অনেকটাই পাতলা। আড়াল নেবার জন্য ঝোপঝাড় ছাড়া খুব বেশি কিছু নেই। গোলাগুলি শুরু হলে লুকাবার জন্য যথেষ্ট আড়াল পাওয়া যাবে না। তার উপর পিছনে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে গগনচুম্বী বিশাল এক পাহাড়। কোনও কারণে পিছু হটতে হলে ওটা নিঃসন্দেহে সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। অথচ কোনও উপায়ও নেই। রেকি করার যথেষ্ট সময় পায়নি ওরা, সোর্সের কথার উপরেই ভরসা রাখতে হচ্ছে। ট্রাকের পুরো রুটে এটাই নাকি একমাত্র ব্লাইন্ড স্পট। অন্য কোথাও হামলা করতে গেলে বিপদে পড়তে হবে। রুটের উপর নজর রাখার জন্য সবখানে শত্রুপক্ষের লোক আছে।

একটু অস্বস্তি বোধ করছে রানা শুরু থেকেই। সহজাত প্রবৃত্তি কী যেন একটা বিষয়ে সতর্ক করে দিতে চাইছে ওকে, কিন্তু ধরতে পারছে না ও। অনুভূতিটা ব্যাখ্যা করা মুশকিল, কারণ বাস্তবে বিপদের কোনও আলামত দেখতে পাচ্ছে না ও। অ্যামবুশ পাতার আগে চারপাশের এলাকা ভালমত চষে দেখেছে ওরা, আচমকা হামলা চালাবার জন্য কেউ লুকিয়ে নেই কোথাও। পাহাড়টাও আধ মাইল দূরে, সেটা টপকে কেউ আসবে এমন সম্ভাবনা কম; এলেও সরে পড়ার যথেষ্ট সময় পাবে ওরা। তারপরেও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না রানা।

শুধু উপায় না থাকায় অস্বস্তিটা চাপা দিয়ে রাখতে হচ্ছে।

যে ব্যাপারটা রানা জানে না তা হলো, এই মুহূর্তে পাহাড়ের ঢালে শরীর মিশিয়ে শুয়ে আছে একজন মানুষ। তার হাত সামনে বসানো ৭.৬২ ড্রাগনভ স্নাইপার রাইফেলে, অপটিক্যাল সাইটে চোখ রেখে রানাদের প্রতিটা নড়াচড়া লক্ষ করছে সে। কাল রাত থেকেই এভাবে শুয়ে আছে লোকটা, শিকারের অপেক্ষায় এভাবে পড়ে থাকতে সে অভ্যস্ত। গত চার ঘণ্টা ধরে প্রতিপক্ষের প্রতিটা মুভমেন্ট আর বাতাসের গতি পরখ করছে সে। এতক্ষণে শট নেবার অনুকূল পরিস্থিতি পাওয়া গেছে দেখে মুখে হাসি ফুটল তার। প্রতিপক্ষের দেহটা সাইটে স্থির রেখে ট্রিগারে চাপ দিল সে।

ঠিক তক্ষুণি নড়ে উঠল রানা, সেটাই জীবন বাঁচাল ওর। তবে গুলিটা পুরোপুরি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না, পেটের ডানপাশে আঘাত খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল ও। শকের কারণে নার্ভ ঠিকমত কাজ করছে না, ব্যথা অনুভব করল না রানা, বিস্মিত দৃষ্টিতে পেটের নীচে মাটি রক্তে ভেসে যেতে দেখল।

'মাসুদ ভাই!' আর্তনাদ করে উঠল ইকরাম।

জবাব দিতে পারল না রানা, এক অবর্ণনীয় ব্যথায় ওর শরীরটা কুঁকড়ে যেতে শুরু করেছে। চেতনা হারাচ্ছে ও দ্রুত। টের পেল, ইকরাম ওকে টেনে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

আততায়ীর পরের বুলেট ইকরামের হৃৎপিণ্ড ভেদ করল। রানাকে ধরে রাখা হাতদুটো নিস্তেজ হয়ে গেল, ওকে ছেড়ে দিয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে-ও। এরপর আরও কয়েকটা গুলির শব্দ শুনতে পেল রানা, পুরো টিমকেই শেষ করে দিচ্ছে ঘাতক।

জ্ঞান হারাবার আগে ইকরামের বিস্ফারিত দৃষ্টি দেখতে পেল ও। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে ফিসফিস করে ডাকছে সে মাসুদ ভাইকে।

*

বহুদূর থেকে মনে হলো একটা কণ্ঠ ভেসে আসছে। কেউ ডাকছে ওকে।

'মিস্টার রানা... মিস্টার রানা... আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

ধীরে ধীরে চোখ মেলল রানা। ওর মুখের উপর ঝুঁকে রয়েছে সাদা অ্যাপ্রন পরা এক ডাক্তার। পাশে পরিচিত আরও কয়েকটা মুখ দেখতে পেল ও। টাস্ক ফোর্সের কমান্ডার অ্যাল মেলভিন, বি টিমের লিডার বিল পামার আর সবশেষে দেখল একটা উদ্বিগ্ন মুখ—অবিশ্বাস্য—বিসিআইয়ের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদ, ওর প্রিয় বন্ধু।

'কেমন বোধ করছেন এখন?' ডাক্তার জানতে চাইল।

'ভাল না,' রানা মুখ কোঁচকাল, সংজ্ঞা ফেরার পাশাপাশি ব্যথাবোধটাও ফিরে এসেছে। হাত দিয়ে দেখল, বুক থেকে কোমর পর্যন্ত ব্যান্ডেজ মোড়া।

'আমাদের দৃষ্টিতে ভাল,' ডাক্তার হাসলেন। 'কোমা থেকে ফিরে এসেছেন, এটাই একটা বিশাল ব্যাপার।'

'কোথায় আমি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বোগোটার হাসপাতালে,' মেলভিন জানালেন। 'তোমার টিমের মে-ডে সিগন্যাল পেয়ে আমরা একটা হেলিকপ্টার নিয়ে ছুটে যাই। গুরুতর আহত ছিলে তুমি, তাই সোজা এখানে নিয়ে এসেছি।'

'তুই এখানে কী করছিস?' সোহেলকে প্রশ্ন করল রানা।

'তোর এ অবস্থা শুনেই বুড়ো জোর করে পাঠাল,' বলল সোহেল। 'হাসপাতালে যদি আবার কেউ তোকে মারার চেষ্টা করে! সাথে আরও চারজন নিয়ে এসেছি। গত দু'সপ্তাহ ধরে তোকে পাহারা দেয়া হচ্ছে, বুঝলি?'

'দু'সপ্তাহ!'

‘কারেক্ট। চোদ্দদিন হলো বিছানায় শুয়ে আরাম করছিস শালা তুই, আর আমরা...

‘আমার টিমের কী অবস্থা?’ মেলভিনকে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘ক্যাজুয়ালটির সংখ্যা তিন,’ মেলভিন জানালেন। ‘তা ছাড়া আহত হয়েছে আরও চারজন, তবে তুমি ছাড়া বাকি কারও ইনজুরি মারাত্মক নয়।’

‘আর ইকরাম?’

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকলেন মেলভিন, তারপর বললেন, ‘আই অ্যাম সরি, রানা। হি ইজ ওয়ান অভ দ্য ক্যাজুয়ালটিয। আমরা পৌঁছুনোর আগেই মারা যায় ও।

চুপ হয়ে গেল রানা। বুকের ভিতরটা দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে ওর। ইকরামের সেই সদাহাস্য চেহারাটা আর কখনও দেখতে পাবে না, ভাবতেই মনটা হাহাকার করে উঠছে।

কিছুক্ষণ কেটে গেল অস্বস্তিকর নীরবতায়। তারপর রানা মুখ খুলল।

‘কে দায়ী?’

ওর কণ্ঠস্বর পাল্টে গেছে। সেখানে এখন বেদনা নয়, আশ্চর্য এক শীতল প্রত্যয়ের ছাপ। দোষী লোকগুলোকে শাস্তি দেবে ও।

‘ডন রিকার্ডো কর্টেজ,’ মেলভিন বললেন। ‘তোমার সোর্সের বউ-বাচ্চাকে কিডন্যাপ করে ফাঁদের মধ্যে তোমাদের নিয়ে যেতে বাধ্য করে। পরে ওকেও খুন করেছে সে। তবে কর্টেজের পিছনে আমাদের সমস্ত লোক লেলিয়ে দেয়া হয়েছে বাঁচার কোনও উপায় নেই তার।’

‘ট্রিগারটা কে টেনেছে? ইট ওয়াজ হেল অভ আ শট। আমাদের অন্তত পাঁচশো গজের ভিতর কেউ ছিল না। গুলিটা আরো দূর থেকে করতে হয়েছে।’

‘এক হাজার গজ, সোহেল বলল। ‘পাহাড়েব ঢালে পজিশন

নিয়েছিল লোকটা। ইট ওয়াজ আ স্নাইপার শট।'

'ইম্পসিবল!' রানা বিস্মিত। 'এক হাজার গজ থেকে টার্গেটে লাগানো তো অসম্ভব একটা ব্যাপার!'

'নট ফর দিস ম্যান,' হাতে ধরা ফাইলটা রানাকে দেখতে দিল সোহেল। 'পিওতর ভসকভ। প্রাক্তন কেজিবি এজেন্ট, অনেকের মতে দুনিয়ার সেরা স্নাইপার। ওকেই ভাড়া করেছিল কর্টেজ। ইন্টেল রিপোর্টটা দুদিনের মধ্যেই জোগাড় করেছি।'

'কোথায় ও এখন?'

'কেউ জানে না। নামটা জানার পর থেকেই আমরা ওকে হন্যে হয়ে খুঁজছি। কিন্তু স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে গেছে লোকটা।'

'আমি ওকে খুঁজে বের করব,' রানা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

'সেক্ষেত্রে তোকে আমি স্নাইপিং শেখার পরামর্শ দেব,' সোহেল অর্থপূর্ণ স্বরে বলল। 'কারণ শেষবার ওকে যারা গ্রেফতার করতে গিয়েছিল, তাদের কেউই ফিরে আসেনি। কাছেই ঘেঁষতে পারেনি, আটশো গজ দূর থেকে গুলি করে তাদের সবাইকেই খুন করেছিল ভসকভ!'

দুই

নভেম্বর মাস। ঠাণ্ডা এবং আর্দ্রতা, দুটোই বাড়তে শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম আরকানসাসে। কষ্টকর একটা রাত পেরিয়ে সকাল এসেছে। হালকা তুষার পড়ছে, জমা হচ্ছে জমি ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকা পাথরের উপর। মাথার উপর কালো মেঘের

আনাগোনা, যে-কোনও মুহূর্তে ক্যানিয়নের মাঝ দিয়ে দমকা হাওয়া বইবে। সে বাতাসে জমে থাকা তুষার ঘূর্ণির মত পাক খেয়ে উঠবে।

তা নিয়ে অবশ্য মোটেও চিন্তা নেই মাসুদ রানার। উপত্যকার পাশে পাহাড়ের একটা চাতালে স্থির হয়ে বসে আছে ও। দু-হাঁটুর মাঝে রাইফেলটা খাড়া করে রেখে একটা পাইন গাছে হেলান দিয়ে রয়েছে, দৃষ্টি তিনশো গজ সামনের সমতল ভূমিতে। সেখানে একটা জলাশয় আছে, হরিণেরা পানি খেতে আসে। বিন্দুমাত্র নড়ছে না ও, বুনো পশুপাখি অনেকদূর থেকে নড়াচড়া টের পায়। গত দশ ঘণ্টা ধরে একভাবে রয়েছে রানা।

ছয় বছর আগে যেটা একটা তীব্র আবেগের বশে শুরু করেছিল, আজ সেটা ওর সহজাত একটা ক্ষমতায় পরিণত হয়েছে। আজ বিশ্বের সেরা যে কোনও স্নাইপারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে রানা। যেখানে যখন সুযোগ পেয়েছে, দিনের পর দিন প্র্যাকটিস চালিয়ে গেছে ও, শার্পশ্যুটিঙের প্রতিটা খুঁটিনাটি কৌশল আয়ত্ত করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাকে মোকাবেলার জন্য এই প্রস্তুতি, সেই ভসকভকে আজ পর্যন্ত নাগালে পায়নি ও। কয়েকবারই কাছাকাছি হবার সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সরে গেছে লোকটা। শেষ পর্যন্ত তিন বছর আগে যেন পৃথিবীর বুক থেকে পুরোপুরি গায়েব হয়ে গেছে ভসকভ, তার আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। গুজব শোনা গেছে, মারা গেছে লোকটা... রানা বিশ্বাস করেনি। এত সহজে মরার লোক নয় ভসকভ; আজ হোক বা কাল, তার মুখোমুখি হবেই ও। তাই একের পর এক অ্যাসাইনমেন্টে ব্যস্ত থাকলেও সময়-সুযোগমত শুটিং প্র্যাকটিস চালিয়ে যাচ্ছে ও। আজ তেমনই একটা দিন।

শিকারের প্রতি রানার যে খুব আগ্রহ, তা নয়। নিরীহ হরিণ মারার মোটেই পক্ষপাতি নয় ও, এখানে নিতান্তই প্র্যাকটিস করতে এসেছে। উইকএন্ড চলছে অ্যামেরিকায়, সেজন্যই দুদিন

অবসর পাওয়া গেছে। অফিস-আদালত খুললে কালই আবার ওয়াশিংটনে হাজির থাকতে হবে ওকে, যে কাজে এদেশে আসা, সেটা সমাধা করতে।

শীতটা উলের কাপড় ভেদ করে ফেলেছে, শীতল একটা স্রোত মেরুদণ্ড বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। দাঁতে ঠোকাঠুকি ঠেকাতে কসরত করতে হচ্ছে। কোমরের কাছে একটা পুরনো আঘাত মাঝেমাঝেই ব্যথা করে উঠছে, জোর করে সেটাকে অগ্রাহ্য করল ও। মনোযোগ ফেরানোর জন্য ছয় বছর আগে শোনা প্রশিক্ষকের লেকচারটা নতুন করে স্মরণ করল।

'শিকার যে-কেউ করতে পারে,' বলেছিলেন ভদ্রলোক। 'বন্দুকে গুলি ভরে ফটাফট শুট করা... হয়তো লাগবে, হয়তো লাগবে না। কিন্তু একজন স্নাইপার যখন শিকার করে তখন ব্যর্থতার কোনও প্রশ্নই আসে না। শিকার থাকে সম্পূর্ণ হাতের মুঠোয়। ফলাফলটা হয় অমোঘ নিয়তির মত। তবে সেটা সহজে হাসিল হয় না; পরিশ্রম, একাগ্রতা আর নিষ্ঠার সঙ্গে অর্জন করে নিতে হয়।'

সেকথা ভোলেনি রানা। গত দশ ঘণ্টা ধরে নিশ্চিত একটা শটের জন্যই অপেক্ষা করে যাচ্ছে ও। নীচের উপত্যকার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে সেখানে পাইন গাছের ভিড়ের মাঝ দিয়ে একটা ট্রেইল বেরিয়ে এসেছে। ওখান দিয়েই সকালে পানি খেতে আসে হরিণের পাল।

পনেরো মিনিট পর ওর অপেক্ষার অবসান ঘটল। ধীর পদক্ষেপে আসতে দেখা গেল হরিণগুলোকে। বাতাসের গতি দেখে সন্তুষ্ট হলো রানা, খুব একটা বেশি নয়। সামান্যই কারেকশন দিতে হবে বুলেটের গতিপথের হিসেবে। রাইফেলটা তুলে সাইটে চোখ রাখল ও। নিশ্বাস আটকে পালের গোদাটাকে সই করল। তারপর ধীর ভঙ্গিতে চাপ দিল ট্রিগারে।

হরিণটার মাথার এক ইঞ্চি উপর দিয়ে ছুটে গেল বুলেট.

একটা গাছে বিঁধল। মুহূর্তেই পাগল হয়ে গেল পালটা, ছুটে পালাতে শুরু করল। হেসে উঠল রানা, ইচ্ছে করেই উপর দিয়ে গুলিটা করেছে ও, নিরীহ প্রাণীটার জীবন নেয়নি। চাইলেই পারত।

এজন্যেই প্রশিক্ষক ভদ্রলোক বলেছিলেন, শিকার থাকে স্নাইপারের হাতের মুঠোয়। যা চায় তাই করতে পারে শিকারী, জীবন নেয়া বা দেয়া।

এখনকার মত প্র্যাকটিস শেষ হয়েছে। ভসকভের জন্য ও সম্পূর্ণ প্রস্তুত, মনে মনে ভাবল রানা।

একমাস আগের কথা।

ড. রুডি ডানকান ঢোঁক গিলে কর্নেল রেমন্ড অল্ডেনের দিকে তাকাল। কর্নেলের মুখ বরাবরের মতই ভাবলেশহীন। ঘরে তার চেয়ে বড় পদের একজন মানুষ উপস্থিত রয়েছে... তবু নীরবতার মাঝে তার উপস্থিতিই এক ধরনের ক্ষমতার দ্যুতি ছড়াচ্ছে। তাকে যমের মত ভয় পায় ডানকান, আজ পর্যন্ত তার দেখা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মানুষ এই অল্ডেন।

কনফারেন্স টেবিলে কর্নেলের পাশে বসে আছে আরেকজন ভীতিকর লোক... মেজর জাসটিন রাইস, অল্ডেনের ডান হাত। সবশেষে রয়েছে এই বৈঠকের সভাপতি অ্যালান বেনেট। লোকটা সিআইএ-তে মস্ত বড় কোনও পদে রয়েছে, এমনকী কর্নেলও তার সঙ্গে হুঁশ করে কথা বলে। তবে তার সঠিক পরিচয় জানে না ডানকান।

বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তার বিশেষ যোগাযোগ নেই ডানকানের। হার্ভার্ড থেকে পাওয়া সাইকিয়াট্রির একটা ডিগ্রি রয়েছে তার, মিথ্যে মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড খাটছিল। কলকাঠি নেড়ে এক বছর আগে তাকে গোপনে বের করে এনেছে কর্নেল অল্ডেন। সেই থেকে এদের হয়ে কাজ করতে হচ্ছে

তাকে।

টিনের চালে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার শব্দ হচ্ছে, মুহূর্তের জন্য সেদিকে মনোযোগ চলে গেল ডানকানের। মরিচা পড়া টিনের দেয়াল, চুরুট আর ঘামের গন্ধ জেলখানার কথা মনে করিয়ে দিল। অবশ্য এটা জেলখানা নয়, র‍্যামডাইন সিকিউরিটিজ নামের একটা প্রাইভেট ফার্মের ফিল্ড হেডকোয়ার্টারে বসে আছে তারা। ডানকানের তৈরি করা চারটে ফাইল পড়ছে বেনেট, সেজন্যই চুপচাপ বসে থাকতে হচ্ছে বাকিদের।

সবগুলো পড়ার ধৈর্য হলো না, ফাইলগুলো ডানকানের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বেনেট বলল, 'কী লিখেছ এসব? তোমার এসব জবড়জং কথাবার্তা কিছুই বুঝি না, ডক্টর। মুখে বোঝাতে পারবে কি না বলো।'

'আহাম্মকের দল!' মনে মনে গাল পাড়ল ডানকান, তবে চেহারায় তা প্রকাশ পেল না। সামনে বসা তিনজনের দৌড় ভালই জানা আছে তার। সেজন্যই স্লাইড প্রজেক্টরে বিকল্প একটা ব্রিফ রেডি রেখেছে সে।

সুইচ টিপতেই স্ক্রীনে চারজন মানুষের ছবি ফুটে উঠল।

'সাবজেক্ট নাম্বার ওয়ান,' বলতে শুরু করল ডানকান, 'অতি মাত্রায় আত্মতুষ্টিতে ভোগে। চুল কাটতে পঁচাত্তর ডলার খরচ করে সে, কাপড় কেনে শহরের সবচেয়ে দামি দোকান থেকে। সারাক্ষণ অন্যের চোখে নিজেকে জাহির করার প্রবণতা লক্ষণীয়। আমাদের কাজে সেটা বিপদ ডেকে আনতে পারে।'

'তা হলে সে বাদ,' কর্নেল বলল। 'নেক্সট।'

'দ্বিতীয় সাবজেক্ট। অতি মাত্রায় বুদ্ধিমান, অতি মাত্রায় সতর্ক। নিজের জন্যে জমি কিনতে গিয়ে পাঁচ জায়গায় বায়না করেছে, শেষ পর্যন্ত কেনেনি একটাও। কোনও রকম ঝুঁকির মধ্যে যেতে রাজি নয় সে।'

'চলবে না,' মাথা নাড়ল বেনেট। 'তারপর?'

'সাবজেক্ট নাম্বার থ্রি। বয়স্ক, তবে অভিজ্ঞতা অতুলনীয়। ট্যাকটিক্যাল বিষয়ে চোখ বন্ধ করে তার উপর নির্ভর করা যায়। সমস্যা একটাই। বড্ড বেশি ধীর। কোনও কাজ সময়মত শেষ করতে পারে না। থ্রেট হিসেবে তার কোনও মূল্যই নেই।'

'তোমার সাজেশন?'

'নেগেটিভ,' বলল ডানকান।

'সেক্ষেত্রে একজনই বাকি রইল,' বলল মেজর রাইস।

আবার সুইচ টিপল ডানকান, প্রথম তিনজনের ছবি অদৃশ্য হলো স্ক্রীন থেকে, থাকল শেষজনেরটা। রোদে পোড়া তামাটে চামড়ার এক সুদর্শন যুবকের চেহারা দেখা গেল পর্দায়—মাথার কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা, চোখদুটো আশ্চর্য মায়াময়, কিন্তু ঠোঁটের কোণে কয়েকটা ভাঁজ দেখলে বোঝা যায়, মুহূর্তে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে লোকটা, অথচ মুখের চেহারা হাসিখুশি।

কৌতূহলী হয়ে ফাইলটা টেনে নিল কর্নেল অল্ডেন।

'মাসুদ রানা,' ঘোষণা করার সুরে বলল ডানকান। 'বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অন্যতম সেরা এজেন্ট। শুধু তাই নয়, আরও অনেকগুলো পরিচয় আছে তার। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির এক বা একাধিক শাখা ছড়ানো রয়েছে—ও তার প্রধান, ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সির অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর—অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের বিশেষ প্রিয়পাত্র, জাতিসঙ্ঘের ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের স্পেশাল এজেন্ট...'

'এগুলো সবই এখানে লেখা আছে,' বিরক্ত স্বরে বলল অল্ডেন। 'কিন্তু এ ব্যাটা তো একটা স্পাই। এর ফাইল আমাদের কাছে কেন?'

'কারণ ওর নাম আমিই সাজেস্ট করেছি,' বেনেট বলল।

'কিন্তু কেন?' রাইসও বিস্মিত। 'আমাদের একজন স্নাইপার দরকার, স্পাই নয়।'

'রানা ইজ এ স্নাইপার। বলা যায় না, হয়তো দুনিয়ার সেরা স্নাইপার সে। আমি তার সম্পর্কে খুব ভাল করেই জানি।'

'এখানে কোনও রেকর্ড দেখছি না,' কর্নেল হাতের ফাইল নাড়াচাড়া করছে। 'এ পর্যন্ত কয়টা সাকসেসফুল শট নিয়েছে আপনার এই স্পাই? কয়জনকে মেরেছে?'

'শূন্য,' ডানকান জানাল। 'স্নাইপ-শটে আজ পর্যন্ত কাউকে মারার রেকর্ড নেই আমাদের কাছে।'

'হোয়াট!' কর্নেল অবাক। 'তা হলে তাকে স্নাইপার বলা হচ্ছে কেন?'

'কারণ গত ছয় বছরে সারা পৃথিবীর সবক'টা প্রথম শ্রেণীর স্নাইপিং কোর্স কমপ্লিট করেছে এই মাসুদ রানা,' বেনেট বলল। 'প্রতিটাতেই অবিশ্বাস্য রেজাল্ট দেখিয়েছে। ট্রেনাররা বলতে বাধ্য হয়েছে, ওর মত ন্যাচারাল শুটার জীবনে দেখেনি তারা। এজেন্সিতে আমার কাছে তার বিস্তারিত রিপোর্ট আছে।'

'তা হলে আপনার এই ওস্তাদ স্নাইপার অন গ্রাউন্ডে যাচ্ছে না কেন?'

'কারণ স্নাইপিঙের সমস্ত ট্রেনিং সে নিয়েছে শুধু একজনকে শিকার করার জন্য,' ডানকান বলল। সুইচ টিপতে আরেকটা ছবি ফুটল পর্দায়। 'পিওতর ভসকভ, আন্ডারওয়ার্ল্ডে অনেকেই তাকে আনটাচেবল বলে। ছয় বছর আগে কলাম্বিয়ান ড্রাগলর্ড রিকার্ডো কর্টেজের হয়ে রানা আর তার টিমের উপর হিট নেয় সে। রানা গুরুতর আহত হলেও মারা যায়নি, মারা গেছে তার বন্ধু ও শিষ্য ইকরাম আহমেদ।' এবার স্ক্রীনে ইকরামের ছবি দেখা গেল। 'প্রতিশোধ নিতে কর্টেজকে এক মাসের মাথায় হত্যা করে বিসিআই এজেন্টরা, কিন্তু ভসকভ ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে যায়। তাকে শায়েস্তা করতে রানা নিজেও স্নাইপিং শিখতে শুরু করে। মানতেই হবে, অত্যন্ত প্রতিভাবান মানুষ সে, অতি অল্প সময়ে বিষয়টাতে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছে। ট্রেনিঙে

তার পারফরমেন্স অনেক প্রতিষ্ঠিত স্নাইপারকেই ঈর্ষায় ফেলে দিয়েছে।'

নড়েচড়ে বসল অল্ডেন আর রাইস, এবার তারা আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

ডানকান বলে চলল, 'সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল অনুসারে রানাকে রিক্রুট করাটাই আপনাদের জন্যে সবচেয়ে সহজ হবে। তা ছাড়া প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার একটা মন কষাকষিও আছে, সেটাকেও এক্সপ্লয়েট করতে পারব আমরা। তবে খারাপ দিকটাও বলে রাখা ভাল—রানা অত্যন্ত স্মার্ট, স্পাই হিসেবে আমাদের সম্পর্কে সবই জানে সে, তাকে বোকা বানানো সহজ হবে না। ওর চরিত্রে প্রতিশোধের একটা প্রবণতাও আছে, সেটা আমাদের জন্যে থ্রেট হয়ে দাঁড়াতে পারে।'

কর্নেলের দৃষ্টিতে বিদ্রূপ দেখা গেল। 'রিল্যাক্স। কবর থেকে কেউ প্রতিশোধ নিতে পারে না। ওকে বোকাও বানাতে পারব। আসল সমস্যা অন্যখানে—লোকটাকে আমরা পাব কোথায়?'

'সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও,' বেনেট বলল। 'আমি জানি কী করলে আমাদের বাঙালী বন্ধু সবকিছু ছেড়ে অ্যামেরিকায় ছুটে আসবে।'

'সেক্ষেত্রে একটা কথাই বলতে পারি আমি,' কর্নেল অল্ডেনের মুখে নিষ্ঠুর হাসি ফুটল। 'লেটস্ গেট দ্যাট ম্যান।'

তিন

ভাড়া করা গাড়িটা চালিয়ে দুপুর বেলা লিটল রকে পৌঁছুল রানা। হোটেলের ড্রাইভওয়েতে ভ্যালেকে গাড়ির চাবি ধরিয়ে দিয়ে রুমে যাবার জন্য পা বাড়াল ও, কিন্তু লাউঞ্জ পেরোনোর আগেই একজন পোর্টার ছুটে এল।

'মিস্টার রানা, দুজন ভিজিটর সকাল থেকে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

পোর্টারের পিছন পিছন দুজন মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তাদের পরনে দামি সুট, ওপরে আবার একটা করে ওভারকোট চাপিয়েছে। চলনে সামরিক ভাব স্পষ্ট, হাবভাবে পদমর্যাদার পার্থক্যটাও বোঝা যাচ্ছে। সামনের জন অফিসার, তাকে অনুসরণ করছে বিশ্বস্ত সৈনিক।

'মিস্টার মাসুদ রানা?' প্রথমজন নিশ্চিত হবার জন্য প্রশ্ন করল।

মাথা ঝোঁকাল রানা, লোকটাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করল। বয়স চল্লিশের ঘরে হবে অফিসারের, মাথার চুলে এখনই পাক ধরতে শুরু করেছে। লম্বায় ছ'ফুটের বেশি হবে, স্বাস্থ্যও চমৎকার। পোড় খাওয়া চেহারায় অভিজ্ঞতার ছাপ।

'আপনার নাগাল পাওয়া বড়ই কঠিন,' খুব পরিচিত ভঙ্গিতে বলল লোকটা। 'ওয়াশিংটনে তিনবার চেষ্টা করেছি, পাইনি আপনাকে।'

‘কিছু করতে পারি আপনাদের জন্য?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘আমি মেজর জাসটিন রাইস,’ পরিচয় দিল অফিসার। ‘আপনার জন্য একটা ব্যবসায়িক অফার নিয়ে এসেছি। যথাযোগ্য পারিশ্রমিকও দেয়া হবে সেজন্যে।’

‘দুঃখিত, এ মুহূর্তে আমার টাকার কোনও প্রয়োজন নেই।’

‘আমার ধারণা, ব্যাপারটা শুনলে আপনি ইন্টারেস্টেড হবেন,’ মেজরকে আত্মবিশ্বাসী দেখাল। ‘কোথাও কি আমরা একান্তে কথা বলতে পারি?’

‘মাফ করবেন, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে,’ এড়ানোর চেষ্টা করল রানা। ‘আজই ওয়াশিংটনের ফ্লাইট ধরতে হবে।’

‘সে তো এখনও তিন ঘণ্টা বাকি,’ হাসল রাইস। রানার ভুরু কোঁচকানো দেখে বলল, ‘কিছু মনে করবেন না, রিসেপশন ডেস্ক থেকে আপনার ফ্লাইটের বিষয়ে খোঁজ নিয়েছি আমি।’

বিরক্ত ভঙ্গিতে রানা বলল, ‘দেখুন মেজর, আমি আসলে খুব ব্যস্ত। পরে কখনও সময় পেলে...’

‘প্লিজ, মি. রানা,’ অনুনয় প্রকাশ পেল রাইসের কণ্ঠে, ‘আমার প্রস্তাবটা শুনুন। দশ মিনিট... শুধু দশটা মিনিট সময় নেব আমি।’

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। বলল, ‘ঠিক আছে, আসুন।’

লবিতে মুখোমুখি দুটো সোফায় বসল ওরা। মেজরের দেহরক্ষী দাঁড়িয়ে রইল পিছনে, যেন পাহারা দিচ্ছে।

‘বলুন কী বলবেন।’

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল রাইস। তারপর বলল, ‘অ্যাকিউটেক ইন্ডাস্ট্রিজের নাম শুনে থাকবেন হয়তো। আমি ওখানকার চিফ অপারেটিং অফিসার।’

‘আর্মিতে নেই আপনি?’

‘রিটায়ার করেছি আজ দশ বছর। তারপর এখানে জয়েন করেছি।’

অ্যাকিউটেক নামটা পরিচিত লাগল রানার কাছে। জিজ্ঞেস করল, 'র‍্যামডাইন সিকিউরিটিজের সঙ্গে কি আপনাদের কোনও সম্পর্ক আছে?'

'ওদেরই একটা সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান এটা,' রাইস বলল। 'আমাদের কাজ আর্মস আর অ্যামিউনিশন তৈরি করা।'

মনে মনে হাসল রানা। এই তা হলে আসল ব্যাপার! কেউ একজন ওর কাছে আসবে বলে জানত, তাই বলে র‍্যামডাইন থেকে লোক পাঠানো হবে, এটা আশা করেনি। বাইরের জগতের চোখে র‍্যামডাইন সিকিউরিটিজ সাধারণ একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যারা ল-এনফোর্সমেন্ট সেক্টরে বিশেষজ্ঞ। এ সংক্রান্ত যাবতীয় টেকনোলজি আর ইকুইপমেন্ট তৈরি করে তারা, যার ব্যবহারকারী মিলিটারি থেকে পুলিশ পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্থা। কিন্তু ভিতরের খবর বেশিরভাগ মানুষই জানে না। প্রতিষ্ঠানটা সিআইএ-রই একটা কাভার। যেসব কাজে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি জড়িত হলে কেলেঙ্কারির আশঙ্কা, সেসব নোংরা কাজ গোপনে করানো হয় র‍্যামডাইনের মাধ্যমে। এদের উদ্দেশ্য যাই হোক, এই মুহূর্তে সেটা এই মেজর কিছুতেই বলবে না। কী নাটক সাজিয়েছে কে জানে! আপাতত তাতে তাল দিয়ে যাবে বলে ঠিক করল ও।

'বোঝাই যাচ্ছে আমাদের সম্পর্কে জানেন আপনি,' বলল রাইস। 'সেক্ষেত্রে এটাও জানেন যে, আমরা আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর সাহায্যের জন্য উন্নত প্রযুক্তি আর যন্ত্রপাতি সৃষ্টির কাজ করি। আমাদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত সৎ।'

'সে জন্যেই কি আপনার সঙ্গী বগলে একটা অস্ত্র নিয়ে ঘুরছে?' দ্বিতীয় লোকটার ফুলে থাকা কোটের দিকে ইঙ্গিত করল রানা।

একটু থমকে গেল রাইস। তারপর হেসে বলল, 'আপনার নজর খুব চোখা, মি. রানা। তবে আমি কোনও বেআইনী কাজ

করছি না। যে পেশায় আছি, তাতে শত্রু থাকাটাই কি স্বাভাবিক নয়? মি. ল্যান্স আমার বডিগার্ড, সারা দেশের যে কোনও জায়গায় অস্ত্র বহনের লাইসেন্স আছে তার।'

'ঠিক আছে, কী বলতে এসেছেন সেটা শোনা যাক।'

'তার আগে একটা জিনিস আপনাকে দেখাতে চাই আমি।'

সেন্টারটেবিলের উপর সিগারেটের প্যাকেটের আকারের দুটো হলুদ বাক্স ঠেলে দিল রাইস। ওপরে উজ্জ্বল লাল রঙে লেখা:

অ্যাকিউটেক স্নাইপার গ্রেড
ফর ল-এনফোর্সমেন্ট ইউজ ওনলি

একটা বাক্স খুলল রানা। সারি বেঁধে সাজানো বিশটা বুলেট বেরুল ওটা থেকে। প্রথম দেখায় আর দশটা সাধারণ একশো পঞ্চাশ গ্রেইনের .৩০৮ হলোটিপের মত দেখালেও একটু নজর দিতেই পার্থক্য বোঝা গেল। একটা কার্টিজ হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল ও—নিখুঁত আকার, জ্যাকেটটা পুরু পিতলের তৈরি, সাধারণ বুলেটের চেয়ে উজ্জ্বলতাও বেশি। সাইজে অন্যান্য .৩০৮-এর সমানই, তবে এটার গলায় একটা ভিন্ন রঙের ব্যান্ড রয়েছে।

'আমাদের তৈরি করা লং রেঞ্জ বুলেট—পৃথিবীর আর কোনও কোম্পানীর অ্যামিউনিশনই এটার ধারে কাছে আসতে পারবে না,' মেজরের গলায় গর্ব ফুটল। 'উইনচেস্টার সুপ্রিম, ফেডারেল প্রিমিয়াম বা রেমিংটন এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ এর কাছে কিছুই না। রাইফেলে খুঁত না থাকলে আমরা মিনিট অভ অ্যাঙ্গেলেরও গ্যারান্টি দিতে পারি।'

কার্টিজের গলার ব্যান্ডটায় আঙুল বুলিয়ে রানা বলল, 'এটা তো দেখছি নেক-টার্নড। ইন্ডাস্ট্রিয়ালি কীভাবে তৈরি করা সম্ভব? শুধুমাত্র হাতেই এভাবে লোড করা যায়।'

'লেজার,' সংক্ষেপে জবাব দিল রাইস।

'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন, প্রফেশনাল শুটাররা নিজের হাতে যেভাবে বুলেট তৈরি করে, সেই জিনিস আপনি কারখানায় করতে পারেন... বিশাল স্কেলে?'

'একজ্যাক্টলি!'

'ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেজারের অনেক ব্যবহার শুনেছি,' রানা বলল, 'কিন্তু অ্যামিউনিশন ম্যানুফ্যাকচারিঙে এই প্রথম।'

'তার কারণ আমরাই এটা প্রথম শুরু করেছি,' রাইস জানাল। তারপর পদ্ধতিটা ব্যাখ্যা করল, 'দেখুন, মি. রানা, একটা টপ কোয়ালিটি রাউন্ডের মূল রহস্য হচ্ছে আলটিমেট প্রিসিশান। সেটা মেইনটেনের জন্য আপনার প্রতিটা বুলেট আইডেন্টিক্যাল হতে হবে। হ্যান্ডলোডাররা সময় যেমন প্রচুর ব্যয় করে, তেমনি বুলেটও তৈরি করে অল্প পরিমাণে, তাই ওদের কাজ হয় নিখুঁত। কিন্তু মেশিনে যখন আপনি বেশি পরিমাণে তৈরি করতে যাবেন, তখন উনিশ-বিশ হবেই হবে। সেটাকেই কাটিয়ে উঠেছি আমরা। কম্পিউটারের মাধ্যমে আমাদের পুরো প্রোডাকশন নিয়ন্ত্রিত হয়, কাজটা করে লেজার। প্রথমেই ধরুন কেসিঙের কথা। বাল্ক আকারে পিতল কিনে আনি আমরা, লেজার-কাটিংয়ের মাধ্যমে সেখান থেকে কেসিং তৈরি হয়; প্রতিটার ডায়ামিটার, উচ্চতা আর ওজন হয় হুবহু একই সমান। এরপর লেজার-গাইডেড মেশিনের সাহায্যে প্রতিটা কেসিংয়ে সমান পরিমাণ প্রাইমার লোড করা হয়, এক চুলও বেশি-কম হয় না। ফাইনালি লেজার দিয়ে ফিনিশিং করি আমরা। পুরো প্রসেসটা একদম নিখুঁত, অল্প সময়েই হাজার হাজার রাউন্ড তৈরি করা সম্ভব।'

'চমৎকার,' রানা বলল। 'আপনাদের প্রযুক্তি প্রশংসনীয়। কিন্তু আমার এখানে কী ভূমিকা, সেটা বুঝতে পারছি না।'

'আসলে,' রাইস একটু ইতস্তত করল, 'এতক্ষণ যা বললাম, সবই থিয়োরি।'

'থিয়োরি!'

'না, মানে... প্রিসিশান বুলেট আমরা তৈরি করেছি ঠিকই, আমাদের টেকনিশিয়ানরাও সেটাকে সার্টিফাই করেছে। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন একজন বিশেষজ্ঞের মতামত। একজন সত্যিকার শুটার, যে আমাদের অ্যামিউনিশনের ফিল্ড টেস্ট করে দেখবে।'

'ভুল লোকের কাছে এসেছেন আপনারা,' রানা মাথা নাড়ল। 'আমি কোনও শার্পশুটার বা স্নাইপার নই। ফিল্ডে আমার কোনও লং রেঞ্জ শুটিঙের অভিজ্ঞতা নেই।'

'আপনাকে তো আর আমরা বন্দুক হাতে যুদ্ধ করার কথা বলছি না, মি. রানা। শুধু আমাদের মেরিল্যান্ডের রেঞ্জে এসে কিছু সিমিউলেশনে অংশ নেবেন। ফিল্ডে না গিয়ে থাকতে পারেন, তাই বলে আপনি ভাল শুটার নন, এ কথা বললে মিথ্যাচার হবে। আমি অন্তত পাঁচজন বিখ্যাত লোকের নাম বলতে পারি, যাঁরা আপনাকে বর্তমান পৃথিবীর সেরা শুটার বলে সার্টিফাই করতে রাজি। এঁরা সবাই একসময় আপনাকে ট্রেনিং দিয়েছেন।'

'আমার তো মনে হয় তাঁরাই আপনাকে বেশি সাহায্য করতে পারবেন। অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউই আমাকে শুটার হিসেবে চেনে না। আমার সার্টিফিকেট দেখিয়ে আপনারা বুলেটের ব্যবসা করতে পারবেন না।'

'আমাদের কোনও সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই। শুধু বুলেটটার অ্যাকিউরেসি পরীক্ষা করা দরকার,' মেজর রাইসকে নাছোড়বান্দা মনে হলো। 'সেজন্যেই আপনার সাহায্য চাইছি। আপনি একজন এক্সপার্ট শুটার। পারিশ্রমিক কী হবে সেটা আপনিই ঠিক করবেন।'

'মনে হয় না আমি সময় করতে পারব,' রানা মাথা নাড়ল। 'ওয়াশিংটনে আমার জরুরী কাজ আছে।'

'আপনার এজেন্সির সমস্যাটা তো?' রাইসের কণ্ঠে সবজান্তার ভাব, রহস্যময় একটা হাসি তার ঠোঁটে। 'প্রেসিডেন্ট আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন না, তাই না? ওয়েল, আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

'কীভাবে?' রানা ভুরু কোঁচকাল।

'সরকারী বেশিরভাগ কন্ট্রাক্ট আমরাই ডীল করি, মি. রানা। সব জায়গাতেই আমাদের ভাল যোগাযোগ আছে... হোয়াইট হাউসেও। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আপনার একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করা, এমনকী আপনার ব্যাপারে তাঁকে কনভিন্স করাও অসম্ভব বলে মনে করি না আমরা।'

'সত্যি পারবেন?'

'আমার ওপর আস্থা রাখুন, মি. রানা। অ্যাকিউটেকের কাজটা করে দিন, আমরাও আপনার কাজ করে দেব।'

'সেক্ষেত্রে আপনার প্রস্তাবে সাড়া দিতে হয়তো রাজি হব আমি,' সিদ্ধান্ত নেয়ার ভঙ্গিতে বলল রানা। 'পারিশ্রমিক লাগবে না, আপনাদের নিউ জেনারেশন বুলেট দিয়ে কয়েকটা শট নিতে মনে হচ্ছে ভালই লাগবে আমার।'

'একসেলেন্ট,' উঠে দাঁড়াল রাইস। 'তা হলে কবে নাগাদ মেরিল্যান্ডে আপনাকে আশা করতে পারি আমরা?'

'কালই নয় কেন? যত দ্রুত সম্ভব কাজটা শেষ করতে চাই আমি।'

'খুব ভাল,' রানাকে একটা ভিজিটিং কার্ড দিল রাইস। 'এখানে আমার ফোন নম্বর আছে। ফ্লাইট কনফার্ম হলেই আমাকে জানাবেন। এয়ারপোর্টে আপনার জন্য একটা গাড়ি পাঠিয়ে দেব।'

চার

আজ পাঁচ মাস হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছে। নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন প্রাক্তন সিনেটর হোমার কার্লটন। নীতিবান এবং সচ্চরিত্র মানুষ তিনি, রাজনীতিও ভাল বোঝেন, তবে কিছুটা আবেগপ্রবণ আর আত্মসম্মানবোধ তাঁর অতি প্রখর। বরাবরের মত বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী দেশটার নতুন কর্ণধারকে নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়েই প্রচুর আলোচনা-সমালোচনা চলছে। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন পররাষ্ট্রনীতি কী হতে চলেছে, এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই—আশার আলো দেখছে অনেকে, নিরাশাবাদীর সংখ্যাও একেবারে কম নয়। এসব নিয়ে কোনকালে খুব একটা চিন্তিত ছিল না রানা, কিন্তু এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন।

কারণ প্রেসিডেন্ট হোমার কার্লটন রানাকে পছন্দ করেন না! তাঁর চোখে ও একটা একগুঁয়ে বেয়াদব যুবক।

কয়েক বছর আগে রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখা একটা স্মাগলিঙের কেস নিয়ে তদন্ত করছিল। এক পর্যায়ে একটা সূত্র ধরে এগোতে গিয়ে দেখা গেল, অপরাধীরা সিনেটর কার্লটনের পারিবারিক শিপিং ফ্লিটের কয়েকটা জাহাজে করে কোটি কোটি ডলারের মালামাল আনা নেয়া করছে। বিষয়টা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতেই কার্লটন খেপে যান। সিনেটের অধিবেশনে তিনি রীতিমত হইচই বাধিয়ে দেন—একজন সিনেটরের বিষয়ে

বিদেশীদের পরিচালিত একটা গোয়েন্দা সংস্থা নাক গলায় কীভাবে! পুরো ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার আগেই তাঁকে শান্ত করার জন্য যোগাযোগ করে রানা। ভাল মনেই আলাপ শুরু করেছিল ও, কিন্তু আবেগের বশবর্তী হয়ে সিনেটর কথা না শুনে ওকে অপমান করতে শুরু করে দেন। এক পর্যায়ে রানাও ধৈর্য হারিয়ে তাঁকে উল্টো কিছু কথা শুনিয়ে দেয়। মিটমাট তো দূরের কথা, দুজনের মাঝে তিক্ততা চরমে পৌঁছে যায়। পরে অবশ্য দেখা গেছে যে, সিনেটর বা তাঁর পরিবারের কেউই স্মাগলিঙের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। অপরাধীরা তাঁদের অজান্তেই জাহাজগুলো স্মাগলিঙের কাজে ব্যবহার করছিল। ব্যাপারটা স্পষ্ট হওয়ার পর কার্লটনকে রানা সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে, এবং ভুল বোঝাবুঝির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। তিনিও সবার সামনে সেটা মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু মনে মনে রাগ পুষে রেখেছেন কি না কে জানে।

নির্বাচিত হবার পর প্রথম কয়েক মাস ভালই গেছে। কিন্তু গত একমাসে হঠাৎ পাল্টে গেছে পরিস্থিতি। বিভিন্ন অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্রের চারটে প্রধান শহরে রানা এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল করে দেয়া হয়েছে। পাঁয়তারা চলছে, বাকিগুলোও বন্ধ করে দেয়া হবে। খোঁজখবর নিয়ে দেখা গেছে, আসলে হোয়াইট হাউসের নির্দেশেই বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে শাখাগুলো। আরেকটু গভীরে যেতেই জানা গেল, প্রেসিডেন্টের একার সিদ্ধান্ত নয় এটা। কেউ একজন তাঁকে উস্কানি দিয়ে একাজ করাচ্ছে।

রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি আসলে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সেরই একটা কাভার, চিফ মেজর জেনারেল রাহাত খানের নির্দেশে গড়ে তুলেছে রানা বেশ কয়েক বছর আগে। বিসিআই সরকারী প্রতিষ্ঠান, তাই সব ধরনের আন্তর্জাতিক বিষয়ে নাক গলাতে অসুবিধা হয়, সেকথা ভেবেই মাসুদ রানাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর করে এজেন্সিটা দাঁড় করানো হয়েছে। শুরু

থেকেই ভাল কাজ করে আসছে রানা এজেন্সি, পৃথিবীর বড় বড় প্রায় সব শহরেই খোলা হয়েছে শাখা অফিস। বিভিন্ন কারণে যুক্তরাষ্ট্রের শাখাগুলোর গুরুত্ব খুবই বেশি, সেগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়াটা হালকাভাবে দেখার কোনও সুযোগ নেই। তাই সবকিছু ফেলে রানাকে তড়িঘড়ি করে অ্যামেরিকায় পাঠিয়েছেন রাহাত খান, বিষয়টার একটা সুরাহা করার জন্য।

এখানে পৌঁছে বিসিআই চিফের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ী ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সির কর্ণধার অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে ধরেছে রানা, হোয়াইট হাউসে ভদ্রলোকের অবাধ যাতায়াত—রানাকেও অসম্ভব স্নেহ করেন। কিন্তু তাঁর মাধ্যমে বেশ কয়েকবার প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎ চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে ও, কে যে রানা এজেন্সি বন্ধ করার চেষ্টা করছে তা-ও এখন পর্যন্ত জানতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত বসের সঙ্গে পরামর্শ করে অপেক্ষায় থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। আগে হোক বা পরে, কিছু একটা ঘটবেই। পুরো বিষয়টার পিছনে যারই হাত থাকুক, রানার মুখোমুখি না হয়ে সে পারে না।

সেই অপেক্ষার অবসান ঘটেছে আজ, র‍্যামডাইন থেকে এসেছে এই মেজর। বুলেটের অ্যাকিউরেসি পরীক্ষার গল্প মোটেই বিশ্বাস করেনি রানা, কিন্তু এদের কথামত নাচলে মূল উদ্দেশ্যটা জানা যাবে। তাই মেরিল্যান্ডে যেতে রাজি হয়েছে ও।

ঢাকায় বিস্তারিত রিপোর্ট করে পরদিনের ফ্লাইটেই বাল্টিমোর পৌঁছুল রানা। অ্যারাইভালের সময়টা মেজর রাইসকে জানিয়ে দিয়েছিল, ফলে এয়ারপোর্টে একটা ভাড়া করা লিমাজিন ওর অপেক্ষায় রয়েছে দেখা গেল। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে গাড়িটা প্রথমে বাল্টিমোর-ওয়াশিংটন পার্কওয়ে পাড়ি দিল, তারপর বাল্টিমোর বেল্টওয়ে হয়ে ইন্টারস্টেট সেভেন্টি ধরে পশ্চিমে ছুটতে শুরু করল। পিছনের সীটে চুপচাপ বসে চারদিকের দৃশ্য দেখছে রানা।

প্রকৃতির জন্য শীতকাল যেন এক শত্রু। চিরসবুজ গাছপালার পাতা ঝরতে থাকে, পশুপাখি ঠাণ্ডায় কাতর হয়ে পড়ে... পরিবেশটা তখন মৃত্যুর আবেশ ছড়াতে থাকে। কিন্তু তারপরও বাইরেটা দেখতে খারাপ লাগছে না ওর। রাস্তার দুপাশে গাছপালার সমারোহ দেখে গ্রীষ্মকালে এখানকার দৃশ্য কেমন হবে ভাবার চেষ্টা করল। তিন ঘণ্টা পর কাম্বারল্যান্ড পেরিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করল লিমাজিন। মেরিল্যান্ডের সবচেয়ে পশ্চিমে বুনো এলাকা এটা, সভ্যতা এখনও এই অঞ্চলে করাল থাবা বসাতে পারেনি। এখানকার প্রাচীন বৈরী প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে মানুষ কেবল সামান্য চাষাবাদেরই স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তাকে পরাজিত করতে পারেনি। তাই বিশাল কোনও বসতি গড়ে ওঠেনি এই এলাকায়।

আরও একঘণ্টা চলার পর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা হোটেলটায় পৌঁছাল গাড়ি। নেমে ড্রাইভারকে বখশিস দিয়ে বিদায় করল রানা। রিসেপশনে গিয়ে নাম বলতেই রুমের চাবি পাওয়া গেল, সেইসঙ্গে একটা মোটা খাম—তার ভিতরে অ্যাকিউটেক ইন্ডাস্ট্রিজের একটা ব্রোশিয়ার ও স্বাগত পত্র।

রুমে গিয়ে শাওয়ার সেরে নিল ও, তারপর ডিনার করে শুয়ে পড়ল—বাইরে যেতে আগ্রহ বোধ করল না। এয়ারপোর্ট থেকে একটা সার্ভেইলান্স টিম যে ওকে ফলো করে এই পর্যন্ত এসেছে, সেটা টের পেলেও ও নিয়ে মাথা ঘামাল না।

র‍্যামডাইনের আর সবকিছুর মত ট্রেইলারটাও সস্তা, পুরনো ও ছোট। সংস্থাটার জন্য প্রয়োজনের বাইরে এক পয়সাও খরচ করে না কর্নেল অল্ডেন, তার মানসিকতা ছোটলোকের মত। তবে একথা মুখ ফুটে বলার মত বুকের পাটা কারও নেই। এই মুহূর্তে ব্রিফিঙের জন্য আসা লোকের ওজনে ট্রেইলারটার ত্রাহি দশা, ভিতরেও করুণ অবস্থা মানুষগুলোর, তবে কর্নেল বা রাইস

কেউ তাতে গুরুত্ব দিচ্ছে বলে মনে হলো না। ভোর চারটে থেকে শুরু হয়েছে ব্রিফিং, এখন বাজে সাড়ে সাতটা। পেশাব করতেও কাউকে উঠতে দেয়নি কর্নেল, কিন্তু প্রতিবাদ করে এ সাহস কার? অপারেশনের খুঁটিনাটি সবাইকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে, শেষ পর্যায়ে রয়েছে আলোচনাটা।

'ডক্টর, তুমি কিছু যোগ করতে চাও?' হঠাৎ বলে উঠল অল্ডেন।

কাঁচুমাচু মুখে উঠে দাঁড়াল ডানকান, কর্নেলের সামনে সে কেঁচোতে পরিণত হয়। বিশ্বাস করা কঠিন এই লোক এককালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করত, আর ছাত্র-ছাত্রী তার ভয়ে কাঁপত। সে বলল, 'ইয়ে... মানে... বলার তো কিছু নেই। তবে এটুকু উল্লেখ করতে চাই যে, সাবজেক্টের সাইকোলজিক্যাল ম্যানিপুলেশনের জন্য বিস্ময়টা বেশ জরুরী। সে যেন আগে থেকে কিছু আঁচ করতে না পারে, সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।'

'ওকে।' ডানকানকে বসার ইঙ্গিত করল অল্ডেন, তারপর অন্যদের উদ্দেশ্যে বলল, 'আমি আবার বলছি, আমাদের সাবজেক্ট সাধারণ কোনও লোক নয়। সে একজন স্পাই। প্রতিটা মানুষকে অবিশ্বাস করা, সবখানে খুঁত খুঁজে বের করা তার বৈশিষ্ট্য। এ কারণে আগামী ছত্রিশ থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টা বাড়তি সতর্কতা পালন করতে হবে আমাদের। ব্রিফিং আশা করি সবাই মন দিয়ে শুনেছ, কারণ যে হারামজাদা এই অপারেশন ভণ্ডুল করবে, তার পাছার ছাল তুলে নিয়ে আমি জুতো বানাব।'

হুমকিটা বিশ্বাস করল সবাই, কর্নেলের পক্ষে এটা সম্ভব।

'কারও কোনও প্রশ্ন আছে?' জিজ্ঞেস করল মেজর রাইস।

চুপ করে রইল সবাই।

'গুড।'

এই সময় ট্রেইলারের দরজা খুলে বাইরে থেকে হাজির হলো

এক সৈনিক। বলল, 'এক্সকিউজ মি, সার। সার্ভেইলান্স টিমের মেসেজ। সাবজেক্ট এই মাত্র এখানে আসার জন্যে হোটেল থেকে বের হয়েছে।'

'ফাইন,' বলল কর্নেল অল্ডেন। 'তা হলে আমাদের খেলা শুরু হয়ে যাক।'

পাঁচ

শুটিং রেঞ্জে চিরকালই স্বচ্ছন্দ রানা, ক্যারিয়ারের শুরুতে আগ্নেয়াস্ত্রে দক্ষতা অর্জনের জন্য দীর্ঘ সময় ওকে কাটাতে হয়েছে রেঞ্জে রেঞ্জে, আর ছয় বছর আগে নেয়া স্নাইপিঙের ট্রেনিং তো আছেই। এ এক অদ্ভুত জায়গা, যেখানে মানুষ স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে যায়, কাগজে আঁকা কালো রঙের কয়েকটা বৃত্ত তার সমস্ত জগৎ হয়ে দাঁড়ায়—এই জগতে মিথ্যা বা প্রবঞ্চনার কোনও স্থান নেই, টার্গেট শীটে গুলির দাগই সবকিছু সমাধান করে দেয়।

কংক্রিটের তৈরি একটা ছাউনির নীচে দাঁড়িয়ে আছে রানা, সামনে এক লাইনে সারি বাঁধা সবুজ রঙের অনেকগুলো টি-শেপের শুটিং বেঞ্চ, তারও সামনে বিস্তৃত সমতল ভূমিতে একশো গজ পর পর টার্গেট স্থাপন করা হয়েছে। রেঞ্জটার প্রাচীন হাল দেখে আন্দাজ করল, অন্তত সত্তর বছর আগে তৈরি হয়েছিল এটা, সম্ভবত কোনও হান্টিং ক্লাবের জন্য। কালের স্রোতে ক্লাবটা হারিয়ে গেলেও রেঞ্জটা রয়ে গেছে।

চোখ-কান খোলা রেখেছে ও। আসার পথে মেইন রোডের পাশে পাথুরে জমিতে একটা পুরনো ট্রেইলার দেখতে পেয়েছে, সেটাকে পরিত্যক্ত দেখালেও ভিতরে মানুষের উপস্থিতি স্পষ্ট অনুভব করেছে ও। আসলে কী করছে ওটা ওখানে? জবাব একটাই—সার্ভেইলান্স। ইকুইপমেন্টসহ ঘাপটি মেরে বসে থাকার জন্য চলমান একটা ট্রেইলারের চেয়ে ভাল কিছু হয় না। তারমানে সারাক্ষণই ওর উপর নজর রাখা হচ্ছে। বুঝতে পারলেও নিশ্চুপ থেকেছে, মুখোশের আড়াল থেকে লোকগুলো কখন বেরিয়ে আসে, সেই অপেক্ষাতেই রয়েছে ও।

'কফি, মি. রানা?' মেজর রাইসের প্রশ্নে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা, লোকটা এখনও সেদিনের সেই ওভারকোটটাই পরে আছে। আশপাশে আরও কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে—এক নজরেই বোঝা যায়, এরা সব ট্রেনিং পাওয়া এজেন্ট। আসলে মতলবটা কী এদের?

'নাহ্, কফি খাব না,' বলল ও। 'নার্ভে ছটফটানি শুরু হয়।'

'তা হলে চা দিতে বলি।'

মাথা নাড়ল রানা। 'কিছুই লাগবে না। আসুন কাজ শুরু করা যাক।'

কাঁধ ঝাঁকাল মেজর। 'আপনার মর্জি। রাইফেলটা কিন্তু আনকোরা নতুন, শুরু করার আগে কি আপনার শট অ্যালাইন করে নিতে চান?'

'হ্যাঁ, একটু চেক করে দেখব।'

একটা উইনচেস্টার রাইফেল দেয়া হয়েছে ওকে। ম্যাগাজিনে গুলি ভরে শুটিং বেঞ্চে শুয়ে পড়ল ও, রাইফেলটা শক্ত করে ধরে বাঁটটা কাঁধে ঠেকাল। গুলি করার আগে একটু সময় নিল, এই ফাঁকে নেড়ে চেড়ে ঠিক করে নিল অস্ত্রের পজিশনটা, স্কোপের লেন্সও অ্যাডজাস্ট করল। দু'শ গজ দূরের টার্গেটটা এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। যখন সন্তুষ্ট হলো, তখন

নিঃশ্বাস আটকে ট্রিগারে চাপ দিল। দু'সেকেন্ডের মধ্যে পরপর তিনটা বুলেট লক্ষ্যের দিকে ছুটে গেল।

'এক্স-রিং!' বিনকিউলারে তাকিয়ে সোল্লাসে বলে উঠল রাইস। 'দারুণ শুটিং! সবগুলোই সেন্টারে লেগেছে!'

'যন্ত্রটা তা হলে মনে হচ্ছে, অ্যালাইনই আছে,' বেঞ্চ থেকে উঠতে উঠতে বলল রানা।

'তা হলে এবার কি আমরা সংক্ষেপে টেস্টিঙের পদ্ধতি সম্পর্কে আপনাকে ব্রিফ করতে পারি?'

'শিওর।'

রাইসের ইশারায় চিফ টেকনিশিয়ান এগিয়ে এল। লোকটা বয়স্ক, পঞ্চাশ পেরিয়েছে বলে মনে হলো, মাথার লাল চুল পাকতে শুরু করেছে। পরে জানা গেল তার নাম প্যাট্রিক ম্যালয়। সে বলল, 'মি. রানা, আমরা মূলত চার ধরনের অ্যামিউনিশনের মধ্যে কম্প্যারিজনের কাজ করব—হ্যান্ডমেইড, ফেডারেল প্রিমিয়াম, লেক সিটি ম্যাচ আর আমাদের অ্যাকিউটেক স্নাইপার গ্রেড। প্রথমে একশো গজ দূরত্বে বিভিন্ন আকারের টার্গেটে গুলি করবেন, শুরু করা হবে সাড়ে ছয় ফিট উঁচু টার্গেট দিয়ে, প্রতি টার্গেটে একেক অ্যামিউনিশন পাঁচ রাউন্ড করে ফায়ার করবেন আপনি। চাইলে টার্গেট অনুযায়ী রাইফেল বদলাতে পারবেন। প্রতিটা ফায়ার শেষে গ্রুপিং এবং মার্কিং চেক করা হবে, সেখান থেকে আমরা পারফর্মেন্স ক্যালকুলেট করব। এটা হবে আমাদের প্রাইমারি এক্সপেরিমেন্টের অংশ।'

'আর সেকেন্ডারিটা কী?'

'নেগেটিভ পরিবেশে ইভ্যালুয়েশন। বেঞ্চে শুয়ে আয়েশ করে ফায়ার করতে পারবেন না। ফিল্ডে অবস্ট্রাকশনের মধ্য থেকে শট নিতে হবে আপনাকে। আমরা সেরকম কিছু পজিশন বাছাই করেছি।'

'মজাই হবে মনে হচ্ছে।'

'তা-তে কোনও সন্দেহ নেই,' রাইস হাসল।

'তা হলে আর দেরি কেন,' বলল রানা। 'চলুন শুরু করে দিই।'

সারাটা দিন একটানা শুটিং চলল। বাকি সব ভাবনা ফেলে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে এতে অংশ নিল রানা। ওর গুলির গ্রুপিং দেখে বিস্মিত হলো রেঞ্জে উপস্থিত প্রতিটা লোক। মনুষ্যরূপী রোবট যেন ও, প্রতিটা শট নিচ্ছে যান্ত্রিক দক্ষতায়—পজিশন, হাতের গ্রিপ, স্কোপ থেকে চোখের দূরত্ব, অ্যাঙ্গেল... কোনও কিছুই একবিন্দু এদিক সেদিক হচ্ছে না। মাঝে মাঝে কারেকশন দিতে হচ্ছে বটে, কিন্তু তা-ও করা হচ্ছে নির্ভুল বিশ্লেষণে। সংশোধনের জন্য একটার বেশি বুলেট অপচয় করছে না ও ম্যাগাজিন বদলানোর জন্য উঠতে হচ্ছে না ওকে, লোডেড ম্যাগাজিন দিয়ে যাচ্ছে একজন কিছুক্ষণ পর পর। বাকিরা ব্যস্ত টার্গেট নিয়ে, একেকবার ফায়ারিং শেষ হলেই ছুটে গিয়ে শীটটা সংগ্রহ করছে তারা, রেঞ্জের পিছনের ছাউনিতে স্কোরিং এবং অ্যানালাইসিসের কাজ চলছে।

'এক্স রিং।'

'এক্স রিং।'

'এক্স রিং।'

স্পটারের একই রিপোর্ট বারবার শুনতে শুনতে বিরক্ত বোধ করল রানা। রাইসকে বলল, 'যেটা মিস করবে, শুধু সেটাই বলতে বলুন।'

ক'টা গুলি করল প্রথমদিকে গুনে রাখছিল রানা। কিন্তু একটা সময়ে এসে হিসেব হারাল। শেষদিকে আর শুরুর মত ভেবে-চিন্তে নিশানা করতে হলো না, অনামিকা যেন আপনাআপনিই গুলি ছুঁড়ে গেল। ও শুধু অলস দৃষ্টিতে নিশ্চিত ভঙ্গিতে ছুটে যাওয়া বুলেটগুলোকে দেখল।

তিন ঘণ্টা পর শেষ শটটা ফায়ার করল ও। চেঁচিয়ে ফিনিশিং রিপোর্ট দিল একজন সৈনিক, টেকনিশিয়ানরা ছুটে গেল টার্গেট শিট আনতে। বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়াল রানা, নিজের শুটিঙে সন্তুষ্ট। হাতের তালুতে রাইফেলের আচরণ দেখে চার রকম অ্যামিউনিশনের পার্থক্য ভালই বুঝতে পেরেছে। ফেডারেল আর লেক সিটি রাউন্ড ব্যবহার করে অভ্যস্ত ও। হাতে তৈরি বুলেটও এককালে ব্যবহার করেছে, এসব বুলেটের গতিবেগ সামান্য কম হলেও অ্যাকিউরেসি বেশ ভাল, খুব সামান্যই কারেকশন দিতে হয়েছে। ওকে অবাক করেছে অ্যাকিউটেকের অ্যামিউনিশন। ভেলোসিটি খুবই বেশি, রাইফেলও বেশি কাঁপে, ড্রপ হিসেব করতে প্রথম শটে ভুল করেছিল ও, গতির কারণে অনেক কম ড্রপ করে বুলেটটা। বলা না হলেও এটার রেঞ্জ যে বাজারের যে কোনও অ্যামিউনিশনের চেয়ে বেশি, সেটা বুঝে গেছে রানা। প্রথম ব্যবহার করেছে বলে অসুবিধা হয়েছে, তবে অভ্যস্ত হতে পারলে হ্যান্ডলোডের পাশাপাশি এটাকেও পছন্দের তালিকায় রাখবে ও, বুলেটটার কনসিস্টেন্সি বিস্ময়কর।

একজন টেকনিশিয়ান এসে জিজ্ঞেস করল, 'রেজাল্টগুলো কি আপনি দেখতে চান, মি. রানা?'

'নিশ্চয়ই।'

ছাউনির নীচে যেখানে একটা টেবিলে ট্যাবুলেশন চলছে, সেখানে গেল ওরা।

'ওয়েল,' বলল চিফ টেকনিশিয়ান ম্যালয়, 'ফলাফল দেখে আমার ধারণা আপনি খুশি হবেন, সার। টার্গেট-সাইজ আর অ্যামিউনিশন অনুসারে শীটগুলো আলাদা করে রাখা হয়েছে। জাস্ট হ্যাভ আ লুক।'

টেবিল থেকে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাওয়া শিটগুলো তুলে দেখতে শুরু করল রানা। সেন্টার সার্কেলের বাইরে যায়নি একটা শটও, তবে সামান্য এদিক-সেদিক হয়েছে। ও জিজ্ঞেস করল,

'গ্রুপিং ক্যালকুলেট করা হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল ম্যালয়। 'গড়ে ফেডারেলের গ্রুপিং .৮৩২ ইঞ্চি, অ্যাকিউটেক .৩৪৪, লেক সিটি ম্যাচ .৭০৯ আর হ্যান্ডলোড .৩২১।'

শিস দিয়ে উঠল রানা, মেজর রাইস একেবারে মিথ্যে বলেনি, অ্যাকিউটেক সত্যি সত্যি হাতে তৈরি বুলেটের সমকক্ষ হতে পারে। শীটগুলো ভাল করে দেখল ও, প্রতিটা গ্রুপিংই কেন্দ্রের দেড় থেকে দু'ইঞ্চির মধ্যে আছে, তবে অ্যাকিউটেক আর হ্যান্ডলোডের ছিদ্রগুলো সবচেয়ে কাছাকাছি।

রাইস বলল, 'ব্যালিস্টিক্স টেবল অনুসারে প্রতি দু'শো গজে চার ইঞ্চি ড্রপ করে ফেডারেল বা লেক সিটি, সেটাকে ভেলোসিটি বাড়িয়ে কমপেন্সেট করেছি আমরা। এখন প্রথম দু'শো গজে অ্যাকিউটেকের ড্রপ তিন ডিগ্রীরও কম, সে কারণে মিনিট অভ অ্যাঙ্গেলও একের নীচে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।'

'ইম্প্রেসিভ,' স্বীকার করল রানা। 'এখন কী?'

'এবার, মি. রানা,' বলল ম্যালয়, তার মুখে অনাবিল হাসি, 'বুঝতে পারবেন কেন অ্যাকিউটেকের নাম আমরা স্নাইপার গ্রেড রেখেছি। তিনশো গজের দূরত্বে ফায়ার করব আমরা।'

কষ্টকর আরও দুই ঘণ্টা কাটল তিনশো গজের টার্গেট স্থাপন আর শুটিঙে। এই দূরত্বে প্রথমবারের মত নিখুঁত হিট আশা করা বাতুলতা, টার্গেটের আকার এমনকি স্কোপেও ছোট হয়ে এসেছে। এক্স রিঙে থাকল না একটা শটও, কেন্দ্রের নয় থেকে এগারো ইঞ্চির মধ্যে সমস্ত শট রাখার চেষ্টা করল রানা, দূরত্বের কারণে গ্রুপিং স্বাভাবিকভাবেই আগের চেয়ে বিস্তৃত হয়ে যাবে—এটা মাথায় রেখে।

রেজাল্ট বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লং রেঞ্জে ফেডারেলের দুর্বলতা ধরতে পারল রানা—শট নিতে ওর কোনও ভুল হয়নি, তারপরেও মিনিট অভ অ্যাঙ্গেলের সীমা ছাড়িয়েছে বুলেটগুলো,

ছড়িয়ে গেছে সাড়ে চার ইঞ্চিরও বেশি জায়গায়। কোনও গ্রুপিংই বলা যায় না এটাকে, মনে হচ্ছে আনাড়ি কারও কাজ। লেক সিটি অবশ্য কোনও রকমে পার পেয়ে গেছে, মিনিট অভ অ্যাঙ্গেলের সীমার কাঁটায় কাঁটায় ঠিক তিন ইঞ্চির মধ্যে থেকেছে গ্রুপ।

বিস্মিত চোখে রানা দেখল, অ্যাকিউটেকের গুলি স্পষ্টতই হ্যান্ডলোডকে পরাজিত করেছে। দ্বিতীয়টার ফলাফল একেবারে খারাপ নয়, গ্রুপিং ১.৩৮৬ ইঞ্চি। কিন্তু অ্যাকিউটেকে এসেছে, ১.২১২, এর মাঝে তিনটে হিট .৩৫২ ইঞ্চির মধ্যে!

'ওয়াও!' বিস্ময়বোধক শব্দটা নিজের অজান্তেই রানার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'ফাইন শুটিং, মি. রানা,' রাইসের কণ্ঠে প্রশংসা ফুটল। একসেলেন্ট। বেশিরভাগ মানুষ টুয়েন্টি ফোর এক্স টেলিস্কোপেও তিনশো গজে টার্গেট ভাল করে দেখতে পায় না।'

'কৃতিত্ব আপনার বুলেটের,' রানা বলল। 'শটে তো কোনও বিশেষত্ব ছিল না, সব অ্যামিউনিশনে একইভাবে ফায়ার করেছি।'

আসলেই গুলিটা অসাধারণ, পৃথিবীতে অল্প কিছু লোক শুধু এরকম নিখুঁত অ্যামো তৈরি করতে পারে, তাও হাতে। আর এখানে এরা সেটা ফ্যাক্টরিতে ম্যাস স্কেলে তৈরি করছে। মুখে যাই বলুক, এ জিনিস খোলা বাজারে কখনোই বিক্রি করবে না র‍্যামডাইন। হয়তো মিলিটারির জন্য বিশেষভাবে ডেভেলপ করা হয়েছে এগুলো; রানা কখনোই এই জিনিস চোখে দেখত না, যদি না ওকে এখানে আনা হত। তবে যে-ই অ্যাকিউটেক অ্যামোর ডিজাইন করে থাকুক, সে সত্যিকার গুণী লোক না হয়ে পারে না। লোকটা অস্ত্র আর গুলির বিষয়ে অসম্ভব দক্ষ, একজন সুপার প্রফেশনাল শার্পশুটারের প্রতিটা চাহিদার ব্যাপারে সচেতন। নিজে প্রথম শ্রেণীর শুটার না হলে এসব জানা সম্ভব

নয়। লোকটাকে এক নজর দেখার আগ্রহ বোধ করল ও।

'এবার কী, মেজর?' জানতে চাইল রানা।

'লাঞ্চ ব্রেক,' রাইস জানাল। 'বিকেলে আমরা আরেকটা লোকেশনে যাব। সেখানে অ্যাকিউটেকের ম্যাক্সিমাম আর এফেক্টিভ রেঞ্জের পরীক্ষা করা হবে। শুটিঙের দূরত্বও হবে বেশি—পাঁচশো থেকে এক হাজার গজ।'

'এটাই কি সব?'

হেসে মাথা নাড়ল মেজর রাইস। 'না, মি. রানা। যদি সবকিছু ঠিক থাকে আর আপনিও প্রস্তুত হন, কাল সকালে আমরা আসল খেলাটা খেলব।'

ছয়

পরদিন সকালে ম্যালয় রানাকে অভ্যর্থনা জানাল। মেজর রাইসের কথা জিজ্ঞেস করায় জানাল, লোকেশনের প্রিপারেশন দেখতে সে আগেই চলে গেছে। একটা চেরোকি জীপে উঠল ওরা, সঙ্গী হলো রাইসের বডিগার্ড ল্যান্স। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ ধরে দূরবর্তী একটা এলাকায় নিয়ে আসা হলো রানাকে। সেখানকার দৃশ্য কিছুটা অবাকই করল ওকে। পাহাড়ের কোলে পুরো জায়গাটা জুড়ে বাঁশ, লোহার পাইপ আর কাঠ দিয়ে বিভিন্ন রকমের প্ল্যাটফর্ম আর স্ট্রাকচার তৈরি করা হয়েছে।

যেখানে জিপটা থামল তার কাছেই একটা সেরকম প্ল্যাটফর্মের উপর শুটিঙের সরঞ্জাম আর চেয়ার বসানো হয়েছে,

ওপরে ওঠার মইটাও লাগানো আছে দেখা গেল। স্ট্রাকচারটার সামনে দিয়ে একটা ধূলিধূসরিত রাস্তা চলে গেছে, সেটার শেষ প্রান্তে রয়েছে মরচেপড়া একটা লিমাজিনের চেসিস। খোলসটার সঙ্গে সচল চাকা আছে, সামনে লম্বা চেইন বাঁধা, টেনে চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রানাকে জিপ থেকে নামতে দেখে এগিয়ে এল রাইস। হাসিমুখে বলল, 'গুড মর্নিং। কেমন দেখছেন আয়োজন?'

'এসব কী?' জানতে চাইল রানা।

'ওকলাহোমার টুলসার রিজলি স্ট্রিটের সেট আপ,' বলল রাইস। 'প্রতিটা স্ট্রাকচার একযাক্ট স্কেলে দাঁড় করানো হয়েছে।'

'কিন্তু কেন?'

'আজ আমাদের সিমিউলেশন ডে, মি. রানা,' সহজ গলায় বলল রাইস। 'কয়েকটা বাস্তব পরিস্থিতিতে অ্যাকিউটেক ব্যবহার করে দেখব আমরা। এটা হলো আপনার সোয়াট সিনারিও। আমরা একটা সিচুয়েশন সৃষ্টি করেছি যেখানে জিম্মি পরিস্থিতিতে একটা চলমান টার্গেটে আপনাকে গুলি করতে হবে। নীচে থাকবেন আপনি, মেসেজ পাওয়ামাত্র প্ল্যাটফর্ম... মানে এই বিল্ডিংটার ছাদে উঠে পজিশন নেবেন।' পিছনের মই লাগানো কাঠামোটা দেখাল সে। 'ব্যাংক ডাকাতি করে গাড়িতে পালাচ্ছে একজন দুর্বৃত্ত, সঙ্গে তিনজন জিম্মি নিয়েছে সে।' এবার লিমাজিনের চেসিসটার দিকে ইঙ্গিত করল। 'আপনার কাজ হবে শুট করে তাকে খতম করা। সমস্যা হলো, রাস্তাটা এমনভাবে গেছে যে, আপনি লক্ষ্যস্থির আর গুলি করার জন্যে মাত্র পাঁচ সেকেন্ড সময় পাবেন। সিমিউলেশনটা কিন্তু সত্যি ঘটনার ওপর ভিত্তি করে সাজানো। দু'বছর আগে আপনার জায়গায় এফবিআইয়ের একজন স্নাইপারকে এই শটটা নিতে হয়েছিল।'

'ফলাফল?'

'বিতিকিচ্ছিরি বলতে পারেন। গুলিটা একজন জিম্মির

মেরুদণ্ডে লাগে, বাকি জীবন প্যারালাইজড অবস্থায় কাটায় মেয়েটা। বাকি দুজনকে গুলি করে ডাকাতটা নিজেও আত্মহত্যা করে। চিন্তা করুন ব্যাপারটা, একটা ভুল শট কতবড় কাণ্ড ঘটাল! আমরা দেখতে চাই, শটটা আদৌ সফল হবার কোনও সুযোগ ছিল কি না।'

'ওরা কি লিমাজিনে বসা ছিল?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রানা।

'আরে না, ওরা ছিল একটা খোলা পিকআপের পিছনে, পিস্তল দেখিয়ে ড্রাইভারকে চালাতে বাধ্য করেছিল ডাকাতটা। লিমোর চেসিস দেখে এ কথা জিজ্ঞেস করছেন তো? আসলে পিকআপ ম্যানেজ করতে পারিনি।'

ম্যালয়কে ইশারা করতেই সে তার টিম নিয়ে কাজে নেমে পড়ল। রাইস বলল, 'দেখুন মি. রানা, আমাদের হিসেব মোতাবেক গত পনেরো বছরে ল-এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিগুলো পঁয়ত্রিশ থেকে সাড়ে তিনশো গজ দূরত্বে অন্তত আটশো প্রিসিশান শট নিয়েছে অস্ত্রধারী অপরাধীদের ঠেকাবার জন্য। অথচ ফার্স্ট শটে সাফল্যের অনুপাত কত, আন্দাজ করতে পারেন?'

'মনে হচ্ছে খুব কমই হবে।'

'মাত্র একত্রিশ শতাংশ। প্রিসিশান শটের ঘটনাগুলোর দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না। এই তো, গত বছরই ক্যালিফোর্নিয়ার স্যাক্রামেন্টোতে একজন পুলিশ স্নাইপার টার্গেট মিস করে তিনজন জিম্মিকে আহত করেছে। এর কারণ কী বলে মনে হয় আপনার?'

শান্ত গলায় রানা বলল, 'যদি অ্যামিউনিশন আর রাইফেলের কথা বলেন, তা হলে আমি দ্বিমত পোষণ করব। এ দুটোকে আংশিক দায়ী করা যেতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসল ব্যর্থতা শুটারেরই। তাকেই ঠিক করতে হবে শটটা নেয়া ঠিক হবে কি

না। স্নাইপিং কোনও ছেলেখেলা নয়।'

'কিন্তু আমরা যদি তার কনফিডেন্স বাড়াতে পারি? যদি সে বিশ্বাস করে, তার অস্ত্র পৃথিবীর সেরা, সেটা কোনও ভুল করবে না... তা হলে কি ফলাফল একটুও বদলাবে না?'

'তা বদলাবে,' রানা একমত হলো। 'আফটার অল, যে-কোনও সাফল্যে আত্মবিশ্বাসের তো একটা বড় ভূমিকা থাকেই।'

'এবার আপনি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারছেন। কাজেই এটাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কেন এই সিমিউলেশনটা আমরা বেছে নিয়েছি। এই এক্সারসাইজটার ভিডিও করব আমরা। যাতে এটা দেখে সবাই জানতে পারে, অ্যাকিউটেক থাকলে এজেন্ট এরিক স্টার্ন ঠিকই সেদিন ডাকাতটাকে ঠেকাতে পারত।'

'সফল হই কি না সেটা তো আগে দেখা যাক!'

হেসে উঠল রাইস। 'একটা গোপন কথা জানাই, আমাদের স্টাফরা কিন্তু এই এক্সারসাইজটা নিয়ে নিজেদের ভিতর বাজি ধরে ফেলেছে। আপনার পক্ষে-বিপক্ষের দরটাও একেবারে মন্দ নয়।'

'আপনিও ধরেছেন নাকি?'

জবাব দিল না মেজর, হাসিটা উজ্জ্বল হলো।

রানা বলল, 'চলুন, লিমাজিনটা দেখে আসি।'

মাথা নাড়ল রাইস। 'রিয়েল লাইফ সিমিউলেশন এটা। এজেন্ট স্টার্ন গাড়িটা আগে থেকে দেখেনি, তাই আপনিও দেখতে পারবেন না। এমনকি একয্যাক্ট সময়টাও বলা হবে না আপনাকে। শুধু একটা ওয়্যারলেস সেট দেয়া হচ্ছে, এটার কথাবার্তাগুলো মন দিয়ে শুনবেন। যথাসময়ে নির্দেশ পাবেন আপনি, তখন প্ল্যাটফর্মে পজিশন নেবেন। গ্রীন সিগন্যাল না দেয়া পর্যন্ত গুলি করবেন না। এই হলো সমস্ত শর্ত। তা হলে কী বলেন, আপনি রেডি?'

*

ঝাড়া তিনটে ঘণ্টা অটল ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হলো রানাকে, তারপর ওয়্যারলেসে এল সঙ্কেত। এফবিআই স্নাইপার পাঁচতলার একটা জানালা থেকে গুলি ছুঁড়েছিল, মই বেয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে ঠিক সেরকমই একটা সেটআপ দেখতে পেল ও। তাড়াহুড়োয় তৈরি করা হলেও ওর কাজ চলবে। কানে হেডসেট লাগিয়ে ওয়াকি-টকিটা হ্যান্ডস্ ফ্রি মোডে নিয়ে এল ও।

'চার্লি ফোর... চার্লি ফোর... আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?' ওপাশ থেকে প্রশ্ন করা হলো, রাইসের কণ্ঠ।

'চার্লি ফোর কি আমি?' জানতে চাইল রানা।

'কারেক্ট। আপনার পজিশন কোথায়?'

'কোথায় আবার, প্ল্যাটফর্মে!'

'প্লিজ মি. রানা; এক্সারসাইজের খাতিরে নিজেকে সত্যিকার স্পটে কল্পনা করুন। স্ট্যান্ডার্ড রেডিও ল্যাঙ্গুয়েজে জবাব দিন।'

বাড়াবাড়ি, মনে মনে ভাবল রানা। তবে বলল, 'ঠিক আছে। রিড ইউ, বেস। আমি টুলসা জেনারেল ইনশিওরেন্সের পাঁচ তলায় আছি, পূর্বদিকে রিজলি স্ট্রিট পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।'

'দ্যাটস ফাইন, অপেক্ষা করুন।'

'সিচুয়েশন কী?'

'টার্গেট মোশার হয়ে আপনার দিকেই আসছে। পথে দুটো অ্যামবুশ সাইট পার হয়ে এসেছে সে, ক্লিয়ার শট না পাওয়া যাওয়ায় ফিল্ড কমান্ড ফায়ার অথোরাইজ করেনি। জিম্মিদের আড়ালে সে ভাল কাভার নিয়েছে। মনে হচ্ছে আপনিই আমাদের শেষ ভরসা।'

'বুঝতে পেরেছি, বেস।'

'স্ট্যান্ডবাই থাকুন, ওভার অ্যান্ড আউট।'

নীচের কথিত "রাস্তা"টার দিকে তাকাল রানা, ওখানেই ওকে গুলি চালাতে হবে। রেঞ্জটাই মূল সমস্যা হবে বলে বুঝতে

পারল, দূরত্বটা জানা থাকলে বুলেটের ড্রপ হিসেব করা সহজ হয়। এখানে সে সুযোগ নেই, এক্ষুণি এসে পড়বে গাড়িটা। রেঞ্জ ক্যালকুলেশন, লক্ষ্যস্থির আর ফায়ার ওপেন করার জন্য মোটেই সময় পাওয়া যাবে না, তার উপর এটা মুভিং টার্গেট। অভিজ্ঞতা আর আত্মবিশ্বাসের উপর ভর করে শট নিতে হবে, কাজ সারতে হবে প্রথম আঘাতেই। এফবিআইয়ের লোকটার উপর কতখানি চাপ কাজ করছিল সেটা বুঝতে পেরে বেচারার জন্য সহানুভূতি অনুভব করল ও।

কতটা হতে পারে দূরত্ব? রাস্তাটা অনেক লম্বা, টার্গেট একশো গজের ভিতরে এলে তো কথাই নেই। দুশো গজ পর্যন্ত স্কোপে চেহারা দেখা যায়; তিনশোতে মাথার আকৃতি, চারশোতে পা, পাঁচশোতে দেহ আর ছয়শোতে শুধু মুভমেন্ট বোঝা যায়। এর চেয়ে বেশিদূরের রেঞ্জে টার্গেট একটা বিন্দুতে রূপান্তরিত হয়। তবে রাস্তাটা অত দীর্ঘ নয়। তা ছাড়া অ্যাকিউটেকের বুলেটের উপরও কিছুটা আস্থা রাখতে শুরু করেছে ও। গতকাল বিকেলের রেঞ্জ টেস্টিঙের ফলাফল খুবই আশাব্যঞ্জক হয়েছে, এই অ্যামো এক মাইলেরও বেশি দূরত্ব পর্যন্ত কার্যকর থাকে। ড্রপ ক্যালকুলেশনের দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে এখানকার পুরো রাস্তাটাই সহজে কাভার করা যাবে।

নীচে টেকনিশিয়ানদের ব্যস্ততা দেখা গেল—লিমাজিনের টোয়িং চেইনটা ঠিকঠাক করছে, রাস্তার পাশে ট্রাইপডে বসানো ভিডিও ক্যামেরাগুলোও অন করা হলো। কয়েক মিনিট পর গগনবিদারী শব্দে একটা মোটর সচল হলো, সেই সাথে চেইনে টান খেতে দেখা গেল। ওয়্যারলেস নেট দারুণ ব্যস্ত, সেদিকে কান রাখতে গিয়ে মনোসংযোগে বিঘ্ন ঘটছে। সত্যিকার সিচুয়েশন সৃষ্টির চেষ্টায় রাইস কোনও ত্রুটি রাখছে না।

'চার্লি ফোর, শুনতে পাচ্ছেন?'

'অ্যাফারমেটিভ,' জবাব দিল রানা।

'টার্গেট এইমাত্র লিঙ্কনের মোড় পেরিয়েছে। ই.টি.এ চার মিনিট।'

'কপি। আমি তৈরি আছি।'

'আই রিপোর্ট বলছে, লোকটা কোনও রকম ঝুঁকি দেখলেই জিম্মিদের গুলি করবে। আপনি শটটা নিতে পারবেন তো?'

'রাস্তাটা আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। শট নেয়ার সামান্যতম সুযোগ থাকলেও সেটা আমি নেব।'

'লোকটা কিন্তু একজন ম্যানিয়াক। তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে বুঝতে পারলে কী করবে তার ঠিক নেই।'

'চিন্তা করবেন না, বেস। ডিসট্যান্স আমার কাছে তিনশো বিশ গজের মত মনে হচ্ছে, এতে শট মিস হবার কোনও কারণ নেই। আমি কনফিডেন্ট।'

'সেক্ষেত্রে গ্রীন লাইটের জন্য অপেক্ষা করুন। আমরা দুজন স্পটার রেখেছি, তারা সাসপেক্টের অস্ত্র সেফ অ্যাঙ্গেলে আছে কি না রিপোর্ট দিলে অর্ডার ইস্যু হবে।'

'তার প্রয়োজন হবে না, আমি নিজেই বুঝতে পারব শট নেয়া উচিত হবে কি না।'

'নেগেটিভ, চার্লি ফোর। আমাদের স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর ফলো করতে হবে। অর্ডার না পেলে আপনি ফায়ার করবেন না।'

বিরক্ত বোধ করল রানা, এটা বাড়তি প্রেশার ছাড়া আর কিছু না। ঘটনার দিন সেই এজেন্টকেও নিশ্চয়ই একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, বেচারার নার্ভের কী অবস্থা হয়েছিল কে জানে! তর্কে না গিয়ে ও শুধু বলল, 'আপনাদের যা মর্জি, বেস।'

'রেডি থাকুন।'

রাইফেলটা তুলে নিল রানা, চোখ রাখল স্কোপে, এক হাতে অ্যাডজাস্ট করে নিল লেন্সটা। এক লাফে নীচের ধুলোময় রাস্তাটা বিশাল হয়ে সামনে চলে এল। মোড়ের উপর তীক্ষ্ণ নজর

রাখল ও, গাড়িটা ওখান দিয়েই আসবে।

ত্রিশ সেকেণ্ড পেরুল, তারপরেই মোড়ের কাছে একটা অবয়ব উদয় হতে শুরু করল।

'টার্গেট এসে গেছে, চার্লি ফোর!' ওয়াকি-টকিতে জানানো হলো।

বোল্ট টেনে চেম্বারে একটা অ্যাকিউটেক বুলেট প্রবেশ করাল রানা, রাইফেলটা আরেকটু কাছে টেনে নিল। হেডফোনের মাউথপীসটা সমস্যা করছে বলে টান দিয়ে খুলে ফেলে দিল, তারপর স্কোপে চোখ রেখে লিমাজিনের চেসিসে ক্রসহেয়ারটা সেট করল।

'চার্লি ফোর, ডোন্ট শুট!' সেটে রাইস চেঁচামেচি করছে, সেটাকে অগ্রাহ্য করে কাজে মন দিল ও।

হিসেবটা আগেই সেরে ফেলেছে রানা। হানড্রেড ফিফটি গ্রেইনের একটা সাধারণ হলোটিপ তিনশো বিশ গজে দশ ইঞ্চি ড্রপ করার কথা, তবে অ্যাকিউটেকের বাড়তি গতির কারণে সেটা দু'ইঞ্চি কমিয়ে ধরেছে, তারপর আছে উচ্চতার বিষয়টা। পঞ্চাশ ফুট উঁচু প্ল্যাটফর্ম থেকে গুলি করবে ও, কাজেই ড্রপ আরেকটু বাড়বে—অন্তত এক ইঞ্চি। কাজেই টার্গেট থেকে নয় ইঞ্চি ওপরে গুলি করতে হবে ওকে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই লিমাজিনটা পুরোপুরি দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে এল, এবার সাইটে লক্ষ্যবস্তু দেখতে পেল রানা। লিমাজিনের ছাদে একটা তরমুজ বসানো হয়েছে, ওটা সাসপেক্টের মাথা, সেটাকে ঘিরে উড়ছে তিনটে হলুদ রঙের বেলুন—জিম্মিরা। বাতাসে দোলাদুলি করছে বেলুনগুলো, প্রায়ই ঢেকে ফেলছে তরমুজটাকে, ঠিক সত্যিকার জীবনে ছটফটানো বন্দীদের মত—টেকনিশিয়ানদের কল্পনাশক্তি দেখে মুগ্ধ হলো ও। রাইস এখনও চেঁচাচ্ছে গুলি না করার জন্য, কিন্তু রানা তাতে কান না দিয়ে তরমজটার উপর লক্ষ্যস্থির করে সুযোগের

অপেক্ষায় রইল।

ঠিক তক্ষুনি এল সুযোগটা... সুযোগ চিনতে অসুবিধে হলো না ওর। বাতাসে দুটো বেলুন সরে গিয়ে ফাঁক সৃষ্টি করেছে, টার্গেট আর রাইফেলের মাজলের মাঝে আর কোনও বাধা নেই। শট সিলেকশনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা রইল না। কাকতালীয়ভাবে একই সঙ্গে মেজর রাইসও ক্লিয়ারেন্স দিয়েছে, 'গ্রীন লাইট, চার্লি ফোর, গ্রীন লাইট! সাসপেক্টের অস্ত্র নীচের দিকে.

নির্দেশটা শেষ হলো না, তার আগেই ট্রিগারে চাপ দিয়েছে রানা। সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে তরমুজটা বিস্ফোরিত হলো, লাল রঙের অভ্যন্তর সহস্র টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চেসিসের ছাদে, গুলিটা ঠিক ওটার মাঝ দিয়ে গেছে। ধোঁয়া কেটে যেতেই বাকি বেলুন তিনটেকে স্বাভাবিকভাবে উড়তে দেখা গেল। মোটরের আওয়াজ বন্ধ হলো, থামানো হলো গাড়িটাকে।

প্ল্যাটফর্ম থেকে মাটিতে নামল রানা। ওকে দেখে নিরাপদে আড়াল নেয়া অ্যাকিউটেকের ক্রু-রা বেরিয়ে এল, হাততালি দিচ্ছে সবাই, তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে রাইস নিজে।

'অবিশ্বাস্য!' কাছে এসে বলল সে। 'দ্যাট ওয়াজ হেল অভ আ শট, মি. রানা। আপনার রিফ্লেক্সও অসাধারণ, গ্রীন লাইট দেবার পর সামান্যতম দেরিও করেননি।'

'ভাগ্য ভাল ছিল বলতে পারেন,' রানার কণ্ঠে বিনয়। 'ঠিক তক্ষুনি একটা সুযোগ এসে গিয়েছিল।'

'দেখতেই পাচ্ছেন, আপনার দক্ষতার বিষয়ে আমাদের আন্দাজ ভুল ছিল না,' বলল রাইস। 'এনিওয়ে, আর একটা মাত্র টেস্ট বাকি রয়েছে। আপনি কি সেটায় অংশ নিতে চান?'

'কেন নয়? শুটিং করতেই তো এসেছি, তাই না?'

'দ্যাটস গুড। আধঘণ্টা রেস্ট নিন, তারপর আমরা দ্বিতীয় সিমিউলেশনটা শুরু করব।'

*

নতুন লোকেশনে যেতে যেতে সিনারিওটা ব্যাখ্যা করল মেজর রাইস।

'এটা একটা গোপন অপারেশনের উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা হয়েছে, তাই ভবিষ্যতে এটার ডিটেইলস কারও কাছে প্রকাশ না করলে আমরা খুশি হব।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো রানা।

'গত বছর আফগানিস্তানে এই অপারেশনটা চালানো হয়। টেরোরিস্টদের একটা দলের সন্ধান পায় ইউ.এস. আর্মি। টোপ ফেলে তাদেরকে আর্মি কনভয়ের ওপর অ্যামবুশ করার জন্য একটা নির্জন পাহাড়ি এলাকায় টেনে আনা হয়। সেখানেই একজন মাত্র স্নাইপার দিয়ে তাদের ওপর পাল্টা হামলা চালানো হয়েছিল। অপারেশনটা সাকসেসফুল ছিল।'

'তা হলে চ্যালেঞ্জটা কোথায়?'

'ওয়েল মি. রানা, আর্মি স্নাইপারের রেঞ্জ ছিল মাত্র পাঁচশো গজ। কিন্তু আমরা এখানে অ্যাকিউটেক ব্যবহার করছি, এ কারণে দূরত্বও বেশি হবে।'

'কত?'

'ফোরটিন হান্ড্রেড ইয়ার্ডস্... চোদ্দোশো গজ,' রাইসের ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি।

রানা চোখ কপালে তুলল। 'সে তো প্রায় এক মাইল!'

'অসম্ভব?'

'আমি ঠিক বলতে পারব না, কেউ কখনও এমন শট নিয়েছে বলে জানা নেই আমার।'

'বি পজিটিভ, মিস্টার রানা। গতকালই তো আপনি টেস্ট করেছেন, দূরত্বটা অ্যাকিউটেকের এফেক্টিভ রেঞ্জের মধ্যে পড়ে।'

'রেঞ্জটাই বড় কথা নয়, মেজর,' রানা বলল। 'অ্যাকিউরেসির ব্যাপার আছে। যত ভাল অ্যামিউনিশনই হোক—অ্যাকিউটেক বা পৃথিবীর সেরা হ্যান্ডমেইড বুলেট,

আপনার এসব সাধারণ রাইফেলে এই শট নেয়া সম্ভব না।'

'চিন্তা করবেন না, ব্যাপারটা আমাদের মাথায় আছে। একটা স্পেশাল রাইফেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে আপনার জন্যে। লোকেশনে গেলেই দেখতে পাবেন।'

কিছুক্ষণ পরই পাহাড় ঘেরা একটা উপত্যকায় পৌঁছুল ওরা। সিনারিওটা ওকে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিল ম্যালয়, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে চারশো ফুট উপরে ওর অবস্থানটাও নীচ থেকে দেখিয়ে দেয়া হলো।

'রাইফেলটা কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

একজন টেকনিশিয়ান এগিয়ে এসে অস্ত্রটা ওর হাতে দিল। জিনিসটা পেয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ও—বোল্ট অ্যাকশনের একটা মডেল সেভেন্টি, চৌষট্টি সালেরও আগের ডিজাইন। পুরু লোহার তৈরি একটা বুল ব্যারেল রয়েছে এটার, ৩৬এক্স পাওয়ারের ইউনারটেল ব্র্যান্ডের স্কোপটা বিস্তৃত প্রায় পুরো ব্যারেলের দৈর্ঘ্য জুড়েই। তবে সেসব ছাড়িয়ে ওর দৃষ্টি আটকাল অস্ত্রটার কাঠে। সেটা অস্বাভাবিক রকমের কালো, অথচ পালিশ করা নয়। ওয়ালনাটের কাঠ কখনও এত কালো হতে দেখেনি রানা, তা হলে কী এটা—ব্ল্যাক উড? অবশ্য নির্মাণ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে শুধু চোখের দেখাতেই এটাকে অসাধারণ বলে বোঝা যায়। বিশ থেকে ত্রিশের দশকে অ্যামেরিকার গানম্যানশিপ শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, পরবর্তী দু'তিন দশকেও অব্যাহত ছিল সেই অগ্রযাত্রা। কিন্তু সেটা বিলুপ্ত হতে চলেছে আজকের এই কমার্শিয়ালাইযেশনের যুগে। রাইফেলটার চকচকে দেহ সদর্পে নিজের সময়ের কথা বলছে, ঐতিহ্য আর কারিগরী নৈপুণ্যের চরম ঔৎকর্ষের নমুনা এটা। হঠাৎই জিনিসটা চিনতে পারল ও।

'এটা কি ব্ল্যাক কিং?' স্তম্ভিত বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'দেখা যাচ্ছে আপনি অস্ত্র চেনেন,' হেসে বলল রাইস।

'এতে অবাক হবার কিছু নেই,' রানা বলল। 'যাঁরা সিরিয়াস শুটিং করে তারা সবাই জানে ব্ল্যাক কিঙের কথা। এটা একটা কিংবদন্তীর মত। পুরনো শুটারদের মতে এর চেয়ে ভাল রাইফেল পৃথিবীর বুকে আজ পর্যন্ত তৈরি হয়নি। খুব কম লোকই স্বচক্ষে ব্ল্যাক কিং দেখেছে, কারণ এ জিনিস তৈরিই হয়েছিল সর্বসাকুল্যে দশটা। আপনারা কোথায় পেয়েছেন?'

'এক ভদ্রলোক সদয় হয়ে তাঁর অমূল্য কালেকশন থেকে কয়েকদিনের জন্য ধার দিয়েছেন এটা, সঙ্গত কারণেই তাঁর নামটা প্রকাশ করতে পারছি না।'

রাইফেলটা আবারও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল রানা, কালেক্টরের শো'কেসে পড়ে থাকা জিনিস নয় এটা, এর গায়ে নিয়মিত ব্যবহারের ছাপ রয়েছে স্পষ্ট। যত্ন নিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে অস্ত্রটা, ট্রিগারের মুভমেন্ট অত্যন্ত মসৃণ। ব্যারেলে খোদাই করা সিরিয়াল নম্বরটা পড়ল ও—১০০০০০। ইতিহাস বলে, ১৯৬৫ সালে উইনচেস্টারের কারখানায় তৈরি হয়েছে এটা, লোহাটাকে হিট ট্রিটমেন্ট দেয়া হয়েছে হাজার গজের অ্যামিউনিশনের এক্সট্রিম টেম্পারেচার সহ্য করার জন্য। মডেল সেভেন্টি যে কোনও শুটারেরই প্রথম পছন্দ, আর ব্ল্যাক কিং তো রীতিমত কল্পনাতীত—স্বপ্ন। বিখ্যাত এই রাইফেলটা বুকের ভিতর শিহরন তুলল ওর, যে-কোনও কালেক্টর এটার জন্য চোখ বন্ধ করে এক মিলিয়ন ডলার খরচ করবে। এটা দিয়ে ফায়ার করতে পারবে ভাবতেই শরীরের রোম দাঁড়িয়ে গেল ওর।

'দারুণ জিনিস জোগাড় করেছেন, আমার তো আর তর সইছে না।'

'প্রয়োজনও নেই। আপনি রেডি থাকলে এখনই শুরু করতে পারি আমরা।'

'শট অ্যালাইন করব কোথায়?'

'লাগবে না, অ্যালাইন করাই আছে অস্ত্রটা। আজ সকালে

আমাদের একজন টেকনিশিয়ান সেটা চেক করে দেখেছে। ব্যালিস্টিকস্ টেবলের বাইরে এক চুলও ভেরিয়েশন নেই এটার, আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারি। তা ছাড়া মালিক ভদ্রলোক এককালে এটা দিয়ে প্রচুর ট্রফি জিতেছেন।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'নিজে চেক না করে অস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত নই আমি। তবে ব্ল্যাক কিঙের বেলায় ব্যতিক্রম ঘটাতে রাজি আছি। চলুন যাওয়া যাক।'

সময় বাঁচানোর জন্য ছোট একটা চপারে করে পাহাড়ের উপর তোলা হলো ওদের। সেখানে ঝোপের আড়ালে তেরপল বিছিয়ে পজিশন নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

'আমার টার্গেটটা কী?' জানতে চাইল রানা।

'ডামি, তবে আশ্চর্য রকমের নিখুঁত,' বলল রাইস। 'হিউম্যান অ্যানাটমির দিকে লক্ষ রেখে তৈরি করা হয়েছে ওগুলো।'

'এক মাইল দূর থেকে অ্যানাটমি বিশ্লেষণের সুযোগ নেই আমার, মুভমেন্ট দেখে গুলি করতে হবে। তার কি কোনও ব্যবস্থা রেখেছেন?'

'হ্যাঁ, ডামিগুলোর হাত-পায়ে তার বেঁধে দূর থেকে নাড়াবে টেকনিশিয়ানরা।'

'দ্যাটস্ বেটার। টার্গেটের সংখ্যা কত?'

'রিয়াল লাইফে বারোজন ছিল, তবে এটা যেহেতু কেবলই প্র্যাকটিস, তাই শুধু দুটো ডামি বসিয়েছি আমরা... পাশাপাশিই আছে ও দুটো।'

তেরপলের উপর পজিশন নিল রানা, মাথা কাজ করতে শুরু করেছে, বুলেটের ড্রপ কতটা হবে তা নির্ধারণের চেষ্টা করছে। নীচের উপত্যকার দিকে তাকাল ও, সেখানে শুনশান নীরবতা। অ্যাকিউটেকের স্টাফরা শেল্টারে চলে গেছে। বাতাসটা আগের চেয়ে একটু বেড়েছে, সেটা চিন্তায় ফেলে দিল ওকে। তিনশো গজ পর্যন্ত বাতাসের এই গতি বুলেটের পথে তেমন প্রভাব ফেলে

না, কিন্তু তার পর থেকেই শুরু হয় গজব। বুলেটের ভেলোসিটি এত কমে যায় যে, ট্র্যাজেক্টরি ডিমের খোসার মত বাঁকা হয়ে পড়ে। একজন ভাল শুটারের রহস্য হলো, বাতাসটাকে বাধা হতে না দিয়ে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে জানা।

এমনিতেই নয়শো গজের পরের দূরত্ব শুটারদের জন্য এক আলাদা জগৎ, আর এখানে ও কি না চোদ্দোশোর টার্গেট বেছে নিয়েছে! স্কোপ দিয়েও এই দূরত্বে বুলস্ আই বা এক্স রিঙে লাগানো যায় না, শুধু হিট হলো কি না এটাই বড় কথা। পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষ স্নাইপারও খুব চেষ্টা করলে হয়তো ছয় ইঞ্চির মধ্যে গ্রুপিং রাখতে পারবে।

রাইফেলটা শক্ত করে ধরে বাকি শরীরে ঢিল দিল ও, স্কোপে চোখ রেখে টার্গেট খুঁজতে শুরু করল। ইউনারটেল-৩৬ অসাধারণ একটা স্কোপ, এক মাইল দূরের জিনিসও অস্বাভাবিক স্বচ্ছতায় ওর দৃষ্টিসীমায় চলে এসেছে। হঠাৎই ডামিদু'টো দেখতে পেল ও, এতদূর থেকে মানুষের মতই লাগছে, নড়াচড়ার সুন্দর ব্যবস্থা করেছে টেকনিশিয়ানরা। একটা গাছের নীচে পড়ে আছে টার্গেটদুটো, মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে।

সেফটি ক্যাচ অফ করল রানা, ড্রপের হিসেবটা আগেই সেরে ফেলেছে, দুশো আঠারো ইঞ্চির মত হবে, বাতাসের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনও দিল। কিন্তু নিশ্চিত হবার উপায় নেই, ওর জানামতে আজ পর্যন্ত এত দীর্ঘ শট কেউ নেয়নি। শুধু ইন্সটিঙ্কটের উপর নির্ভর করল ও, চারপাশ থেকে মেজর রাইস, অ্যাকিউটেক, বিসিআই, রানা এজেন্সি, প্রেসিডেন্ট... সব হারিয়ে গেল, ওর অস্তিত্ব গ্রাস করল টার্গেট আর অবশ্যম্ভাবী শটটা।

কখন ট্রিগারে চাপ দিয়েছে বলতে পারবে না রানা, বুলেটদুটো বেরিয়ে যাবার আওয়াজ চাবুকের মত বাড়ি খেল কানে। সেই শব্দে সংবিৎ ফিরে পেল ও, সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলল পুরো ব্যাপারটা। তিক্ত অনুভূতিতে ছেয়ে গেল ওর মনটা, নিষ্ঠুর

একটা তামাশার শিকার করা হয়েছে ওকে। রাগে শরীর জ্বলতে শুরু করল ওর, রক্ত উঠে গেল মাথায়।

তেরপল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা, ঠিক পিছনেই ওয়াকি-টকি হাতে নীচের টিমের সঙ্গে কথা বলছে রাইস। 'কী, ডাইরেক্ট হিট?' রানার দিকে ফিরল সে, মুখ হাসিতে উজ্জ্বল। 'ইউ ডিড ইট, মি. রানা। আপনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, টার্গেটদুটোতেই গুলি লেগেছে!'

জবাব না দিয়ে সজোরে দুটো ঘুসি ঝাড়ল রানা—প্রথমটা পেটে, পরেরটা মুখে। উড়ে গিয়ে কয়েক হাত দূরে মুখ থুবড়ে পড়ল মেজর রাইস। কয়েক মুহূর্ত রইল সেভাবেই, কোঁকাতে কোঁকাতে আঘাতটা সয়ে নেবার চেষ্টা করছে। একটু পর যখন চিত হলো, মুখটা দেখা গেল ভেসে যাচ্ছে রক্তে, ঘুসিতে তার নাক থেঁতলে গেছে।

'এসব কী, মি. রানা?' ব্যথায় কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে।

কঠিন গলায় রানা বলল, 'তুমি একটা মিথ্যুক। আফগানিস্তান না, এটা ছয় বছর আগে কলাম্বিয়ার সারাভেনা জঙ্গলে একটা ঘটনার সিমিউলেশন।'

'আমি আপনার কথা কিছুই...' বাক্যটা শেষ করার আগেই পেটে লাথি খেয়ে কুঁকড়ে গেল রাইস। তার খুলিতে রাইফেলটা চেপে ধরল রানা।

'যথেষ্ট হয়েছে, আমার সঙ্গে আর খেলার চেষ্টা কোরো না। ডাকো তোমার বসকে। আমি জানতে চাই, যে স্নাইপার আমাকে মারাত্মকভাবে আহত করেছে, আমার প্রিয় একজন মানুষকে খুন করেছে; তার জায়গায় আমাকে কেন তোমরা বসালে? কীভাবে জড়িত তোমরা এর সাথে?'

সাত

গত মঙ্গলবার বেলা এগারোটা পঁয়তাল্লিশে মারা গেছে এমিলি, আজ তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠান। স্ত্রীর বিদায়ে এক ধরনের বিষাদে আক্রান্ত হয়েছে এফ.বি.আইয়ের স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্ন; নিজেকে দোষারোপ করছে। অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও এর জন্য সে-ই দায়ী। দু'বছর আগে তার লক্ষ্যচ্যুত বুলেটই মেয়েটার মেরুদণ্ডে লাগে, চিরকালের জন্য তাকে প্যারালাইজ করে দেয়। একটা গ্লানিবোধ থেকে এমিলিকে বিয়ে করেছিল সে, চিকিৎসার সবরকম চেষ্টা করেছিল, কিন্তু লাভ হয়নি। দিনে দিনে খারাপ হয়েছে অবস্থা, শেষ দিকে কোমায় চলে গিয়েছিল বেচারি, অবশেষে মৃত্যু এসে মুক্তি দিয়েছে তাকে।

স্ত্রীর সঙ্গে সেই অর্থে ভালবাসা ছিল না এরিকের, তবে পরস্পরকে শ্রদ্ধা করত ওরা, এমিলি কোনদিন তাকে দোষারোপ করেনি, বরং কখনও কখনও উল্টো সান্ত্বনা দিয়েছে। আশ্চর্য মেয়ে ছিল সে, তার জীবন ধ্বংস করার জন্য নিজেকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না এরিক। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বুকটা দুমড়ে-মুচড়ে যেত তার। অনেক রাত বিনিদ্র কেটেছে, ঘুমালেই দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠত, ভুলের অনুভব অসহ্য হয়ে উঠলে বাথরুমে গিয়ে বমি করত। একটা শট তার সারা পৃথিবী ওলটপালট করে দিয়েছে। অথচ এমন হবার কথা ছিল না।

ট্রেনিঙে অ্যাকাডেমিতে সেরা ছিল সে, অসাধারণ দক্ষতায়

তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে ক্যারিয়ারের শীর্ষে পৌঁছে যাচ্ছিল। মোটামুটি বিশালদেহীই বলা যায় তাকে, লম্বায় ছ'ফুট দুই, মাথার চুল সামান্য বড়। চেহারাটায় বন্ধুত্বসুলভ একটা আভা আছে, যার কারণে এফ.বি.আই এজেন্টের চেয়ে আকর্ষণীয় একজন সফল সেলসম্যানের মতই লাগে বেশি। এ কারণে আন্ডারকাভার অপারেশনে প্রায়ই ডাক পড়ত তার, সাফল্যও আসত। আগ্রহ ছিল তার প্রচুর, অপরাধীদের ধরতে রাতদিন এক করে খাটত। যে কোনও রেইড বা গ্রেফতার অভিযানে সবার আগে ছুটত, কাউন্টার টেরোরিজম স্কোয়াড বা ব্যাংক-রবারি প্রিভেনশন টিমে জায়গা পাবার জন্য অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করত। সোয়াট ট্রেনিং নিয়েছিল নিজের আগ্রহে, পিস্তল বা রাইফেল মার্কস্‌ম্যান-শিপে কেউ তার সঙ্গে পেরে উঠত না। দক্ষতার কথা ভেবে সেদিন তাকে বসানো হয়েছিল শট নিতে, কিন্তু পারেনি সে। তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কারণে টুলসার সেই ট্র্যাজেডিটা ঘটেছিল। এরপর একগাদা তদন্তের মুখোমুখি হতে হয়েছে, চাকরি চলেই যেত, শুধু অতীত রেকর্ডের কারণে রাখা হয়েছে তাকে। তবে ফিল্ডে কাজ করবার যোগ্যতা হারিয়েছে সে, বদলি হয়ে নিউ অর্লিয়েন্সের অফিসে ডেস্ক জব করতে হচ্ছে।

শেষকৃত্য শেষে কবরস্থান থেকে বেরিয়ে অভ্যাসবশে সিগারেটের জন্য পকেটে হাত দিল এরিক, ছ'মাস আগেই যে ধূমপান ছেড়েছে সেকথা মনে নেই। খালি পকেট দেখে স্মরণ হলো তার। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না, গত দু'বছর এমিলির সেবা করতে করতে সব রকম হবি হারিয়েছে। ছুটি শেষ হতে আরও দু'দিন বাকি, এই সময়টা কী করবে সে? বাড়িতে ফেরার আগ্রহ বোধ করল না, সেখানে স্ত্রীর স্মৃতি শুধু কষ্টই বাড়াবে। অফিসে জয়েন করে ফেললে কেমন হয় ভাবতে ভাবতে পে-ফোন থেকে সেখানে ডায়াল করল. ফোন ধরল ঘনিষ্ঠ বন্ধ

আর সহকর্মী জেমস ডাইসন।

'হ্যাল্লো এরিক, কী খবর তোমার?'

'খবর কিছু না, এইমাত্র ফিউনারেল শেষ হলো।'

'মন খারাপ, তাই না?' ডাইসনের গলায় সমবেদনা। 'ছুটিটা ক'দিন বাড়িয়ে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাও। পরিবেশ বদলালে হয়তো ভাল লাগবে।'

'বাড়ানো তো দূরের কথা, কমাব কি না ভাবছি। আজই জয়েন করে ফেলতে পারি। অফিসের খবরাখবর কী?'

'স্পেশাল কিছু নয়। তবে সামনে প্রেসিডেন্টের ভিজিট, জানোই তো। এজন্য বেশ ধকল যাচ্ছে, তুমি চলে এলে তো ভালই হয়।'

'আসব, চিন্তা কোরো না।'

'ভাল কথা,' মনে পড়ার ভঙ্গিতে বলল ডাইসন। 'মোলিনা নামে কাউকে চেনো তুমি?'

দ্রুত চিন্তা করল এরিক, এ মুহূর্তে পনেরোটার মত কেসের ফাইল দেখছে সে, তবে সেগুলোর কোনটার মধ্যে নামটা আছে বলে মনে পড়ল না। 'না তো, কেন?'

'সকাল থেকে বেশ কয়েকবার ফোন করেছে লোকটা, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়, খুব নাকি জরুরী। অনেক করে বোঝালাম যে তুমি ছুটিতে, কিছুতেই মানতে চায় না। বার বার ডিস্টার্ব করেছে, তোমাকে খবর দিয়েছি কি না জানার জন্য। শেষে খারাপ ব্যবহারই করতে হলো।'

'কোনও অ্যাড্রেস দিয়েছে?' জানতে চাইল এরিক।

'না, শুধু ফোন নাম্বার। রুমের এক্সটেনশন দেখে মনে হলো কোনও মোটেল হবে। কথা বলার সময় এয়ারক্র্যাফটের শব্দ শুনেছি, হয়তো এয়ারপোর্টের কাছাকাছি কোথাও। তবে এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। ফিল্ড এজেন্ট নও তুমি, জরুরী কী-ই বা তোমাকে জানাবে সে? আমার মনে হয় ভুয়া কল।'

'ভুয়া হলে বার বার করত না। নাম্বারটা দাও।'

'নাইন ডাবল এইট টু জিরো ফাইভ সিক্স, রুম এক্সটেনশন ফিফটি এইট,' বলল ডাইসন, পকেট থেকে নোটবুক বের করে লিখে নিল এরিক।

'আর কিছু?'

'লোকটার পুরো নাম ভ্যালেন্টিন মোলিনা,' ডাইসন জানাল। 'স্প্যানিশ উচ্চারণে কথা বলছিল, মনে হলো বিদেশী। দ্যাটস অল।'

ধন্যবাদ জানিয়ে লাইন কেটে দিল এরিক, মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে। কে হতে পারে লোকটা? ভ্যালেন্টিন মোলিনা... বিদেশী? হঠাৎই মনে পড়ে গেল ওর, হপকিন্সের লোক নয় তো!

বব হপকিন্স এজেন্সির পুরনো এজেন্ট, ত্রিশ বছর চাকরি করে গত ডিসেম্বরে রিটায়ার করেছে। বিদেশী বেশ কিছু সোর্স আছে তার। এরিককে খুবই পছন্দ করে সে, তাই অবসরে যাবার সময় সোর্সদের ওর নামটা দিয়ে গেছে, যেন জরুরী খবরাখবর থাকলে এফ.বি.আইকে জানাতে অসুবিধে না হয়। একটা লিস্টও দিয়েছিল নামের, পড়ার পর নিরাপত্তার খাতিরে সেটা পুড়িয়ে ফেলতে হয়েছে। মোলিনার নাম দেখেছিল কি না মনে করতে পারল না। সে যাই হোক, লোকটা এত মরিয়া কেন জানতে হবে। স্লটে পয়সা ফেলে ডায়াল করল ও।

ডাইসনের অনুমান ভুল নয়, একজন ডেস্ক ক্লার্ক রিসিভ করল ফোনটা, জানাল ওটা পাম কোর্ট মোটেল। পরিচয় দিয়ে এক্সটেনশনটায় সংযোগ দিতে বলল এরিক। খুটখাট শব্দ হলো, এরপর রিং হতে থাকল ওপাশে। অনেকক্ষণ ধরে বাজল ফোনটা, জবাব পাওয়া গেল না। ডেস্ক ক্লার্ক বলল, 'ভদ্রলোক হয়তো রুমে নেই।'

এতটা নিশ্চিন্ত হতে পারল না এরিক, নিজ চোখে ব্যাপারটা দেখবে বলে ঠিক করল। ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের

ঠিকানাটা বলুন।'

'এয়ারপোর্ট একজিট থেকে পাঁচ মাইল দূরে,' জানাল ক্লার্ক। 'ইন্টারস্টেট টেন হাইওয়ের পাশেই আমাদের মোটেল, হলিডে ইনের দুটো বিল্ডিং পরে।'

'আসছি আমি,' বলে লাইন কেটে দিল এরিক।

আধ ঘণ্টা লাগল পৌঁছুতে। পাম কোর্ট মোটেলটা বিশেষত্বহীন, পুরনো এবং ভাঙাচোরা। এ ধরনের অন্তত পঞ্চাশটা থার্ড ক্লাস মোটেলে অতীতে অভিযান চালিয়েছে এরিক, অপরাধী এবং ড্রাগ বিক্রেতাদের লুকিয়ে থাকার জন্য এগুলো আদর্শ জায়গা। কেউ কাউকে প্রশ্ন করে না, রেজিস্ট্রেশন বা রিজার্ভেশনের বালাই নেই, বিল্ডিংটার চারপাশও খোলা, রিসেপশনের নজর এড়িয়ে যখন-তখন আসা যাওয়া করা যায়। তবে এককালে মোটেলটা সুন্দর ছিল, হয়তো পঞ্চাশের দশকে... যখন তৈরি হয়েছিল ওটা। সে আমলে শহর এতটা বিস্তৃতি লাভ করেনি, মাইলের পর মাইল রাস্তা পেরিয়ে পথযাত্রীরা বিশ্রাম আর রাত কাটানোর জন্য এখানে থামত।

দোতলায় ওঠার সিঁড়ির পাশে মোলিনার রুম। দরজার পাশে পরপর কোক আর পেপসিসহ বেশ কয়েকটা ভেন্ডিং মেশিন রয়েছে, সেগুলোর নিয়ন সাইনের আলোয় দিনের বেলাতেও বারান্দায় নীলচে আভা খেলা করছে। দরজায় নক করল এরিক, কোনও সাড়া পেল না। আবার নক করল ও, আগের চেয়ে জোরে, তবুও ভিতরে নিশ্চুপ। এবার রীতিমত কিল মারতে শুরু করল এরিক।

'করছেন কী, দরজা ভেঙে ফেলবেন তো!' বলে উঠল একটা কণ্ঠ, ঘাড় ফিরিয়ে অল্পবয়সী একজন মেইডকে দেখতে পেল ও। 'ভিতরে থাকলে জবাব তো দিতই।'

'সরি,' দুঃখ প্রকাশ করল এরিক, তারপর জিজ্ঞেস করল,

'আপনি এই রুমের লোকটাকে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, সকালে আমার সামনেই তো রুম ভাড়া নিল।'

'কেমন দেখতে?'

'বেশ বয়স্ক, চেহারাটাও সাধারণ। আর দশটা ট্র্যাভেলারের মতই।'

'বেরিয়েছে কখন বলতে পারেন?'

'আমি দেখিনি। তবে কয়েকজন লোক এসেছিল, দেখা করে চলে গেছে।'

'লোক! কী রকম লোক?'

'আপনার মতই সুট-বুট পরা, তবে বয়স একটু বেশি হতে পারে। আমি তো ভাবলাম সরকারী লোক।'

'কখন গেছে তারা?'

'এই তো, ধরুন পনেরো মিনিট।'

তারমানে ও যখন রিং দিচ্ছিল, তখন ভিতরেই ছিল লোকগুলো। মোলিনা ফোন ধরেনি কেন? প্রমাদ গুনল এরিক, বলল, 'এক কাজ করুন, ম্যানেজারকে ডেকে আনুন।'

দশ মিনিট পর এল ম্যানেজার, ইতর-চেহারার বুড়োটে এক লোক সে। মুখ দিয়ে ভক ভক করে সস্তা মদের গন্ধ বেরুচ্ছে, বমি পেল এরিকের। তাড়াতাড়ি নিজের আই.ডি. দেখিয়ে দরজাটা তাকে খুলে দিতে বলল ও।

'সার্চ ওয়ারেন্ট আছে?' চাঁছাছোলা গলায় জিজ্ঞেস করল ম্যানেজার।

বিরক্তি বোধ করল এরিক, টিভি-সিনেমায় বেশি বেশি পুলিশি কার্যক্রম দেখানোর ফল এটা, সবাই নিজেকে আইনবিশারদ মনে করে। অথচ আগে এফবিআইয়ের নাম শুনলে লোকে ভয়ে কাঁপত, একটা কথা বললে তা পালন করতে দিশে পেত না।

'নিজেকে কী ভাবো, উকিল?' ম্যানেজারকে ধমক দিল ও।

'লোকটা নিজেই ফোন করে আসতে বলেছে আমাকে। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে, তাই দরজা খুলে দিতে বলছি। ওয়ারেন্টের প্রসঙ্গ আসছে কোথেকে?'

'সেজন্য বলছি না,' ম্যানেজার কাঁচুমাচু মুখে বলল। 'লোকটা দারুণ নচ্ছাড়। কোক মেশিনের পাশে ছাড়া কিছুতেই রুম নেবে না, আরেকটু হলে তো প্রায় মেরেই বসছিল। তাই ভাবছিলাম, ওয়ারেন্ট ছাড়া ঢুকতে দিলে পরে যদি উল্টো আমার নামেই মামলা ঠুকে দেয়?'

'এজন্যই বলি উকিল সাজতে যেয়ো না। তোমার কাজ দরজা খোলা, সেটাই করো। কথা যা বলার আমি বলব।'

কী বুঝল কে জানে, কাঁধ ঝাঁকাল ম্যানেজার, তারপর চাবির গোছা বের করে তালা খুলে দিল।

ভিতরে পা দিয়ে এরিক প্রথম যা দেখতে পেল, তা হলো রক্ত। সে এক বীভৎস দৃশ্য—দেয়াল, মেঝে, আয়না, বিছানার চাদর... সবখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাজা লাল রক্ত। শরীরের একাধিক রক্তবাহী ধমনী কেটে গেলেই শুধুমাত্র এভাবে রক্ত ছিটাতে পারে।

পিছনে মেইড আতঙ্কিত চিৎকার দিয়ে উঠল, ম্যানেজারও হতবিহ্বল।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল এরিক। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'এটা একটা ক্রাইম সীন, তোমরা বেরোও এখান থেকে।' ম্যানেজারকে নির্দেশ দিল, 'জলদি ৮৮৫৩৪৩৪ নম্বরে ফোন করে এজেন্ট ডাইসনকে এখানে লোকজন নিয়ে আসতে বল। বলবে এজেন্ট এরিক স্টার্ন এখানে আছে, পুলিশ আসার আগেই যেন আসে। যাও!'

পাগলের মত ছুট লাগাল ম্যানেজার আর মেইড।

আবার রুমের দিকে ফিরল এরিক, রীতিমত কসাইখানায় পরিণত হয়েছে জায়গাটা। খুনোখুনিটা মূলত বিছানায় হয়েছে.

চুপচুপে হয়ে ভেজা চাদরটা সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে। রক্তের ধারা বিছানার হেডরেস্ট হয়ে চলে গেছে দেয়াল পর্যন্ত। দুই থেকে তিনজন আততায়ী, আন্দাজ করল ও, কুড়াল জাতীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়েছে হতভাগ্য মানুষটাকে। রক্তে ভেজা একটা অ্যাডহেসিভ টেপের ছেঁড়া অংশ দেখতে পেল, তারমানে লোকটাকে বেঁধেও ফেলা হয়েছিল—কী বর্বরতা! কিন্তু মোলিনার লাশটা বিছানায় নেই কেন?

মেঝের দিকে তাকাতেই রক্তের একটা চওড়া ধারা দেখা গেল, শরীরের ঘষায় তৈরি হয়েছে, চলে গেছে বাথরুম পর্যন্ত। দাগটা দেখে বোঝা যাচ্ছে, টেনে নেয়া হয়নি, হামাগুড়ি দিয়ে গেছে লোকটা। বিস্মিত বোধ করল এরিক, এভাবে যাকে কোপানো হয়েছে, সে বাথরুম পর্যন্ত গেল কীভাবে?

একটু এগোতেই খালি পা দুটো দেখতে পেল ও, এলোমেলোভাবে পড়ে আছে। শরীরের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না নিহত মানুষটার, উপুড় হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে অসহায়ের মত। বাথরুমের দরজায় গিয়ে লাশটার উপর ঝুঁকল এরিক। স্বাস্থ্য ভাল লোকটার, বয়স পঞ্চাশের মত হবে। মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে, চুলও আধপাকা, বাঁকা নাকটা চেহারায় আভিজাত্য এনে দিয়েছে। সাদা লিনেনের একটা সুট পরে আছে সে, তবে রক্তের কারণে সেটাকে আর সাদা বলার উপায় নেই। অ্যাডহেসিভ টেপে মুখ বাঁধা তার, ভিতরে তুলো ভরে দেয়া হয়েছে। এজন্যই চিৎকারের শব্দ শুনতে পায়নি কেউ। যে চোখটা দেখা যাচ্ছে, সেটা বন্ধ হয়নি, তাতে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। মুখমণ্ডল আর শরীরের চারপাশটা দেখে মনে হচ্ছে দেহটা রক্তের সাগরে ভাসছে।

যত দেখছে, ততই বিস্ময় বাড়ছে এরিকের। বিছানায় না মরে লোকটা এখানে এল কেন? মুমূর্ষু অবস্থায় কী পরিমাণ কষ্ট তাকে করতে হয়েছে ভেবে দিশেহারা বোধ করল। যেভাবেই

হোক হাত-পায়ের বাঁধন খুলেছে, গড়িয়ে মাটিতে নেমেছে, সেখান থেকে পুরো দেহটাকে টেনে এনেছে বাথরুম পর্যন্ত... কিন্তু কেন, কী আছে এখানে? ভাল করে তাকাল ও, মৃত লোকটার বাম হাতে আটকে গেল দৃষ্টি, মেঝের উপর সিধে করে ছড়ানো সেটা, যেন কিছু নির্দেশ করছে। না, নির্দেশ নয়, বাথরুমের সাদা লাইনোলিয়ামের মেঝেতে কিছু একটা লিখে রেখে গেছে সে।

আতঙ্ক বোধ করল এরিক, মোলিনার রক্ত মেঝেতে এখনও ছড়াচ্ছে, ঢাকা পড়ে যেতে বসেছে লেখাটা, অথচ ঠিকমত পড়া যাচ্ছে না। শেষ মুহূর্তে সফল হলো ও, কিন্তু তা না হবার মতই। পুরোপুরি বোকা বনে গেছে ও।

মরার আগে শরীরের শেষ বিন্দু শক্তি খরচ করে অর্থহীন একটা কথা লিখে রেখে গেছে ভ্যালেন্টিন মোলিনা। তা হলো: ROM DO।

ফরেনসিকের লোকজন একঘণ্টা ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে মৃতদেহটা সরাবার ব্যবস্থা করেছে, এখন তারা ব্যস্ত রুমটা নিয়ে। অন্যদিকে এজেন্ট জেমস ডাইসন লোকাল প্রিসিঙ্কটের পুলিশ চিফের সঙ্গে বাইরে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত, আইনগত এখতিয়ার নিয়ে ফেডারেল এজেন্সির সঙ্গে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এই ঝগড়া চিরাচরিত নিয়মে পরিণত হয়েছে। এসবে কান না দিয়ে এরিক রিসেপশনের ফোন থেকে বব হপকিন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করল, সে এখন বোস্টনের নামকরা এক বিরাট ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির চিফ সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করছে। ফোন নম্বরটা পেতে কিছুক্ষণ সময় ব্যয় হলো, তবে যখন রিং হলো, কাঙ্ক্ষিত মানুষটাই ফোন ধরল।

'বব হপকিন্স।'

'হ্যালো, ববি। বলো তো কে?'

'এরিক!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল হপকিন্স, তার গলায় নিখাদ উচ্ছ্বাস। 'পৃথিবীতে এত কোমল কণ্ঠ আর কার আছে বলো?'

'বাড়িয়ে বলার স্বভাব তোমার গেলই না।'

'কী যে ভাল লাগছে তোমার গলা শুনে! এমিলি কেমন আছে?'

'ভাল,' বলে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল এরিক, এই মুহূর্তে কোনও সমবেদনা শোনার মুড নেই ওর। 'শোনো, আমি আসলে একটা কাজে ফোন করেছি...'

'আরে রাখো তোমার কাজ। এজেন্সিতে এত বছর চাকরি করে কী পেয়েছি, বলো? অথচ এখানে টাকা আর টাকা। আগে জানলে সেই কবেই চাকরি ছেড়ে দিতাম! এক কাজ করো, তুমিও চলে এসো ওখান থেকে। এমনিতে তো ডেস্কেই বসিয়ে রেখেছে, এখানে এলে আমি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারব।'

'প্রস্তাবটা মাথায় থাকবে,' এরিক বলল। 'তবে এই মুহূর্তে হাতের কাজটাও জরুরী। তোমার সাহায্য দরকার।'

'তা হলে আর হয়েছে,' হতাশ হবার ভান করল হপকিন্স। 'ওই এজেন্সিই খাবে তোমাকে, আমি বলে রাখলাম। সে যাক গে, বলো কী করতে হবে।'

'তোমার কিছু সোর্সকে আমার নাম দিয়েছিলে, মনে আছে?'

'কেন, ওদের কেউ তোমাকে ফাঁসিয়েছে?'

'ফাঁসায়নি, উল্টো নিজেই অক্কা পেয়ে বসে আছে। কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে তাকে কিমা বানিয়ে ফেলেছে কেউ।'

'সেরেছে, শুনে তো কলাম্বিয়ানদের কাজ মনে হচ্ছে। অসভ্য বর্বরের জাত একটা, দয়ামায়া বলে কিচ্ছু নেই। প্রতিশোধ নেয়ার সময় পাগল হয়ে যায় একেবারে।'

'কলাম্বিয়ান হবার একটা সম্ভাবনা অবশ্য আছে। লোকটা বিদেশী ছিল, তবে পাসপোর্টটা এখনও পাইনি আমরা।'

'নামটা জানো?'

'ভ্যালেন্টিন মোলিনা। লোকটা আমাকে ফোন করেছিল, তবে আমি অফিসে ছিলাম না। পরে মোটেলে দেখা করতে এসে দেখি এই অবস্থা।'

'মোলিনা?' হপকিন্সকে অনিশ্চিত মনে হলো।

'হ্যাঁ, বয়স ধরো পঞ্চাশের মত, মাথায় হালকা টাক আছে, অভিজাত চেহারা...'

'ও হ্যাঁ, মোলিনা, মনে পড়েছে। কিন্তু সে তো কলাম্বিয়ান নয়, এল সালভাদরের নাগরিক।'

'সালভাদর?'

'হ্যাঁ। সেখানকার সিক্রেট পুলিশের সদস্য ছিল সে, সেন্ট্রাল অ্যামেরিকায় একটা কনফারেন্সে গিয়ে পরিচয় হয়েছিল। ভাল লোক ছিল সে, কয়েকবারই তার দেশ থেকে অ্যামেরিকায় আসা ড্রাগের বিষয়ে দারুণ সব তথ্য দিয়েছিল। তবে অনেকদিন হলো যোগাযোগ নেই তার সঙ্গে।'

'তাকে কি আমার নাম দিয়েছিলে?'

'খুব সম্ভবত, ঠিক খেয়াল নেই। দেয়ারই কথা, সে একজন ভাল সোর্স ছিল। তবে তোমাকে যখন পায়নি, আমার সঙ্গেও তো যোগাযোগ করতে পারত।'

'নম্বর ছিল না নিশ্চয়ই, তা ছাড়া সময়ও পায়নি। এখানে আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা পড়েছে বেচারা।'

'হুঁ, খুনীরা তো দেখছি খুবই চালু। এত তাড়াতাড়ি ওর খোঁজ পেল কীভাবে?'

'কী বলতে চাইছ?'

'আমি জানি না, এরিক। তবে এত অল্প সময়ে যারা এই কাজ সারতে পারে, তারা কোনও সাধারণ লোক নয়। মোলিনা তোমার কাছে এসেছিল না? সতর্ক থেকো।'

'কেন, সে তো আমার সঙ্গে কথাই বলার সুযোগ পায়নি।'

'তাও সাবধান থাকা ভাল।'

'থাকব। আরেকটা ব্যাপার, "রম ডু" কথাটার অর্থ জানো তুমি? মরার আগে ফ্লোরে লিখে রেখে গেছে মোলিনা, সম্ভবত আমার জন্যই।'

'না তো! এটা আবার কেমন কথা!'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না। যাক গে, সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।'

'মাই প্লেজার। আর কিছু লাগলে জানিয়ো।'

'জানাব।'

ফোন রেখে দিল হপকিন্স।

'এরিক,' দরজা থেকে ডাক দিল ডাইসন। 'ভিকটিমের পাসপোর্ট পাওয়া গেছে, ওটা পানামার। লোকটার নাম ম্যানুয়েল গার্সিয়া, পানামা সিটির ঠিকানা।'

'নাম-পাসপোর্ট দুটোই ভুয়া,' এরিক জানাল। 'ও-ই ভ্যালেন্টিন মোলিনা, আমি কনফার্ম করেছি, এল সালভাদর থেকে এসেছে।'

'কিন্তু প্লেনের টিকেট পেয়েছি আমরা, পানামা সিটি টু নিউ অর্লিয়েন্স।'

'কানেক্টিং ফ্লাইট হতে পারে।'

'নাম ভাঁড়াল কেন?'

'বিপদের আশঙ্কা করছিল নিশ্চয়ই।'

'যাই হোক, সকাল ন'টায় প্লেন ল্যান্ড করেছে। এখানে চেক ইনের সময় হিসেব করে মনে হচ্ছে এয়ারপোর্ট থেকে আর কোথাও যায়নি, সোজা মোটেলেই এসেছে। তিনটা কল করেছে, সব একই নম্বরে।'

'আমার কাছে।'

'একজ্যাক্টলি। এ-ই সব।'

'কেন, ওর লাগেজ?'

'কিচ্ছু ছিল না। বেড়াতে আসেনি, শুধু একজন মানুষের

সঙ্গে কথা বলতে আমেরিকায় এসেছিল মোলিনা... তোমার সঙ্গে।'

'আর সেটাই তার মরণ ডেকে এনেছে,' গম্ভীর গলায় বলল এরিক।

আট

কর্নেল অল্ডেন ঝানু লোক, নানা রকমের লোক চরিয়ে সে অভ্যস্ত। রানার রাগটাকে সে আমলে নিল না, সামনে এসে এমন ভাব করল যেন কিছুই ঘটেনি। বরং সহাস্যে বলল, 'ওয়েলকাম টু র‍্যামডাইন, মি. রানা।'

র‍্যামডাইনের ফিল্ড হেডকোয়ার্টারে এসকর্ট করে নিয়ে আসা হয়েছে রানাকে। কনফারেন্স রুমে ঢুকে দেখা পেয়েছে কর্নেলের। সরোষে জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনি?'

'আমার নাম কর্নেল রেমন্ড অল্ডেন, এই আউটফিটের চিফ বলতে পারেন।'

'এসব আপনার কীর্তি?'

'কীর্তি বলতে কী বোঝাচ্ছেন, জানি না। তবে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটা নাটক করতে হয়েছে আমাদের। এতটা রেগে যাবেন, বুঝতে পারিনি। বেচারা মেজর রাইসের তো নাকই ভেঙে দিয়েছেন।'

'সেটা ওর পাওনা ছিল,' রাইসের দিকে তাকিয়ে বলল রানা, সে এখনও নাকে রুমাল চেপে ধরে কোকাচ্ছে

'তুমি ফার্স্ট এইড নিতে যাচ্ছ না কেন?' বলল অল্ডেন।

'আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কেউ কোথাও যাচ্ছে না,' হুমকির ভঙ্গিতে হাতের অস্ত্রটা নাড়ল রানা। 'আমি জানতে চাই, এখানে হচ্ছেটা কী?'

'আপনার অস্ত্র দেখাবার প্রয়োজন নেই, মি. রানা। সবকিছু আমি এমনিতেই খুলে বলব। প্লীজ, ওটা দিয়ে দিন।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কর্নেলের মুখের ভাব পরীক্ষা করল রানা, সেখানে কোনও গোলমাল দেখতে পেল না। কিন্তু লোকটাকে ওর মোটেই পছন্দ হচ্ছে না, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ভিতর থেকে সতর্ক করে দিতে চাইছে—এই লোককে বিশ্বাস কোরো না। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে অস্ত্রটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল ও। বলল, 'কথা বলতে চাইলে বলুন, কিন্তু এটা এখানেই থাকছে।'

'বেশ, এতে যদি আপনি স্বস্তি বোধ করেন, থাক,' কাঁধ ঝাঁকাল কর্নেল, ইশারায় রাইস ছাড়া সবাইকে বেরিয়ে যেতে বলল।

কনফারেন্স টেবিলে মুখোমুখি বসল রানা, অল্ডেন আর রাইস।

'যা বলার সোজাসুজি বলবেন,' রানা বলল। 'আমাকে এ-পর্যন্ত আনতে অনেক উল্টোসিধে বুঝিয়েছেন আপনারা কেউ আমাকে লেজে খেলাক, সেটা আমি একদম পছন্দ করি না। কিছু লুকানোর চেষ্টা করলে আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকব না।'

মাথা ঝাঁকাল কর্নেল। 'ঠিক আছে, তা হলে সরাসরিই বলি। আমরা আপনার সাহায্য চাই, মি. রানা।'

'আমরা বলতে কাদেরকে বোঝাচ্ছেন—সিআইএ নাকি র‍্যামডাইন?'

'পার্থক্য বিশেষ কিছু আছে কি? আপনার কাছে লুকানোর তো কিছু নেই। আমরাই সিআইএ।'

'তাই নাকি?,' রানা ভুরু কোঁচকাল। 'র‍্যামডাইনের কেউ কখনও নিজেকে সিআইএ বলে পরিচয় দেয় না।'

'দেয়,' কর্নেল বলল, 'যখন তারা আমাদের মত বিপদে পড়ে।'

'কী এমন বিপদে পড়েছেন যে আমাকে নিজের ওপর নেয়া শটের সিমিউলেশন করতে হলো?'

'পিওতর ভসকভ, মি. রানা,' থমথমে গলায় বলল কর্নেল। 'ফিরে এসেছে ও।'

ভেন্ডিং মেশিনে একটা পঞ্চাশ সেন্টের কয়েন ফেলে বাটনে চাপ দিল এরিক। মৃদু গুঞ্জন হলো, তারপরই স্লটে একটা ডায়েট কোক বেরিয়ে এল। হাতে নিয়ে মুখটা খুলল ও, লম্বা চুমুক দিল।

'পঞ্চাশ সেন্ট!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল ডাইসন। 'আমাদের অফিসের মেশিনগুলো তো পঁচাত্তর করে নেয়।'

কথাটা এরিকের কানে গেল কি না বোঝা গেল না, ও ব্যস্ত বারান্দাটা নিয়ে, সেখানে ভেন্ডিং মেশিনের ছোট-খাট একটা শো-রুম বসেছে যেন। গুনে দেখল, মোট ছ'টা—দুটো করে কোক আর পেপসির, একটা আইস মেশিন, শেষটা বাদাম আর চকলেটের।

'এই ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছে না,' ডাইসনকে বলল ও। 'লোকটা ঝগড়াঝাঁটি করে কোক মেশিনের পাশের রুম নিতে চাইল কেন?'

'লোকটার হয়তো খিদে বেশি পেত,' আন্দাজ করল ডাইসন। 'অনেকের হয় এরকম। রাত-বিরাতে সহজেই যেন হাতের কাছে খাবারদাবার পাওয়া যায়, সেজন্যই নিয়ে থাকতে পারে রুমটা।'

'আমার তা মনে হয় না। তার জানার কথা নয়, কোক

মেশিনের পাশেই খাবারের ভেন্ডিং মেশিনও আছে। স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করো, এই রুম যে কারোরই শেষ পছন্দ হওয়ার কথা। দিন নেই, রাত নেই, সারাক্ষণ দরজার পাশে মেশিনে পয়সা ফেলার ঝনঝনানি কারই বা ভাল লাগে?'

'হুঁ, সেক্ষেত্রে আরেকটা যুক্তি আছে। এই রুমটার পাশে মেশিনগুলোর কারণে সারাক্ষণই মানুষের আনাগোনা, তাই না? মোলিনা হয়তো বুঝতে পেরেছিল, তার পিছনে লোক লেগেছে। তাই এই রুমে এসে উঠেছিল, যাতে লোকজনের সামনে কেউ তার ক্ষতি করতে না পারে।'

যুক্তিটা মন্দ নয়, কিন্তু কেন যেন মেলাতে পারছে না এরিক। বলল, 'এত ঝামেলার দরকার কী? দরজা ভিতর থেকে তালা মেরে রাখাটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়? ভেঙে ঢুকতে গেলে তো মানুষের চোখে পড়বেই।'

'কিন্তু দরজাটা ভাঙা ছিল না,' ডাইসন মনে করিয়ে দিল 'তারমানে মোলিনা নিজেই খুনীদের ঢুকতে দিয়েছে. লোকগুলো তার পরিচিত ছিল।'

'কেন ঢুকতে দিল... লোকগুলো কে ছিল?' এরিক হিসেব মেলাতে পারছে না।

'এসব নিয়ে মাথা গরম কোরো না তো,' ডাইসন বলল 'অবস্থা যা দেখছি, মনে হচ্ছে ড্রাগ-রিলেটেড মার্ডার। এরকম নিষ্ঠুরতা আর কেউ করে না। লোকটা হয়তো ড্রাগলর্ডদের পয়সা মেরে খাচ্ছিল, ধরা পড়ে গেছে।'

মোলিনা একজন সালভাদরীয় সিক্রেট পুলিশ, ড্রাগলর্ডদের সঙ্গে ঝামেলা বাধলে সে নিজেই সেটা সামাল দিতে পারত—একথা ডাইসনের কাছে চেপে গেল এরিক। ও কিছুতেই বুঝতে পারছে না, লোকটা দেশ ছেড়ে কেন ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য অ্যামেরিকায় ছুটে এল? কী এমন সমস্যা যেটা সিক্রেট পুলিশ হওয়া সত্ত্বেও সে দেশে বসে সমাধান করতে

পারল না? আর যাই হোক, ড্রাগ সংক্রান্ত সাধারণ খুন নয় এটা। ডায়েট কোকে অন্যমনস্কভাবে চুমুক দিতে দিতে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল এরিক।

পাথর হয়ে গেছে যেন রানা, কিন্তু শরীরের রক্ত চলাচল দ্রুত হয়ে গেছে টের পেল।

'কিছু বলছেন না যে, মি. রানা?' উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করল কর্নেল অল্ডেন।

জবাব দিল না রানা, মানসচোখে কলাম্বিয়ার সেই দুঃস্বপ্নের মত দিনটা দেখতে পাচ্ছে... আততায়ীর গুলি, ইকরামের আর্তনাদ আর মারা যাবার আগে ফিসফিস করে ওর নাম ধরে ডাকা!

'আপনারা লোকটার খোঁজ পেয়েছেন?' কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভেঙে প্রশ্ন করল ও।

'হ্যাঁ এবং না,' বলল কর্নেল। 'একটা সূত্র পাওয়া গেছে, কিন্তু লোকটাকে হাতে পাইনি আমরা, তার সঠিক অবস্থানও বের করতে পারিনি।'

'যতটুকু পেরেছেন, সেটুকুই বলুন আমাকে। বাকিটা আমি সামলাব।'

'ব্যাপারটা এত সহজ হলে কোনও কথাই ছিল না, মি. রানা, সরাসরিই আপনাকে খবর দিতাম। কিন্তু বিষয়টা এখন খুব নাজুক একটা মোড়ে এসে পৌঁছেছে, আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারছি না।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'সবই বলব আপনাকে। তার আগে বলুন, ভসকভ সম্পর্কে কতটুকু জানেন আপনি।'

'সবটাই।'

'খুব একটা অসুবিধে না হলে খুলে বলবেন? আমাদের

ফাইলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতাম।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, তারপর বলতে শুরু করল, 'ভসকভের জন্ম উনিশশো একান্নতে, কাজাখস্তানের এক দরিদ্র গ্রামে। আঠারো বছর বয়সে সোভিয়েত আর্মিতে যোগ দেয় সে, সাধারণ সৈনিক হিসেবে। লেখাপড়া খুব একটা না করলেও ঈশ্বরপ্রদত্ত একটা ক্ষমতা ছিল তার—শুটিঙের আর্মিতে যোগ দেবার পর সেটা প্রকাশ পায় অল্প সময়ের মধ্যেই শার্পশুটিং কোর্সে নাম আসে তার, দু'বছরের মধ্যেই রাশিয়ার সেরা স্নাইপারে পরিণত হয় সে।

'উনিশশো একাত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত ইস্টার্ন ব্লকের কম্পিটিটিভ শুটিঙে রাজত্ব করে সে, প্রতিটা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়। বিষয়টা চোখে পড়ার পর কেজিবি তাকে রিক্রুট করে। আর্মি থেকে স্পেশাল ফোর্স স্পেৎসনাজে বদলি করা হয় তাকে, সেখানেই প্রথম খুন করতে শুরু করে সে। রেকর্ড বলে, তার প্রথম শিকার ছিল নিকোলাস হামেল আর আন্তন সিকোরস্কি নামে দুজন হাঙ্গেরীয় জাতীয়তাবাদী। সোভিয়েতবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিল তারা, একটা মিছিলে তাদের উপর গুলি চালানো হয়। কাজটায় খুবই খুশি হয় তার সুপারভাইজাররা, স্পেৎসনাজ থেকে সরিয়ে পুরোপুরি নিয়ে আসা হয় তাকে কেজিবিতে। এরপর পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যায় ভসকভ। ব্যাপারটা স্বাভাবিক, অ্যাসাসিনদের পরিচয় লুকানোর কাজটা কেজিবি নিজেই করে, তাদেরকে কেউ আর দেখতে পায় না। ধারণা করতে পারি, তার চেহারা একাধিকবার সার্জারির মাধ্যমে পরিবর্তন করা হয়েছে, নিত্য নতুন পরিচয়ে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে সে, তবে কাজ বন্ধ করেনি। তার যে ছবিগুলো পাওয়া যায় সেগুলো সবই কেজিবিতে যোগ দেবার আগেকার সময়ের। রাশিয়ানদের হয়ে সে কতগুলো খুন করেছে, তা সঠিক বলা যায় না তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের

পর স্বাধীন হয়ে যায় সে, ভাড়াটে খুনী হিসেবে সারা দুনিয়ায় টাকার বিনিময়ে মানুষ মারতে শুরু করে। নাম প্রচারে তার অনাগ্রহ কখনোই ছিল না, ফলে ভাড়াটে খুনী হিসেবে সে কয়টা হিট নিয়েছে, তার পুরো রেকর্ড আছে। রাফ হিসাব ধরলে সে আজ পর্যন্ত একশো ছত্রিশটা শট নিয়েছে, প্রায় প্রতিটাই সফল। অসাধারণ শুটার সে, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী, নিতান্ত বাধ্য না হলে টার্গেটের মাথা ছাড়া আর কোথাও শট নেয় না। অনেকের মতে পৃথিবীর সেরা স্নাইপার সে।

'খুন ছাড়াও টেরোরিস্টদের ট্রেনিং দেয় ভসকভ। অ্যাঙ্গোলার বিদ্রোহীদের এককালে সাহায্য করেছে, নিকারাগুয়ার স্যান্ডানিস্টা গ্রুপকেও ট্রেনিং দিয়েছে বলে শোনা যায়, মিডল ঈস্ট তার স্বর্গরাজ্য—প্যালেস্টাইনি গেরিলাদের শুটিংয়ের দক্ষতার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই তাকে কৃতিত্ব দেয়া হয়। তবে আজ পর্যন্ত কেউ নাগালে পায়নি তাকে। একবারই সে ধরা পড়তে যাচ্ছিল, পঁচানব্বই সালে ইসরায়েলিরা মরিয়া হয়ে তার পিছনে একটা বিশেষ টিম পাঠায়, তাকে কোণঠাসাও করে ফেলা হয়, তবে লাভ হয়নি। আটশো গজ দূর থেকে টিমের প্রত্যেককে খুন করে সে। কখনও ধরা না পড়ায় তার নাম হয়েছে আনটাচেবল।'

'ওয়েল,' বলল কর্নেল অল্ডেন। 'দেখা যাচ্ছে, ওর সম্পর্কে সবই জানেন আপনি। তবে এটা জানেন কি, কলাম্বিয়ায় আপনার টিমের ওপর নেয়া শটটা তার জীবনের দীর্ঘতম শট?'

'হ্যাঁ,' রানা মাথা ঝাঁকাল। 'এক হাজার গজ। ড্রপের হিসেব প্রথমবার ভুল করে ভসকভ, তা ছাড়া নড়েও উঠেছিলাম, এ কারণেই গুলিটা আমার পেটে লাগে। তবে ইকরামকে গুলি করার সময় কারেকশন দিয়ে নেয়ায় ওটা আর মিস হয়নি।'

'অতএব, ভসকভ যে কত ভয়ঙ্কর লোক, তা আপনি ভাল করেই জানেন।'

'খুব ভাল করে। গত ছ'বছর ধরে তাকে খুঁজছি আমি,

দু'বার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম, কিন্তু শেষ মুহূর্তে পালিয়ে গেছে। তবে গত তিন বছর ধরে লোকটা একেবারে নিখোঁজ।'

'নট এনি মোর, ভসকভ ফিরে এসেছে। আমাদের বিশ্বাস, এই মুহূর্তে অ্যামেরিকাতেই আছে।'

'কোথায়?'

'সেটা জানি না বলেই তো আপনাকে দরকার।'

'খুলে বলুন।'

'দেড় মাস আগে ইরাকে দেখা গেছে তাকে। ইরাকি সিক্রেট পুলিশ আল মুখাররাবাতের প্রাক্তন চিফ, সাদ্দাম হোসেনের প্রতি বিশ্বস্ত পলাতক জেনারেল খালিদ আল মুসাদ্দেকের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেছে ভসকভ, আমাদের কাছে কনফার্মড রিপোর্ট আছে। এটা জানার পর থেকে সেখানে আমাদের গোয়েন্দা কার্যক্রম কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। রেইনবো সম্পর্কে আপনি কী জানেন, মি. রানা?'

'কিছুই না,' রানা মাথা নাড়ল।

'না জানাটাই স্বাভাবিক,' জানাল কর্নেল। 'ওটা একটা স্পাই স্যাটেলাইট, অত্যন্ত সফিসটিকেটেড, স্টেলথ প্রযুক্তির মাধ্যমে মিডল ঈস্টের ওপর নজর রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়। ইরাকি, ইরানি, সিরিয়ান আর লিবিয়ানদের বিরুদ্ধে রেইনবো খুবই কার্যকর একটা জিনিস। যা হোক, ভসকভের খবর জানার পর আমরা আন্দাজ করলাম, সে সম্ভবত ইরাকি গেরিলাদের প্রশিক্ষণ দেবার কন্ট্রাক্ট নিয়েছে। ওর ট্রেনিং অ্যাক্টিভিটি মনিটর করতে রেইনবোকে ইরাকের দুশো মাইল ওপরে অরবিটে স্থাপন করি আমরা। ফলাফলটা নিজ চোখেই দেখুন।'

রিমোটের একটা বাটনে চাপ দিতেই দেয়ালে বসানো পর্দায় প্রজেক্টরে দেখানো একটা ছবি ফুটে উঠল। স্যাটেলাইট থেকে তোলা জমির একটা স্থিরচিত্র এটা, নিঃসন্দেহে রাতে তোলা। ছবিতে বাঁশ আর কাঠ দিয়ে তৈরি অনেকগুলো স্ট্রাকচার দেখা

যাচ্ছে।

'তিকরিত থেকে একশো আটচল্লিশ কিলোমিটার দূরের অতি দুর্গম পার্বত্য এলাকার একটা উপত্যকা এটা। আমাদের ধারণা, এটা ইরাকি গেরিলাদের ট্রেনিং গ্রাউন্ড। স্যাটেলাইটের ছবিতে আরও একটা ব্যাপার আবিষ্কৃত হয়েছে—সেটআপটা প্রতিদিনই পরিবর্তন করা হচ্ছে। নিজেই দেখুন।'

আরও কয়েকবার বাটন চাপল কর্নেল, প্রতিবারই বদলে গেল দৃশ্যটা।

'মোট চারটে সেটআপ দেখতে পেয়েছি আমরা। বিষয়টা আমাদের উদ্বিগ্ন করে তোলে। স্পেশাল ফোর্সের একটা পুরো ব্যাটালিয়ন পাঠাই আমরা ট্রেনিং গ্রাউন্ড থেকে ভসকভ আর গেরিলাদের ধরে আনার জন্য, কিন্তু সেখানে গিয়ে তাদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

'ভসকভের আরেক নাম আনটাচেবল, জানেনেই তো।'

'যাই হোক, ওখানে কী ধরনের ট্রেনিং হচ্ছিল বলে আপনার মনে হয়, মি. রানা?'

'নিঃসন্দেহে স্নাইপিঙের। এখানে সিমিউলেশনের জন্য আপনারা যা করেছেন, ঠিক সেভাবে ওরাও বিভিন্ন টার্গেটের সেটআপে প্র্যাকটিস করেছে। তবে আপনি যদি আমাকে ভসকভের টোপ দেখিয়ে ইরাকি গেরিলাদের ঠেকাতে এনে থাকেন, তা হলে ভুল করবেন। এসব যুক্তরাষ্ট্র আর ইরাকের মধ্যকার সমস্যা, আমি এতে নাক গলাব না।'

'সে ধরনের কোনও কাজ আপনাকে করতে বলা হবে না, এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমি। আপনি কাজ করবেন ভসকভের বিরুদ্ধে। কারণ এই শটটা সে নিজেই নেবে।'

'কীভাবে শিওর হচ্ছেন?'

'টার্গেট দেখে, আমাদেরকে দিনরাত এক করে পুরো এক সপ্তাহ খাটতে হয়েছে সেটআপের অরিজিনাল লোকেশনগুলো

বের করতে, শেষ পর্যন্ত ল্যাঙলির এক টেকনিশিয়ান এতে সমর্থ হয়। প্রতিটা সেটআপই অ্যামেরিকার, প্রথমটা বাল্টিমোরের ইনার হারবারের, দ্বিতীয়টা ওয়াশিংটনে... হোয়াইট হাউসের ব্যাক পোর্চ থেকে জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের বিল্ডিং পর্যন্ত। তৃতীয়টা সিনসিনাটির ডাউনিং অ্যান্ড হুগোনট স্ট্রিট, আর শেষটা নিউ অর্লিয়েন্সের নর্থ র‍্যাম্পার্ট অ্যান্ড সেইন্ট অ্যান।'

'লোকেশন বোঝা গেল, কিন্তু টার্গেট সনাক্ত করলেন কীভাবে?'

'আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি,' কর্নেল ইতস্তত করল। 'এই চারটে জায়গার প্রতিটাতেই আগামী এক মাসের মধ্যে জনসভা করতে যাচ্ছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হোমার কার্লটন।'

নয়

নিউ অর্লিয়েন্সের এফ.বি.আই. টেকনিক্যাল ল্যাবের জিমি নেইল ইলেক্ট্রনিক্সের জাদুকর। বয়স মাত্র পঁচিশ হলেও অসাধারণ প্রতিভাবান সে, যে কোনও যন্ত্রপাতি তার চেয়ে ভাল খুব কম লোকেই বোঝে। অফিসে ফিরে তাকে গিয়ে ধরল এরিক।

'হ্যাল্লো, এজেন্ট স্টার্ন!' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল জিমি। 'তোমাকে তো আজকাল ল্যাবে দেখাই যায় না।'

'ডেস্কে ব্যস্ত থাকি,' বলল এরিক। 'এদিকে আসার প্রয়োজন পড়ে না।'

‘তো আজ কী মনে করে?’

‘আমি একটা বিচিত্র সমস্যায় পড়েছি, একটা মার্ডার কেস নিয়ে।’

‘ওরা কি তোমাকে ফিল্ডে কাজ করার অনুমতি দিয়েছে?’ ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল জিমি।

‘না, তবে খুন হওয়া লোকটা আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছিল। বাধ্য হয়ে আমাকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে।’

‘ওকে,’ কাঁধ ঝাঁকাল জিমি। ‘বলো তোমার সমস্যা।’

‘ভিকটিম লোকটা রীতিমত ঝগড়াঝাঁটি করে মোটেলে কোক মেশিনের পাশের একটা রুম ভাড়া নিয়েছিল। আমি জানতে চাই, কেন? কোক মেশিনের কী এমন বিশেষত্ব আছে?’

‘কী রকম কোক মেশিন?’

‘কোক মেশিন আবার কেমন হবে?’ বিরক্ত স্বরে বলল এরিক। ‘কোকা কোলার ভেন্ডিং মেশিন কেমন হয় জানো না?’

‘জানি বলেই জিজ্ঞেস করছি। অনেকগুলো মডেল আছে, একেকটার বৈশিষ্ট্য একেক রকম।’

‘এক মিনিট,’ বলে বেরিয়ে গেল এরিক, কিছুক্ষণ পর ক্রাইম সীনের ছবির কতগুলো প্রিন্টআউট নিয়ে ফিরে এল। জিমির হাতে তুলে দিল সেগুলো।

‘সর্বনাশ!’ ডেডবডির ছবিটা দেখে আঁতকে উঠল জিমি। এরিককে জিজ্ঞেস করল, ‘কলাম্বিয়ানদের কাজ?’

‘জানি না, সেটাই বের করার চেষ্টা করছি।’

কয়েকটা প্রিন্টআউট উল্টাতেই বারান্দার ছবি পাওয়া গেল, সেখানে ভেন্ডিং মেশিনগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

‘হুঁ,’ আনমনে মাথা নাড়ল জিমি। ‘১৮০০ মডেল। এক বছর হলো কোকাকোলা কোম্পানি এই মডেলটা চালু করেছে।’

‘তাতে কী হয়েছে?’

‘জিনিসটা খুবই সফিসটিকেটেড। পুরনো মডেলের চেয়ে

চারগুণ বেশি ক্যান ধরে এটায়, তা ছাড়া টাকা ভাঙানোরও ব্যবস্থা আছে। স্লটে টাকার নোট দিলেই সেন্সর সেটা চেক করে দেখে, তারপর সমান পরিমাণ ভাংতি পয়সা দেয়।'

'শুনে খুশি হলাম, কিন্তু এই তথ্যে আমার কোনও লাভ হচ্ছে না।'

'ধৈর্য ধরো, বৎস,' জিমি হাসল। 'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। ১৮০০ মডেলের আসল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর ফিল্ড জেনারেশন।'

'কী?' এরিক ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না।

'টাকা ভাঙানোর মত জটিল কাজ করার জন্য এর ভিতর একটা মাইক্রো-কম্পিউটার আছে, সেটার মাইক্রোচিপগুলো চলন্ত অবস্থায় সারাক্ষণ মেশিনটার চারপাশের এলাকায় একটা ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করে রাখে। অনেকটা জ্যামিং ডিভাইসের মত।'

'জ্যামিং ডিভাইস!' এরিক অবাক।

'হ্যাঁ। আমি ছোটখাট কয়েকটা পরীক্ষা চালিয়েছিলাম কিছুদিন আগে। এই মেশিনের ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমাদের যে কোনও লং রেঞ্জ লিসেনিং ডিভাইসকে অকেজো করে রাখতে পারে। সোজা কথায়, এই মেশিনের ধারে কাছে বসে কেউ কথা বললে আমরা আমাদের প্যারাবোলিক মাইক্রোফোনে কিচ্ছু শুনতে পারব না।'

'সত্যি?'

'একশো ভাগ,' জিমির মনে কোনও দ্বিধা নেই। 'আমি বাজি ধরতে রাজি আছি।'

তথ্যটা ভাবিয়ে তুলল এরিককে। অনেক প্রশ্নেরই জবাব পাওয়া যাচ্ছে এখন, কিন্তু একটা অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে। তবে সেটা মেলাতে গেলে একটা সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয়। ও বলল, 'জিমি, আমার ধারণা তোমার ওই ফিল্ড ভেদ করেও কথা

শোনা সম্ভব।'

'ইম্পসিবল,' জিমি মাথা নাড়ল।

'এত শিওর হচ্ছ কীভাবে? হাই-পাওয়ারের আরও উন্নত কোনও যন্ত্র কি ফিল্ডটাকে পেনিট্রেট করতে পারে না?'

'থিয়োরিটিক্যালি হয়তো পারে, কিন্তু এ রকম কোনও ইকুইপমেন্ট এফবিআইতেও নেই।'

'তর্কের খাতিরে যদি যন্ত্রটার অস্তিত্ব মেনে নিই, তা হলে কী বলবে? আমাদের কাছে না থাকলে এ রকম ইকুইপমেন্ট কার কাছে থাকতে পারে?'

'কার কাছে আবার?' তিক্ত হাসি হাসল ইলেকট্রনিক্সের জাদুকর। 'সি.আই.এ!'

'আপনারা বলতে চাইছেন, ভসকভ ইউ.এস. প্রেসিডেন্টকে খুন করতে যাচ্ছে?' রানার কণ্ঠে অবিশ্বাস।

'ঠিক ধরেছেন,' কর্নেল অল্ডেন বলল। 'আমাদের মনে কোনও সন্দেহ নেই। ইরাকিরা কেমন প্রতিশোধপরায়ণ, জানেনই তো। তারা প্রেসিডেন্টকে খতম করে যুদ্ধে জিততে চাইছে। আর এজন্য ভাড়া করা হয়েছে ভসকভকে।'

'ইরাকিদের আমি দোষ দিতে পারছি না। হাজার হোক, আপনারা বিনা উস্কানিতে তাদের দেশটা জবরদখল করে নিয়ে ছারখার করে দিয়েছেন।'

'কিন্তু প্রেসিডেন্টকে খুন করলেই কি তার সমাধান হবে? ফলাফলটা যে তখন কত ভয়াবহ হবে তা আপনি কি কল্পনা করতে পারছেন, মি. রানা? অ্যামেরিকা প্রতিশোধ নিতে চাইবে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রতিটা মুসলিম দেশের ওপর হামলা হবে। পুরো মানবসমাজ একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে, সুখ-শান্তি বলতে আর কিছু থাকবে না। আপনি কি তাই চান?'

'না,' রানা স্বীকার করল। 'তবে আপনাদের এই গল্প আমার

বিশ্বাস হচ্ছে না। প্রেসিডেন্ট কবে কোথায় ভাষণ দেবেন, এই শিডিউল প্রায় দু'মাস আগে ইরাকিরা কীভাবে পেল?'

'টাকা খরচ করলে আজকাল যে কোনও তথ্যই পাওয়া সম্ভব। আমরা ধারণা করছি, সি.আই.এ বা হোয়াইট হাউজে ওদের কোনও চর আছে। তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।'

'সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টকে আপাতত কোনও জনসভা করতে না দিলেই হয়।'

মাথা নাড়ল কর্নেল। 'তা হয় না, মি. রানা। এবার কপালজোরে ভসকভের খোঁজ পেয়েছি আমরা, পরের বার না-ও পেতে পারি, তখন কী করব? প্রেসিডেন্ট যদি জনসভা করতে না যান, তা হলে ভসকভও আসবে না, তাকে বাগে পাবার একমাত্র সুযোগটা হারাব আমরা।'

'বুঝলাম। কিন্তু আপনাদের এসব ব্যাপারে আমি কী সাহায্য করতে পারি, বলবেন কী? লোকবল বা প্রযুক্তি, কোনও কিছুরই অভাব নেই আপনাদের। তা হলে আমাকে জড়াচ্ছেন কেন?'

'কারণ আপনি হচ্ছেন বিশেষজ্ঞ। সারা পৃথিবীতে ভসকভের বিষয়ে আপনার চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না। তার ওপর রিসার্চ করেছেন, তার প্রতিটা শট স্টাডি করেছেন, আপনি তার স্টাইল জানেন এ কারণে আপনিই বলতে পারবেন, যে চারটে জায়গায় শুটিঙের প্র্যাকটিস করেছে সে, তার মধ্যে কোন স্পটটা ভসকভের দৃষ্টিতে স্নাইপিঙের জন্য আদর্শ বলে মনে হবে। কোথায় প্রেসিডেন্টের ওপর গুলি চালাবে সে, তার পজিশন কোথায় হবে। আপনার রিপোর্ট মোতাবেক ফাঁদ পাতব আমরা, ভসকভকে ধরে ফেলব।'

'তার মানে আমাকে প্রতিটা স্পট রেকি করে দেখতে হবে, এই তো?' জানতে চাইল রানা।

'কারেক্ট। সফল হলে আপনার কৃতিত্ব ফলাও করে প্রচার করব আমরা। তাঁর জীবন বাঁচিয়েছেন বলে প্রেসিডেন্টও খুশি

হবেন, আপনাদের মধ্যে যে মনোমালিন্যটা আছে, তা চিরদিনের জন্য মিটে যাবে।'

'সব বুঝলাম। কিন্তু আমার একটাই প্রশ্ন আছে—এ কাজে সি.আই.এ থেকে সরাসরি আমার সাহায্য চাইতে পারতেন আপনারা। এত নাটক করার কী উদ্দেশ্য? রানা এজেন্সিকে বিপদে ফেলেছেন, র‍্যামডাইনকেও এতে জড়ানো হয়েছে—কেন?'

'ফার্মটাকে বিপদে না ফেললে আপনি কি সবকিছু ছেড়েছুড়ে ছুটে আসতেন?' হাসল কর্নেল। 'তা ছাড়া সি.আই.এ থেকে সরাসরি সাহায্য চাইতে গেলে সমস্যা আছে। প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বিধান করা আমাদের একান্ত দায়িত্ব, এ কাজে প্রকাশ্যে বাইরের সাহায্য চাইলে এজেন্সির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। তার উপর প্রেসিডেন্ট যদি জানতে পারেন যে, যাকে তিনি পছন্দ করেন না, তার কাছেই আমরা গেছি সাহায্যের জন্য, তা হলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে, ভেবে দেখেছেন? এ ছাড়া আছে ইরাকিদের কাছে তথ্য পাচারকারী লোকটার ভয়, সে যদি টের পায় যে ভসকভের মিশনের ব্যাপারে আমরা সব জেনে গেছি, তা হলে সবই ভণ্ডুল হয়ে যাবে। সবকিছু ভেবে আপনাকে রিক্রুট করা থেকে শুরু করে গোপনে পুরো অপারেশনটা পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে র‍্যামডাইনকে। আরেকটা ভয়ও ছিল আমাদের মনে, আপনি যদি আমাদের প্রেসিডেন্টকে বাঁচাতে রাজি না হন? যত যা-ই হোক, আপনাদের মধ্যে তো মন কষাকষি আছে, আপনার মনে ক্ষোভ থাকতেই পারে—সেজন্যই অ্যাকিউটেকের এই নাটক সাজাতে হয়েছে। ভসকভের স্মৃতি জাগিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছি, তাকে ধরার জন্য সাহায্য চাইলে আপনি কতটা আন্তরিক হবেন।'

কর্নেলের প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখল রানা, একেবারে মন্দ নয় সেটা। ভসকভের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া হবে,

প্রেসিডেন্ট কার্লটনের সঙ্গেও সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়ে যাবে। তা ছাড়া এখন পর্যন্ত যে-সব কাণ্ড ঘটেছে, তারও ভালই ব্যাখ্যা দিয়েছে এরা। যদিও মনটা একটু খুঁতখুঁত করছে এখনও, তবে ভসকভের নাগাল পাবার জন্য যে-কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি আছে ও। সবদিক চিন্তা করে রাজি হবে বলে ঠিক করল।

'বেশ, আপনাদের আমি সাহায্য করব, কর্নেল,' বলল রানা। 'তবে আমার একটা শর্ত আছে।'

'বলুন।'

'ভসকভকে নিজ হাতে ধরতে চাই আমি। ওর স্নাইপিং পজিশন বের করে দেবার পর আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন, তা হবে না।'

'প্রশ্নই ওঠে না,' কর্নেল আশ্বাস দিল। 'প্রয়োজনে ওকে ইন্টারোগেট করার পর আপনার হাতে তুলে দিতেও রাজি আছি আমরা।'

'খুব ভাল,' রানা বলল। 'কীভাবে কী করব ঠিক করার জন্য সময় দরকার আমার, তবে আপনাদের প্রস্তাবে আমি রাজি।' মনে মনে বলল, 'অবশ্য বিসিআই চিফ যদি অনুমতি দেন, তবেই।'

দশ

'এজেন্ট এরিক স্টার্ন!' এক গাল হাসি দিয়ে বলে উঠল হুলিয়ো এস্তেবান। 'কী সৌভাগ্য আমার, গরীবের ঘরে হাতির পা।'

হাসিটাতে যে আন্তরিকতার ছিটেফোঁটাও নেই তা এরিক খুব ভাল করে জানে। হুলিয়ো একজন কিউবান, অপরাধ জগতের সঙ্গে সে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। হয় চোদ্দো শিকের পিছনে, নয়তো পিঠে গুলি খেয়ে কোনও গলিতে পড়ে থাকার কথা তার, অথচ কোনওটাই ঘটেনি। লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত, সবদিক সামাল দিয়ে চলতে জানে। অন্যান্য অপরাধীদের সঙ্গে যেমন তাল মিলিয়ে চলে, তেমনি সরকারী প্রতিটা বাহিনীর সঙ্গেও আঁতাত আছে তার। আন্ডারওয়ার্ল্ডের প্রতিটা খবর তার নখদর্পণে, এজন্য যখনই কোনও এজেন্সি বিপদে পড়ে, হুলিয়োর কাছে ছুটে আসতে হয় তাদের।

বাইরের লোকদের চোখে ধুলো দেবার জন্য হুলিয়ো রিভারফ্রন্টের একটা নোংরা মদ্যশালায় বারটেন্ডারের কাজ করে। সেখানেই তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এরিক।

বারে দাঁড়িয়ে একটা শামুক খাচ্ছে হুলিয়ো, চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না সেটা পুরোপুরি সেদ্ধ হয়েছে। জিনিসটার চেহারা দেখে বমি পেল এরিকের, কিন্তু ঘোড়েল বারটেন্ডারের হাবভাবে মনে হচ্ছে অমৃত মুখে তুলছে সে। কুৎসিত দৃশ্যটা থেকে চোখ ফিরিয়ে ও বলল, 'আমার কিছু তথ্য দরকার, হুলিয়ো।'

'তোমাকে কি ফিল্ডে প্রোমোশন দেয়া হয়েছে?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল বারটেন্ডার।

'তা দিয়ে তোমার দরকার কী?'

'কিছু না, এমনিই জিজ্ঞেস করলাম। বলো কী করতে পারি?'

'কান পাতার জন্যে আমার একটা হাইটেক যন্ত্র দরকার। কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারো?'

'কেন, এফ.বি.আইয়ের কাছে কি যন্ত্রের অভাব পড়েছে? বেশি হাইটেক জিনিস লাগলে হেডকোয়ার্টার থেকে আনিয়ে নিচ্ছ না কেন? আমি যদ্দূর জানি, বি-৪৩৫ নম্বর ফর্মে রিকুইজিশন দিলে...'

'থামবে?' বিরক্ত হলো এরিক। এমনিতেই অস্বস্তি বোধ করছে ও, নোংরা এই বারটাতে একমাত্র ও-ই সুট পরে এসেছে। এই পোশাক পরে এখানে আসা আর পিঠে বড় করে এফ.বি.আই লিখে রাখায় বিশেষ পার্থক্য নেই। যে কেউই দেখে বুঝতে পারবে লোকটা কে।

'আমি তো শুধু আইনের কথাই বলছি।' হুলিয়ো নিষ্পাপ সাজল।

বারের ওপর কড়কড়ে দুটো একশো ডলারের নোট ঠেলে দিল এরিক। বলল, 'ইনফরমেশনটা আমার এখনই দরকার।'

টাকাটা নির্দ্বিধায় তুলে নিল হুলিয়ো। 'কী ধরনের জিনিস চাইছ?'

'আলট্রা-সফিসটিকেটেড, যে কোনও ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক জ্যামিং ভেদ করতে পারে।'

'এ রকম কোনও ইকুইপমেন্টের অস্তিত্ব নেই।'

কথাটা বিশ্বাস করল না এরিক, হুলিয়োর হাড়ে হাড়ে শয়তানি। লোকটা এককালে কিউবান আর্মিতে ছিল, গোলমাল পাকিয়ে জেলও খেটেছে সেখানে। সারা দুনিয়ায় তার অসংখ্য কন্ট্যাক্ট আছে, এমন কোনও গোপন খবর নেই, যা সে জানে না। অথচ কিছু জিজ্ঞেস করলে এমন ভাব করে যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না।

'আমার সঙ্গে নাটক কোরো না, হুলিয়ো। যা জানতে চাই সাফ সাফ বলো।'

'তুমি আমাকে ফাঁসাতে আসোনি তো?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এরিককে যাচাই করল হুলিয়ো। 'জামার নীচে হয়তো মাইক্রোফোন লুকিয়ে রেখেছ, যা বলব সব রেকর্ড হয়ে যাবে।'

'তোমার কি তা-ই মনে হচ্ছে?'

হেসে উঠল ধুরন্ধর বারটেন্ডার। 'নাহ্, তুমি এত প্যাঁচ খেলবে না আমার সাথে। আসলে হয়েছেটা কী খুলে বলো তো!'

‘একটা খুনের তদন্ত করছি। আমার ধারণা খ্নীদের কাছে হাইটেক লিসেনিং ডিভাইস ছিল। আমার জানা দরকার জিনিসটা কোত্থেকে এসেছে।’

‘কোথায় হয়েছে খুনটা, পাম কোর্টে?’

‘তুমি জানলে কী করে, পত্রিকায় তো এখনও কিছু ছাপেনি।’

‘আমার কাছে সব খবরই আসে।’

‘কারা করেছে কাজটা, জানো?’

‘না, সে কারণেই অবাক হয়েছি। নরমাল চ্যানেলে খুনী ভাড়া করা হলে জানতে পারতাম আমি। এরা হয় অন্য কোথাও থেকে এসেছে, নইলে আমাদের লাইনের বাইরের লোক। তুমি বলছ, ওদের কাছে ইলেকট্রনিক জ্যামিং ভেদ করার মত যন্ত্র ছিল?’

মাথা ঝাঁকাল এরিক। ‘মোটেলে কোক মেশিনের পাশের একটা রুমে ছিল ভিকটিম, মেশিনটার তৈরি করা ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক পালসে ওর কথাবার্তা ঢাকা পড়ে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু আমার ধারণা, খুনীদের যন্ত্র তার চেয়েও পাওয়ারফুল ছিল।’

‘আমার জানামতে ইলেক্ট্রোটেক ফিফটি ফোর হান্ড্রেড এই ধরনের জ্যামিং ভেদ করতে পারে। তবে এই জিনিস তো সারা পৃথিবীতেই আছে সাকুল্যে ছয় কি সাতটা। প্রাইভেট কারও কাছে এই মাল পাবে না।’

‘তা হলে কার কাছে আছে?’

‘এই ডিভাইস শুধু সি.আই.এ ব্যবহার করে। এটার সম্পর্কে বেশিরভাগ মানুষই জানে না, খুবই গোপন একটা যন্ত্র। আমিও কোনদিন চোখে দেখিনি।’

‘তুমি নিশ্চয়ই বলতে চাইছ না যে, সি.আই.এ আমার ভিকটিমকে খুন করেছে?’

‘আমি কী করে বলব, আমার কাজ তথ্য দেয়া... দিয়েছি!’

'তুমি শিওর, এই জিনিস আর কারও কাছে নেই?'

'সেটাও বলতে পারি না। আমাদের ল্যাংলির দোস্তরা অনেক সময় গোপনে বিভিন্ন দেশকে অস্ত্র আর প্রযুক্তি দিয়ে সাহায্য করে। ইলেক্ট্রোটেক যদি সেভাবে কারও কাছে বিক্রি করে থাকে, তা হলে জানব কী করে, বলো?'

'হুঁ, আরেকটা জিনিস জানতে চাই। রম ডু কথাটার অর্থ জানো তুমি?'

'রম ডু!'

'হ্যাঁ, ভিকটিম লোকটা মরার সময় মেঝেতে লিখে রেখে গেছে।'

'এর তো কোনও মানে হয় না। হত যদি রোমিও ডগ...'

'রোমিও ডগটা আবার কী?'

'রেডিও ল্যাংগুয়েজে ইংরেজি দুটো বর্ণ—আর এবং ডি।'

'ডি-কে তো ডেল্টা বলি আমরা।'

'সেটা আধুনিক সংস্করণ। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে ডি-কে ডগ বলা হত।'

বোকা বনে গেল এরিক। মোলিনা ত্রিশ বছর পুরনো কোডে কেন মেসেজ লিখতে যাবে? শুধু আর এবং ডি লিখলেই কি বুঝতে সহজ হত না? তাছাড়া রোমিও ডগ কথাটাও তো পুরো লেখেনি।

'রোমিও ডগ বলতে কি কিছু বোঝায়?' জানতে চাইল হুলিয়োর কাছে।

'আমি জানি না,' স্বীকার করল হুলিয়ো। 'মেসেজটা যার জন্য, তারই ভাল জানার কথা।'

হতাশায় মাথা দোলাল এরিক।

নিউ অর্লিয়েন্স এফ.বি.আই শাখার চিফ ডোনাল্ড মোফাটের সঙ্গে বৈঠক করছে স্পেশাল এজেন্ট জেমস ডাইসন, এমন সময়

দরজায় উঁকি দিল এরিক।

'আসতে পারি, সার?'

'আমরা জরুরী আলোচনায় ব্যস্ত, স্টার্ন!' মোফাটকে বিরক্ত দেখাল।

'পাম কোর্টের কেসটার বিষয়ে জরুরী কথা আছে, আমি বেশি সময় নেব না।'

'এসো ভিতরে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল মোফাট।

'থ্যাংকস,' বলে ভিতরে এসে বসের সামনের চেয়ারে বসল এরিক। 'সার, কেসটা আমি নিতে চাই।'

'মানে!'

'লোকটা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে মারা গেছে, সার। আমাকে বাইরে রেখে এটা সলভ করতে পারবে না কেউ।'

'সেটা কোনও কথা হলো না, দরকার হলে তোমাকে অবশ্যই ইনভলভ করা হবে। তবে ওটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না আমরা।'

'কেন?'

'দ্যাখো, আমরা এমনিতেই প্রেসিডেন্টের ভিজিট নিয়ে ঝামেলায় আছি,' মোফাট বলল। 'লোকাল পুলিশ দেখবে ব্যাপারটা।'

'কিন্তু খোঁজ খবর না নিয়ে কেসটা হ্যান্ডওভার করা ঠিক হবে না। আমি কিছু সূত্র...

ওকে বাধা দিল মোফাট। 'আমরা প্রাথমিক তদন্ত সেরে ফেলেছি। কোনও এজেন্সিতে লোকটা সম্পর্কে কোনও রেকর্ড নেই। তা ছাড়া দেখে মনে হচ্ছে এটা ড্রাগ রিলেটেড মার্ডার। এসব ডি.ই.এ-র এখতিয়ারভুক্ত বিষয়। আমাদের হস্তক্ষেপ করার মত গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।'

'লোকটার পরিচয় ভুয়া। আমার সোর্স কনফার্ম করেছে, লোকটা সালভাদরান।'

‘প্রমাণ করতে পারবে না। আমরা খোঁজ নিয়েছি, পাসপোর্টটা জেনুইন।’

‘হতেই পারে। সে একজন সিক্রেট পুলিশ, তার কাগজপত্র দেখে কিছু না বোঝা যাবারই কথা।’

‘সত্যি? তা-ই বুঝি?’ মোফাট ব্যঙ্গ করল। ‘তা হলে তো এটা সি.আই.এ-র কেস। ওদেরকেই খবর দিই না কেন?’

‘তা করা যাবে না। ওরাও এতে জড়িত থাকতে পারে।’

‘এবার তুমি পাগলের মত কথা বলছ। সি.আই.এ কাউকে কুপিয়ে খুন করে না। ওদের পদ্ধতি আরও আধুনিক।’

‘আমার মনে হচ্ছে, ইচ্ছা করেই ওরা কুড়াল ব্যবহার করেছে, যাতে আমরা কলাম্বিয়ানদেরকে সন্দেহ করি।’

‘এসব গল্প অন্য কোথাও গিয়ে শোনাও।’ মোফাট মনে হলো সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে।

‘আমাকে অন্তত ব্যাখ্যা করতে দিন।’

‘ব্যাখ্যার কিছু নেই, স্টার্ন। এই খুনটার ব্যাপারে সত্যিই কি কোনও ক্লু আছে তোমার কাছে? এটা যে পরকীয়া প্রেম বা ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব বা ব্যক্তিগত রেষারেষির ফলে ঘটেনি, কীভাবে নিশ্চিত হবে? হ্যাঁ, রক্তে লেখা কথাটা রহস্য-উপন্যাসের জন্য একটা জমজমাট প্লট হতে পারে, তার বেশি কিছু নয়। এই মুহূর্তে নিউ অর্লিয়েন্সে এ ধরনের আড়াইশো আনসলভড মার্ডার কেস আছে, সব কি আমাদের পক্ষে তদন্ত করা সম্ভব? তা ছাড়া প্রেসিডেন্টের ভিজিটের ঠিক আগ মুহূর্তে সিকিউরিটির দায়িত্ব বাদ দিয়ে এসব ফালতু কাজে লোক লাগালে আমাকেও জবাবদিহি করতে হবে।’

‘আমার কথা শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন, কেন এটাকে আমি ফালতু মানতে রাজি নই।’

‘কিছুই শোনার দরকার নেই আমার।’

‘এক্সকিউজ মি, সার,’ বলে উঠল ডাইসন। ‘পুরো ব্যাপারটা

না শুনে এজেন্ট স্টার্নকে ফিরিয়ে দেয়া বোধহয় ঠিক হবে না। আফটার অল, সামনে প্রেসিডেন্টের ভিজিট। সিকিউরিটির দিক থেকে চিন্তা করলে এই মুহূর্তে যে কোনও ক্রাইমই বিশেষ গুরুত্ব বহন করতে পারে।'

থমকে গেল মোফাট। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ঠিক আছে, স্টার্ন। শোনাও তোমার থিয়োরি, তবে সংক্ষেপে।'

মাথা ঝাঁকাল এরিক, নিঃশব্দে ঠোঁট নেড়ে ডাইসনকে ধন্যবাদ জানাল। বলল, 'সার, ভিকটিম লোকটা নার্ভাস ছিল, পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। তাছাড়া মোটেলে সে খুব বেশি সময়ও ছিল না, হয়তো কয়েক ঘণ্টা। খুব সতর্ক দেখাচ্ছিল তাকে, কারও ওপর ভরসা করতে পারছিল না। এ কারণে প্রথমেই আমাদের ভাবতে হবে খুনীরা রুমটাতে ঢুকল কীভাবে। দরজা ভাঙা ছিল না, তারমানে ভিকটিম নিজেই তাদের ঢুকতে দিয়েছে। কিন্তু কেন?'

'খুনীরা হয়তো রুম সার্ভিসের ছদ্মবেশ নিয়েছিল,' আন্দাজ করল ডাইসন।

'না, পাম কোর্টের মত সস্তা মোটেলে রুম সার্ভিস থাকে না। তা ছাড়া লোকটা কোনও কিছুর জন্য অর্ডারও করেনি, ওখানকার রেজিস্টার চেক করে দেখেছি আমি। রুমের মধ্যে সে খুঁটি গেড়ে বসে ছিল একজন মানুষের সঙ্গে দেখা করার জন্য—সেই মানুষটি হচ্ছি আমি। এবার আমাদের আরেকটা বিষয়ের ওপর নজর দিতে হবে। সেটা হলো, ভিকটিম জোর করে কোক মেশিনের পাশের একটা রুমে উঠেছিল। কেন?'

হালকা ভাবে মোফাট বলল, 'সে হয়তো কোক পছন্দ করত।'

'না সার, আপনাকে তা হলে আসল ব্যাপারটা জানাই। নতুন ডিজাইনের কোক মেশিনগুলো এক ধরনের লো ফ্রিকোয়েন্সির ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ফোর্স ফিল্ড তৈরি করে. যা একটা রেডিও

বা টিভি, এমনকি অ্যাকুস্টিক্যাল পেনিট্রেশনের জন্য ব্যবহৃত প্যারাবোলিক মাইক্রোফোনকেও অকেজো করে দিতে পারে।'

'মানে?' এবার নড়েচড়ে বসল মোফাট আর ডাইসন।

ব্যাপারটা উপভোগ করল এরিক। বলল, 'এর মানে মোলিনা জানত, তার পিছনে প্রফেশনাল লোক লেগেছে, যাদের কাছে দূর থেকে আড়ি পাতার জন্য হাইটেক ইকুইপমেন্ট আছে। তাদের টেক্কা দেয়ার জন্যই কোক মেশিনের পাশের রুম ভাড়া নিয়েছিল সে। কিন্তু বেচারা জানত না, বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গেছে, কোক মেশিনের ইন্টারফেয়ারেন্সকে ভেদ করার মত যন্ত্র আছে শত্রুদের কাছে।'

'আড়ি পাতার সঙ্গে রুমে ঢোকার কী সম্পর্ক?' মোফাট জানতে চাইল।

'সম্পর্কটা খুবই সিম্পল। ভাল করে চিন্তা করে দেখুন, বিনা যুদ্ধে ওই রুমে ঢোকার জন্য আপনাকে শুধু দু'টো জাদুর শব্দ বলতে হবে—এরিক স্টার্ন!'

'কী!'

'হ্যাঁ। আমাদের ভিকটিম মোটেলে পৌঁছেই এফ.বি.আই অফিসে ফোন করেছে, আমাকে না পেয়ে মেসেজ দিয়েছে। এর আধঘণ্টা পর যদি কেউ দরজায় নক করে আমার পরিচয় দেয়, মোলিনা কি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভিতরে ঢুকতে দেবে না?'

'যুক্তি আছে তোমার কথায়,' স্বীকার করল ডাইসন।

'এখন প্রশ্ন হচ্ছে,' কথার খেই ধরল এরিক। 'আমার ব্যাপারে খুনীরা জানল কীভাবে? আমি নিজেই মোলিনাকে চিনতাম না, কোনদিন দেখাও হয়নি। এর মানে সে যখন আমাকে ফোন করছিল, তখন তার কথা শুনতে পেয়েছে খুনীরা। ফোন ট্যাপ করার মত সময় ছিল না, আড়ি পাততে হলে দূর থেকে প্যারাবোলিক মাইক্রোফোনই ব্যবহার করতে হয়েছে। কিন্তু ইকুইপমেন্টটা যা-তা জিনিস নয়, ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক

ফিল্ড পেনিট্রেট করতে পারে, এমন জিনিস আমাদের কাছেও নেই।'

'কাদের কাছে আছে?'

'আঙুল তোলা উচিত হবে না, তবে এ রকম ইকুইপমেন্ট শুধুমাত্র ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটিতেই ব্যবহার হয়।'

'সি.আই.এ?' মোফাটের চোখ কপালে উঠে গেছে। 'তুমি সত্যিই পাগল হয়ে গেছ!'

'কিন্তু পুরো ঘটনার এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা। তা ছাড়া আমি গোপনে খোঁজ নিয়েছি, ওদের কাছে এই ইকুইপমেন্ট আছে।'

'তার মানে এই নয় যে, কাজটা ওরা করেছে। খোদার দোহাই, স্টার্ন, কী বলছ সে-সম্পর্কে তোমার কোনও আইডিয়া আছে? কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না তুমি, উল্টো বিপদে পড়বে। তাছাড়া মোলিনাকে মেরে সি.আই.এ-র কী লাভ?'

'সেটা জানার জন্যই তদন্তটা আমাদের হাতে রাখা উচিত, সার,' শান্তস্বরে বলল এরিক।

'সম্ভব নয়,' মাথা নাড়ল মোফাট। 'তোমার অনুমান যদি বিন্দুমাত্রও সঠিক হয়, ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য ওরা সবকিছু করবে। তোমার নামও হিটলিস্টে উঠে গেছে কি না কে জানে?'

'তার মানে কি আমরা হাল ছেড়ে দেব?'

'না, কিন্তু কাজটা করতে হবে গোপনে। তোমাকে কিছুতেই জড়ানো যাবে না এর সঙ্গে।'

'কিন্তু...

'বেশি কথা বোলো না,' ধমক দিল মোফাট। 'আমি দেখব কী করা যায়।'

'আর আমি?'

'তোমাকে এই মুহূর্তে অফিসে বসিয়ে রাখাও ঠিক হবে না। এক কাজ কর, প্রেসিডেন্টের সিকিউরিটি ডিটেইলে যোগ দাও।

তুমি নিজেও নিরাপদ থাকবে।'

'সি.আই.এ-র এজেন্টদের মধ্যে?'

'হ্যাঁ। আর যাই করুক, ওখানে তোমার ওপর হামলা চালাবার সাহস করবে না কেউ। তোমাকে আমি লোকাল লিয়াজোঁ অফিসারের পোস্টটা দিচ্ছি।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল এরিক। কিছুক্ষণ পর ডাইসনসহ মোফাটের অফিস থেকে বেরিয়ে এল।

'তোমার কপাল দেখছি খুবই খারাপ হে,' হঠাৎ বলল ডাইসন।

'কেন?'

'লিয়াজোঁ হিসেবে তোমাকে কী করতে হবে, জানো?'

'কী?'

'বুলডগের ফুট ফরমাশ খাটবে।'

'মানে!'

'জানো না, সিক্রেট সার্ভিসের সঙ্গে আমাদের কো-অর্ডিনেট করার জন্য ল্যাংলি থেকে বুলডগকে পাঠানো হচ্ছে? তার আন্ডারেই তো কাজ করতে হবে তোমাকে।'

স্থির হয়ে গেল এরিক। জুনিয়ররা ঠাট্টা করে বুলডগ ডাকে, তবে ডগলাস বুলক আসলে সিআইএ-র অপারেশন শাখার স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট-ডিরেক্টর, অত্যন্ত ক্ষমতাবান এক লোক। এককালে এফবিআইয়ে ছিল সে, পরে ট্রান্সফার হয়ে সিক্রেট সার্ভিসে গেছে। ব্যুরোতে কাউন্টার-এসপিওনাজ ডিপার্টমেন্টের হেড ছিল, কাউন্টার-টেরর এবং অর্গানাইজড ক্রাইম ডিভিশনও চালিয়েছে কিছুদিন, দেশের ল-এনফোর্সমেন্ট সেক্টরে বুলডগ এক বিখ্যাত ব্যক্তি। পরিচিত প্রতিটা মানুষ তাকে ভয় পায়, কারও জীবন নরকে পরিণত করায় তার জুড়ি নেই। সেটা এরিকের চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না।

টুলসার ট্র্যাজেডিটার সময় যে মানুষটা ওয়্যারলেসে ওকে

নার্ভাস করে তুলেছিল, সে ছিল ডগলাস বুলক, টুলসার তৎকালীন শাখাপ্রধান। বুলডগই ছিল বেস।

এগারো

রাতদিন এক করে খাটতে শুরু করেছে রানা। প্রতিদিন বিশ থেকে বাইশ ঘণ্টা খাটছে, ঘুমোচ্ছে খুবই কম, যতটুকু না হলেই নয়। মিশনটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে রক্তে অদ্ভুত একটা উত্তেজনা শুরু হয়েছে ওর। ভসকভের নাগাল পাওয়ার জন্য আসলে উতলা হয়ে পড়েছে। তবে এটাও জানে, তাড়াহুড়ো করলে চলবে না। লোকটার সঠিক পজিশন বের করা গেলেই শুধুমাত্র পাওয়া যাবে তাকে।

ইতোমধ্যে ঢাকায় যোগাযোগ করে বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের সঙ্গে কথা বলেছে ও, এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে—র‍্যামডাইন সিকিউরিটিজের মাধ্যমে সিআইএ-র দেয়া অফার, এ ব্যাপারে নিজের মতামত এবং সন্দেহের কথা জানিয়েছে। ভসকভকে ধরার জন্য সিআইএ-কে সাহায্য করতে অনুমতি দিয়েছেন তিনি, তবে রানাকে সাবধান থাকতে বলেছেন। র‍্যামডাইন যা-ই বলুক, তাদের গল্পে ফাঁক আছে প্রচুর, ভিতরে আরও বড় কোনও ব্যাপার লুকিয়ে থাকতে পারে। কথাটা মাথায় রেখেছে রানা, তারপরও মাঝে মাঝেই কিছুটা আবেগের বশে তাড়িত হচ্ছে ও। চোখের সামনে সারাক্ষণ ভাসছে ইকরামের চেহারা, ছেলেটার তারুণ্যোজ্জ্বল মুখ। যে

কোনও রকম ঝুঁকি নিতে রাজি ও, বিনিময়ে যদি ভসকভকে হাতের নাগালে পাওয়া যায়।

তবে লোকটাকে পাবার জন্য দরকার কঠোর পরিশ্রম আর নির্ভুল হিসাব-নিকাশ। রেকর্ড দেখে ভসকভের পুরনো প্রতিটা শট নতুন করে বিশ্লেষণ করতে হচ্ছে, নিজেকে লোকটার জায়গায় দাঁড় করাবার চেষ্টা করছে রানা। সে কীভাবে কাজ করে, কীভাবে শট নেয় আর লোকেশন নির্বাচন করে, তা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলে তবেই আসবে সাফল্য।

স্নাইপিং মূলত জঙ্গলের শিল্প। গাছপালা বা ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থেকে শত্রুর উপর মৃত্যুশেল হানার জন্যই মূলত এর বিকাশ হয়েছিল। তবে দিন পাল্টেছে, এখন স্নাইপিং আর শুধু জঙ্গলে সীমাবদ্ধ নেই। তাই বলে শিল্পটার মৌলিক নিয়ম-কানুন বদলে যায়নি। এক হিসেবে ধরলে শহরও ইট-পাথরের তৈরি এক ধরনের জঙ্গলই তো। গুলি চালাবার আগে এখানেও একজন স্নাইপারকে আদর্শ পরিবেশ পেতে হবে।

একটা অব্যর্থ শটের জন্য প্রথমেই যা লাগবে, তা হলো ফ্রি করিডর—বুলেটটার পুরো গতিপথ পরিষ্কার থাকতে হবে, সেখানে কোনও রকম বাধা থাকতে পারবে না। এরপর আসে বাতাসের গতিবেগ। এজন্য বিল্ডিংয়ের ফরমেশন নিয়ে চিন্তা করতে হবে, কারণ সেগুলোর মাঝ দিয়ে ছুটতে গিয়ে বাতাসের বাধা বাড়বে বা কমবে। জোরালো বাতাস বুলেটের পথকে জিলিপির মত ঘুরিয়ে দিতে পারে। বাতাস ঠিক থাকলে আসবে আলোর প্রসঙ্গ। সূর্যটা স্নাইপারের পিছনে থাকতে হবে, যাতে আলোটা পিঠে পড়ে। নইলে টেলিস্কোপ-লেন্সের উপর প্রতিফলিত সূর্য স্নাইপারের অবস্থান ফাঁস করে দেবে।

রেঞ্জটা রানাকে বেশি ভাবাচ্ছে। কতদূর থেকে গুলিটা করা হতে পারে? সিক্রেট সার্ভিস যে দূরত্ব পর্যন্ত চরম সাবধানতা

অবলম্বন করে, তা হলো আটশো আশি গজ। এটাকে বলে সতর্কতা জোন। এই এলাকাটার মধ্যে ক্লিয়ারেন্স ছাড়া কেউ ঢুকতে পারে না, এমনকি কোনও বিল্ডিং থাকলে তার দরজা-জানালাও খোলা বারণ। প্রতিটা দালানের উপর নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়, হেলিকপ্টার চক্কর দিতে থাকে, সিকিউরিটি চেকপয়েন্ট বসানো হয়। আততায়ীকে এই কারণে নয়শো গজ বা তারও বেশি দূর থেকে গুলি চালাতে হবে।

পুরনো সব কেস স্টাডি করছে রানা। ভসকভের স্টাইল এবং দক্ষতা দেখে মনে হচ্ছে অন্তত এক হাজার গজ থেকে শট নেবে সে, সর্বোচ্চ বারোশো। তার মানে পৌনে এক মাইল দূরে একটা নিরাপদ জায়গা লাগবে তার, যেটাতে সবার অলক্ষে ঢোকা বা বেরুনো যায়। কাছে একটা এস্কেপ রুটও থাকতে হবে। টার্গেটকে এই দূরত্ব থেকে দেখতে হলে জায়গাটা উঁচুতে হতে হবে। তাই বলে উচ্চতা খুব বেশি হলেও চলবে না। নীচের দিকে নিশানা করে জায়গামত গুলি লাগানো সহজ কাজ নয়, মাধ্যাকর্ষণ বুলেটের গতিপথে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন এনে দেয়, মাঝে মাঝে কোনও রকম কারেকশনেই সেটা শোধরানো যায় না। তাই বিল্ডিঙের তিন থেকে পাঁচতলার মধ্যে পজিশন নিতে হবে লোকটাকে।

তাপমাত্রাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শীতল আবহাওয়া বুলেটকে প্রভাবিত করে। বাতাসে জলীয় বাষ্প যত কম থাকবে, গুলিটাও তত স্বাধীনভাবে ছুটতে পারবে। এরকম অনেক ঘটনা আছে, যেখানে শীতকালে হরিণ শিকার করতে গিয়ে নির্ভুল নিশানা সত্ত্বেও শিকারীরা লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি। ভসকভ এমন ভুল করবে না। যেখানে ঠাণ্ডা বেশি বা তুষারপাত হয়, সেখানে শট নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না, গুলি মিস হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। অ্যামেরিকান প্রেসিডেন্ট এমন এক টার্গেট, একবার মিস হলে যার উপর দ্বিতীয় কোনও আঘাত হানার

সুযোগ পাওয়া যাবে না আর।

তাপমাত্রা পঞ্চাশ থেকে সত্তর ডিগ্রির মধ্যে ওঠানামা করে ম্যাপ দেখে সেই রকম উপকূলীয় শহর বাছাই করল রানা। গুলির শব্দের বিষয়টাও ওকে বেশ ভাবাচ্ছে। যে অস্ত্রই ভসকভ ব্যবহার করুক, সাইলেন্সার লাগাতে পারবে না, তাতে গুলির গতি কমে যাবে। বারোশো গজে মাথায় বা শরীরে হিট নিতে গেলে দেড়শো থেকে দুশো গ্রেইন ওজনের একটা বুলেটের গতিবেগ হতে হবে প্রতি সেকেন্ডে দু'হাজার ফুটের বেশি। সাইলেন্সার ব্যবহার না করলে সাউন্ডপ্রুফ রুম বা চেম্বার প্রয়োজন হবে। ধরা যাক ওটা একটা শুটিং বাঙ্কার, যেটাতে অ্যাকুস্টিক্যাল অ্যাবযর্পশনের ব্যবস্থা আছে। অস্ত্রটা কামরার ভিতরে রেখে স্নাইপারকে তার পিছনে পজিশন নিতে হবে। খুব ছোট একটা ফোকর থাকবে, টার্গেটের উপর নিশানা করার জন্য। মাজল বের করার জন্যও একটা ছিদ্র থাকবে, সেটা দিয়ে শব্দ যা বের হবে, তা থেকে উৎসস্থল বের করা সম্ভব হবে না। কারণ, দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শব্দতরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। এই জিনিস খালি হাতে নিয়ে ঘোরা সম্ভব নয়, তার মানে কিছু একটার ছদ্মবেশে রাখা হবে এটা—ছাদের ওপরের স্ট্রাকচার বা অকেজো হিটিং প্ল্যান্ট বা অন্য যে-কোনও কিছু হতে পারে তা। জিনিসটা সহজে খোলা এবং জোড়া লাগানো যাবে।

এবার অস্ত্র নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করল রানা। সামান্য মডিফিকেশন করা হলে এক হাজার গজ রেঞ্জের যে কোনও রাইফেলে নেয়া যাবে শটটা। ব্ল্যাক কিং রাইফেলটার কথা ভাবল ও। যে-কোনও শুটিঙের জন্য ওটার চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না। তবে ভসকভকে প্রচলিত কিছুই ব্যবহার করতে হবে। .৩০৮ থেকে শুরু করে .৫০ ক্যালিবারের স্নাইপিং রাইফেল আজকাল সহজপ্রাপ্য। এর মধ্যে দ্বিতীয় রাইফেলটার রেঞ্জ সবচেয়ে বেশি, স্ট্যাবিলিটিও ভাল। আগে কমপক্ষে আটবার এই

অস্ত্র ব্যবহার করেছে ভসকভ, এবারও করবে বলে আশা করা যায়।

প্রেসিডেন্টের সভাগুলোর বিস্তারিত শিডিউল দেয়া হয়েছে ওকে, কাজেই গুলি কখন করা হবে, সেটা বের করা কঠিন হবে না। ডিসট্যান্স আর অস্ত্রও মোটামুটি আন্দাজ করা গেছে। বাকি রয়েছে আর একটি মাত্র বিষয়—লোকেশন। এটাই সবচেয়ে কঠিন।

পুরনো রেকর্ডগুলো বার বার ঘাঁটছে রানা, নিজের সত্তাকে ভুলে গিয়ে ভসকভের খোলসে ঢোকার চেষ্টা করছে। কল্পনা করার চেষ্টা করছে, একটা রাইফেল নিয়ে প্রায়ান্ধকার রুমে বসে আছে ও, সাইটে প্রেসিডেন্ট কার্লটনের মুখ। ট্রিগারের হাল্কা চাপে বিস্ফোরিত হলো মাথাটা, লাল রক্ত আর হলুদ মগজ ছড়িয়ে গেল চারপাশে। এটা কি সম্ভব?

ভেবে কুল পাচ্ছে না ও, কাগজ-কলম আর জ্যামিতিক যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে অনবরত হিসেব করে যাচ্ছে... সত্যিই কি এই শট নেয়া সম্ভব? পৃথিবীর সবচেয়ে নিখুঁত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেদ করার পদ্ধতি বের করতে হবে ওকে, নইলে ভসকভকে পাওয়া যাবে না। কীভাবে প্রয়োজনীয় প্রতিটা উপকরণ হাতের কাছে পাবে লোকটা, কীভাবে কাজ শেষ করে নিজেকেও বাঁচাবে বলে ঠিক করেছে?

সেটাই জানতে হবে ওকে।

কিছু লোক কখনও বদলায় না, বুলডগ নামে পরিচিত ডগলাস বুলক তেমনই একজন মানুষ। প্রায় দু'বছর পর দেখা হলেও তাকে সেই একই রকম লাগল এরিকের। অবশ্য এক দিক থেকে চিন্তা করলে ও নিজেও বদলায়নি। মনে-প্রাণে এখনও ফিল্ড এজেন্টই রয়ে গেছে, দু'বছর ডেস্কে বসে থাকলেও ওর আগের ধ্যান-ধারণার কোনও পরিবর্তন হয়নি। অফিসের গদিতে বসে

ক্ষমতা দেখানো বা কারও চাটুকারিতা ওর দু'চোখের বিষ, যদিও এই পদ্ধতিতে অনেকেই জীবনে উন্নতি করে ফেলেছে। এ কারণে এয়ারপোর্টে বুলডগকে অভ্যর্থনা জানাতে এসে বিরক্ত বোধ করছে সে, নিজেকে লোকটার চাকর মনে হচ্ছে। ভাগ্যের পরিহাস এই যে, বাকি জীবন হয়তো এই করেই কাটাতে হবে ওকে। ব্যক্তিগত ফাইলে লাল দাগ পড়ে গেছে, ফিল্ডে যাওয়া তো দূরের কথা, প্রোমোশনও আর কখনও হবে কি না সন্দেহ। নারকোটিক স্কোয়াড, সোয়াট টিম, অর্গানাইযড ক্রাইম ডিভিশন বা এন্টি-টেররিজম ইউনিটের স্বপ্ন দেখতে হবে দূর থেকে। মনে মনে বুলডগের প্রতি ঈর্ষা অনুভব করল ও, লোকটা এসব প্রতিটা কাজই করার সুযোগ পেয়েছে।

টুলসার ঘটনার জন্য ডগলাস বুলককে ঘৃণা করে না এরিক, লোকটা শুধু তার দায়িত্ব পালন করেছে। আত্মসমালোচনা করতে জানে ও, নিজের দোষ ওই ঘটনায় কতটুকু ছিল তা ভালই জানে। বুলকের মত মানুষ ব্যর্থতাটাকে নিজের স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই বিচার করেছে, এক হিসেবে ধরতে গেলে ডেস্কে ডিমোশন দিয়ে এরিকের প্রতি দয়াই দেখিয়েছে সে, চাকরিটা খায়নি। সে সময় দু'জনের মাঝে এ নিয়ে কথা কাটাকাটি হলেও পরে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে এরিক। আজ দু'বছর পর আবার মুখোমুখি হয়েছে তারা। পুরনো সংঘাতটাকে ভুলে গিয়ে সব নতুন করে শুরু করতে চায় ও, তবে খুঁতখুঁতে স্বভাবের বুলক ওর উপর কতটা আস্থা রাখবে তা বলা মুশকিল। বুলডগের চোখে একবার কেউ খারাপ হলে শত চেষ্টা করেও সুনজরে আসতে পারে না।

অ্যারাইভাল টার্মিনালের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বুলক, ছোটখাট গড়নের মানুষ সে, হঠাৎ দেখায় কেউকেটা বলে মনে হয় না। পেশার জন্য জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে সে, নিশ্চিত পদক্ষেপে সামনে বাড়ছে। বর্তমান অবস্থানে পৌঁছুতে

রাজনৈতিক কিছু আশীর্বাদ দরকার হয়েছে বটে, কিন্তু কেউ বলতে পারবে না যে লোকটা এই পদের যোগ্য নয়। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা আর পরিশ্রম তার জীবনের মূলমন্ত্র। এরিক গাড়ি নিয়ে সামনে গিয়ে তুলে নিল তাকে। পরিচিত হাসিটা দিয়ে সে বলল, 'কি খবর, এরিক? কেমন চলছে দিনকাল?'

'ভাল, সার,' সৌজন্য প্রকাশের জন্য এরিকও হাসল।

'এমিলির খবরটা আমার কানে এসেছে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত। শেষ মুহূর্তে খুব কি কষ্ট পেয়েছে ও?'

'না, অনেকদিন কোমাতে ছিল। কষ্ট করে বেঁচে থাকলেও মৃত্যুটা সহজই হয়েছে ওর।'

'ঈশ্বর দয়াময়,' প্রার্থনার সুরে বলল বুলক।

না তাকিয়ে গাড়ি চালানোয় মন দিল এরিক।

'তারপর... ওরা কি এখনও আমাকে বুলডগ বলে ডাকে?'

'কীসের কথা বলছেন, বুঝতে পারছি না, সার,' এরিক ভান করল।

হেসে উঠল বুলক। 'নির্ভয়ে জানাতে পারো, এরিক। যতক্ষণ পিছনে বলছে, আমি কেয়ার করি না। তবে সামনাসামনি গালি না দিলেই হলো। যদি কখনও আমার কানে আসে, তা হলে কিন্তু যে বলেছে শুধু সে নয়, পুরো এফবিআইকেই দায়ী করব আমি। কথাটা সবাইকে জানিয়ে দিয়ো।'

'ইয়েস, সার,' বাধ্য সৈনিকের মত বলল এরিক। এই হলো বুলকের স্বরূপ। কথা ঘোরানো-প্যাঁচানোর মধ্যে নেই সে, যা বলার স্পষ্ট জানিয়ে দেবে এবং সেই মোতাবেক কাজও আশা করবে। না মানলে বিষয়টা ব্যক্তিগত অপমান হিসেবে নেবে সে, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করবে।

'তোমাকে টিমে পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি,' বলল বুলক। 'মানুষের সঙ্গে মেশার ব্যাপারে তোমার একটা জন্মগত ন্যাক আছে। লিয়াজোঁ করতে গেলে সেটাই দরকার। আমাদের হাতে

প্রচুর কাজ, আগামী কিছুদিন খুব ব্যস্ত থাকতে হবে। তোমার কাছ থেকে আমি আপ্রাণ সহযোগিতা চাইব।'

'আপনার কথামতই হবে সব,' এরিক আশ্বাস দিল।

'প্রোগ্রামটা সম্পর্কে জানো তো?'

'জানি, সার। আগামী এক তারিখে প্রেসিডেন্ট একটা ভাষণ আর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আসবেন নিউ অর্লিয়েন্সে। আমাদের কাজ হবে, তাঁর নিরাপত্তার দিকটা দেখা।'

'কারেক্ট। পুরস্কারটা দেয়া হবে এল সালভাদরের আর্চবিশপ জর্জেস ভ্যালেরিয়াসকে, শান্তির জন্য তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে। কাজেই আন্তর্জাতিক মিডিয়াও কিন্তু এই অনুষ্ঠানটার দিকে তাকিয়ে আছে। আমাদের কাজ হতে হবে নিখুঁত।'

মনে মনে হাসল এরিক, কোন পাগলের মাথায় যে এই বুদ্ধিটা এসেছে! নিজ দেশের গৃহযুদ্ধ থামানোয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখায় আর্চবিশপ ভ্যালেরিয়াস ইতোমধ্যে শান্তির জন্য নোবেল পেয়ে গেছেন, আর কোনও পুরস্কার দিয়ে তাঁকে সম্মান দেখানোর প্রয়োজন নেই। পুরো জিনিসটাই করা হচ্ছে বিশ্বের চোখে অ্যামেরিকার মহত্ত্ব জাহির করার জন্য।

'যাই হোক,' বলল বুলক। 'একটা ব্যাপার হয়তো তুমি জানো না, ব্যুরোর সঙ্গে সিক্রেট সার্ভিসের কিছুদিন ধরে মন কষাকষি চলছে। তিন মাস আগে শিকাগোতে একটা কেসে দুই পক্ষই জড়িয়ে পড়ে। এফ.বি.আই করছিল জাল টাকার তদন্ত, আর আমরা একটা অর্গানাইজড ক্রাইম সিন্ডিকেটের পিছনে লেগেছিলাম। কেউ কারও ব্যাপারে জানত না, ফলে এক পর্যায়ে ব্যুরোর একজন এজেন্টকে গুলি করে বসি আমরা। প্রাণ যায়নি তার, তবে ছ'মাসের জন্য হাসপাতালে পড়ে থাকতে হয়েছে। এরপর থেকে দুই এজেন্সির মধ্যেই ভীষণ খারাপ সম্পর্ক যাচ্ছে সেজন্যই আমাকে আসতে হয়েছে এখানে, যাতে কো-অর্ডিনেশনে কোনও সমস্যা না হয়।'

মাথা ঝাঁকাল এরিক। ব্যাপারটা স্বাভাবিক, সিক্রেট সার্ভিসের সঙ্গে কাজ করতে কেউই পছন্দ করে না, বিশেষ করে সিকিউরিটি ডিটেইলে। সেখানে এজেন্টরা চোখে সানগ্লাস, কানে ইয়ারপীস আর বগলে উজি সাবমেশিনগান নিয়ে সকল কাজের কাজী সাজে, বিনা নোটিশে যে কোনও জায়গায় ক্ষমতার দাপট দেখাতে শুরু করে। ব্যুরোতে যে মানুষটা কাজ করতে করতে বুড়ো হয়ে গেছে, তার পক্ষে অল্পবয়সী কোনও ছোকরার আদেশ পালন করতে কি আর ভাল লাগে?

'আমাদের কাজ হবে সিক্রেট সার্ভিসের প্রয়োজন অনুসারে তোমাদের অফিস থেকে ম্যানপাওয়ার আর লজিস্টিক সাপোর্ট সমন্বয় করা। ওরা নিজেদের ইনভেস্টিগেশন আর সিকিউরিটি চেকাপ চালাবে, তোমরা দরকার হলে সাহায্য করবে।'

'বুঝতে পেরেছি।'

'শোনো, ব্যুরোর প্রতি আমার এখনও দরদ আছে। আমি চাই সি.আই.এ-র সঙ্গে যেন সম্পর্কটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। সেজন্য খাটতে হবে আমাদের দু'জনকেই। আমরা দু'পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করছি। আগের মত হামবড়া ভাব দেখাতে দেব না আমি সিক্রেট সার্ভিসকে। অনুষ্ঠানের দিন এফ.বি.আইও সিকিউরিটি অপারেশনে সরাসরি অংশ নেবে, তার মানে তুমিও। অনেকদিন পর ফিল্ডে কাজ করার সুযোগ পাবে, এটা তোমার জন্যে ভাল হবে। ঠিকমত কাজ যদি করো, আমি খুব ভাল একটা রিপোর্ট দেব, যাতে ডেস্কের পেছন থেকে উঠে আসতে পারো।'

'ধন্যবাদ, সার,' নিরাসক্ত গলায় বলল এরিক। এসব কথার কথা, ও খুব ভাল করেই জানে—বুলডগ কখনও কারও নামে ভাল রিপোর্ট দেয় না।

'তা হলে এরিক, তুমি রেডি তো? অফিসের সব ঝামেলা শেষ করে এসেছ বলে রিপোর্ট দিয়েছে মোফাট, এখন তোমাকে পুরোপুরি আমার কাজে দেখতে চাই।'

বারো

রুটিন ধরে চার শহর জরিপের কাজ করল রানা। শত্রুপক্ষ নিশ্চয়ই তাদের নির্ধারিত লোকেশনে চোখ রাখছে। এই কারণে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত কিছু করল না ও। সস্তাদরের একটা হোটেলে উঠল, মদ খেয়ে মাতাল হবার ভান করে রুমে পড়ে থাকল। যখন বের হলো, পুরনো জামাকাপড় পরে বেকার যুবকের মত এলোমেলো চুল আর মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াল বিভিন্ন জায়গায়। ছদ্মবেশের আড়ালে চালিয়ে গেল আসল কাজ।

সঙ্গে একটা অপটিক্যাল রেঞ্জ-ফাইন্ডার রেখেছে ও, তবে হঠাৎ দেখলে সেটাকে একটা ক্যামেরা বলে ভ্রম হয়। জনসভার জায়গার আশপাশের প্রতিটা অলিগলি পরীক্ষা করল, সম্ভাবনাময় বিল্ডিংগুলোর প্রত্যেক ফ্লোরে উঁকি দিল ও। তাই বলে কোথাও জবরদস্তি করল না, অনুমতি না পেলে জোর করে কোনওখানে ঢোকার চেষ্টা করল না। সব ধরনের রাস্তা আর চলাচলের পথগুলো পর্যবেক্ষণ করল ও, লোকেশনে বাতাস, সূর্যের আলো আর ছায়ার কারসাজি বিশ্লেষণ করল। প্রচুর নোট নিতে হলো ওকে, এমন সব বিষয় আবিষ্কার করল যা ম্যাপ বা গাইডবুকে নেই।

সিনসিনাটির প্রধান সমস্যা সেখানকার এলিভেশন গ্রিড। পুরো এলাকাটাই কিছুটা ঢালু, ভাষণের মঞ্চটা পড়েছে নীচের

দিকে। স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি উচ্চতা থেকে গুলি করতে হবে শুটারকে। নিম্নমুখী বুলেটের উপর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবটা বেশি থাকে, ফলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায় অনেক।

বাল্টিমোরে বন্দরের দিক থেকে ধেয়ে আসা বাতাসের গতি দেখে অবাক হলো রানা, সেটা এতই বেশি যে, বাতাস ঠেলে গাংচিলেরা পর্যন্ত এগোতে পারছে না। গাইডবুকে এই গতির বিষয়ে কিছুই লেখা নেই। এখানে শট নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না, বাতাস গুলিটাকে ঠেলে কোথায় নিয়ে ফেলবে, তা অনুমান করা অসম্ভব।

ওয়াশিংটনে অনাকাঙ্ক্ষিত গাছপালা দেখতে পেল রানা। এগুলোর ভিতর দিয়ে গুলি হয়তো চালানো সম্ভব, কিন্তু সাফল্যের গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না। তবে হ্যাঁ, জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের ছাদ থেকে একটা ক্লিয়ার শট নেয়া যায়, তবে দূরত্বটা খুব কম হওয়ায় শুটারকে সহজেই লোকেট করা যাবে। সেক্ষেত্রে ধরা পড়ার ঝুঁকি খুব বেশি, ভসকভ তা নেবে না।

সবশেষে রয়েছে মেক্সিকো উপসাগরের পাশে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে লুইযিয়ানা অঙ্গরাজ্যের নিউ অর্লিয়েন্স। সাগরের লবণাক্ততার কারণে এখানকার বাতাসের ঘনত্ব অন্যান্য জায়গার চেয়ে বেশি, আবহাওয়ায় একটা ভ্যাপসা ভাব রয়েছে। ঘন বাতাস বুলেটের গতি কিছুটা কমিয়ে দেবে ঠিকই, তবে লোকেশনটা দেখার পর অন্য তিনটে শহরের চাইতে এটাকেই বেশি পছন্দ হলো রানার। প্রেসিডেন্ট ভাষণ দেবেন চারপাশ খোলা লুই আর্মস্ট্রং পার্কে। এখানে গাছপালা যা আছে তা বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। সময়টাও চমৎকার, বেলা সাড়ে এগারোটায় শুরু হবে অনুষ্ঠান—রিসার্চ করে জানা গেল, ওই সময়টায় এখানে বাতাসের গতিবেগ কমতে থাকে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রায় শূন্যের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। পার্ক থেকে প্রায় বারোশো গজ দূরে আছে সেইন্ট লুই ক্যাথিড্রাল। প্রাচীন এই গির্জাটা ভগ্নপ্রায়,

মানুষের আনাগোনা নেই। শট নেয়ার জন্য ছাদ বা মিনারের যে কোনও কক্ষ চমৎকার জায়গা, পালানোর জন্যও আদর্শ। গুলি করার পর সহজেই সবার অলক্ষ্যে পিছনের রাস্তায় নামা যাবে, সেখান থেকে মিসিসিপি নদী মাত্র আধমাইল দূরে। একটা বোট তৈরি রাখলে পালানোটা কোনও ব্যাপারই না, কারণ নদীতে কোনরকম ব্লক রেইড দেয়া সম্ভব নয়।

হোটেলে ফিরে রিপোর্ট লিখতে বসল রানা। নিউ অর্লিয়েন্সেই হামলা চালাবে ভসকভ, ওর মনে আর সন্দেহ নেই।

চরম অপমানিত বোধ করছে এরিক। কারণটা হচ্ছে ডগলাস বুলকের কার্যকলাপ। এতদিন তা-ও ডেস্কে ফাইল দেখছিল, কিন্তু এখন তাকে খানসামা বানিয়ে ছেড়েছে বুলডগ। চাকরের মত ফুট-ফরমাশ খাটতে হচ্ছে বেচারাকে। এয়ারপোর্ট থেকে আসার পথে গাড়িতে বুলডগের কথাবার্তা যে স্রেফ বাগাড়ম্বর ছিল, তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে এখন। অপমানটা আরও বেশি লাগছে, কারণ এফবিআই লোকাল বিল্ডিঙের দ্বিতীয় তলায় খোলা হয়েছে অস্থায়ী লিয়াজোঁ অফিসটা। যা ঘটছে, তা সবাই দেখতে পাচ্ছে, সহকর্মীদের সামনেই অপদস্থ হতে হচ্ছে ওকে হরহামেশা।

সত্যিকার অর্থে লিয়াজোঁর কোনও কাজই ওকে করতে দিচ্ছে না বুলডগ। পুরনো পদের সুবাদে এখানে কর্মরত ফেডারেল এজেন্টদের অনেককেই চেনে সে, তাই যখন যা দরকার সরাসরি তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে। নিয়মমাফিক এরিকের মাধ্যমেই সব আদেশ-নির্দেশ বা অনুরোধ যাবার কথা থাকলেও তাকে বুড়ো আঙুল দেখানো হচ্ছে। ওর কাজ শুধু বুলডগের জন্য কফি আর ফাইলপত্র আনা-নেয়া করা।

কয়েকদিন যাবার পর আরেকটা কাজ দেয়া হয়েছে ওকে, যেটা আরও অপমানজনক। প্রেসিডেন্টের জন্য হুমকিস্বরূপ

লোকদের তালিকা থাকে সিক্রেট সার্ভিসের কাছে, বিপদের গুরুত্ব অনুসারে তালিকাটা তিন ভাগে বিভক্ত—আলফা, ব্রাভো আর চার্লি। শেষটা হচ্ছে সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের লিস্ট। এই চার্লি লিস্টের ক্ল্যারিফিকেশনের কাজ দেয়া হয়েছে ওকে। সাধারণত একাডেমি থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা জুনিয়র এজেন্টরা এই দায়িত্ব পায়। কাজটা দিয়ে ওকে আরও নিম্নস্তরে নামিয়ে দিয়েছে বুলডগ।

দিনের একটা বড় অংশ এখন কাটছে ক্ল্যারিফিকেশনের কাজে। ফিল্ডে যাবার কোনও প্রয়োজন পড়ে না, শুধু ফোনে তালিকাভুক্ত লোকগুলোর গতিবিধির খোঁজ নিতে হয়। রুটিন বাঁধা কাজ, তাও হাঁপিয়ে উঠল ও। মনে হতে লাগল, যেন জেলখানায় আটকা পড়েছে।

তালিকার একটা নাম এরিককে কৌতূহলী করে তুলল। মাসুদ রানা, বাংলাদেশের একজন সিক্রেট এজেন্ট। নামটা অপরিচিত নয় ওর কাছে। রানার কীর্তি-কাহিনী অ্যামেরিকার প্রায় সব এজেন্সির লোকেরাই জানে, এরিকও তাদের একজন। তবে ওর জ্ঞান অন্য অনেকের চেয়ে বেশ কিছুটা বেশি। কয়েক বছর আগে কৌতূহলের বশে খোঁজখবর করেছিল, রানার বিষয়ে অনেক অজানা তথ্যই আবিষ্কার করেছে তখন। বিভিন্ন অভিযান আর তার ফলাফল দেখে অকুতোভয় এই বাঙালি যুবকের প্রতি এক ধরনের শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়েছে ওর মাঝে। চার্লি লিস্টে অন্তত এই নামটা আশা করেনি ও। তাই সিক্রেট সার্ভিসের এক এজেন্টের সঙ্গে কথা বলল ব্যাপারটা নিয়ে।

'হুঁ, ইন্টারেস্টিং,' বলল এজেন্ট ওয়াল্ডেন। 'রানাকে যদি লিস্টে রাখতেই হয় তা হলে আলফাতে রাখা উচিত।'

'মানে?'

'ওর রেকর্ড দেখোনি? রানা যদি প্রেসিডেন্টের পিছনে লাগে, তা হলে সমস্ত এজেন্সি দিয়েও ওকে ঠেকানো যাবে কি না

সন্দেহ।'

'লাগতে যাবার কি কোনও কারণ আছে?'

'অবশ্যই। প্রেসিডেন্ট ওর ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করছেন, এ কথা তো সবাই জানে।'

'তা হলে আলফায় না রেখে ওকে চার্লিতে দেয়া হয়েছে কেন?'

'কারণ মাসুদ রানার মত প্রথম শ্রেণীর এজেন্ট আর যাই করুক, মার্কিন প্রেসিডেন্টের কোনও ক্ষতি করবে না। ওর রেকর্ড তা-ই বলে। এজন্যেই হয়তো ওকে চার্লি লিস্টে রাখা হয়েছে। তবে ক্ল্যারিফিকেশন তুমি করছ, চাইলে একটা স্পেশাল রিপোর্ট দিয়ে ওকে ব্রাভো বা আলফায় ট্রান্সফার করতে পারো।'

বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিল এরিক, রানা ওয়াশিংটনে আছে বলে জানতে পারল, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে সমস্যাটার সমাধান করতে চাইছে। তবে হোয়াইট হাউস থেকে প্রতিবারই ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে তাকে। ওয়াশিংটনে ফোন করে জানতে পারল, দেখা করতে না দেয়ায় রানা কয়েকদিন আগে কড়া ভাষায় একটা চিঠিও পাঠিয়েছে প্রেসিডেন্টের কাছে, সেটা হুমকি জাতীয় কিছু নয় বটে, তবে চার্লি লিস্টে নাম ওঠার জন্য যথেষ্ট। ভাল করে খোঁজখবর নিল এরিক, রানার সাম্প্রতিক সব মিশন আর গতিবিধির খবর নিল, তবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার মত কিছু দেখতে পেল না। শেষে মাসুদ রানার নামটা চার্লি লিস্টে রেখে দেবারই সিদ্ধান্ত নিল ও।

এর দু'দিন পর ক্ল্যারিফিকেশনের কাজ শেষ করল এরিক। এবার ফিল্ডে যাবার ছোট্ট একটা সুযোগ দিল তাকে বুলডগ। তিনদিন পর দুজন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টের সঙ্গে সার্ভেইলান্সের জন্য পাঠানো হলো ওকে। জলার মাঝে একটা ফার্মহাউসের উপর নজর রাখতে গেল ওরা, সেখানে একটা বৈঠক হবার কথা। ফার্মহাউসটা বীকন অভ রেইশাল পিওরিটি নামের একটা

কৃষ্ণাঙ্গবিরোধী সংগঠনের হেডকোয়ার্টার। প্রেসিডেন্টের সফরের সময় এরা কোনও বিপজ্জনক কাজের পরিকল্পনা করছে কি না, সেটা জানার চেষ্টা করবে ওরা।

ফার্মহাউসের একশো গজ দূরে গাছপালার আড়ালে সিক্রেট সার্ভিসের ভ্যানটা লুকিয়ে প্যারাবোলিক মাইক্রোফোনে কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করতে থাকল ওরা। দেড় ঘণ্টা পর বিরক্ত হয়ে কান থেকে হেডফোন নামিয়ে রাখল এজেন্ট ব্রাউন। তার সঙ্গী এজেন্ট ফ্যারেল জানতে চাইল, 'কিছুই শুনতে পাচ্ছ না?'

'পাচ্ছি,' ব্রাউন মহা বিরক্ত, 'যদি ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনার জন্য এখানে এসে থাকি, তা হলে একশোভাগ সফল আমরা।'

হেসে ফেলল ফ্যারেল। 'এতই খারাপ অবস্থা?'

'হ্যাঁ। যন্ত্রপাতিগুলো কি আদৌ কাজ করছে?'

'ত্রুটিটা যান্ত্রিক নয়, এটুকু বলতে পারি।'

'আমার মনে হয় পরিবেশের কারণে সমস্যা হচ্ছে,' এতক্ষণে মুখ খুলল এরিক। 'জলার মধ্যে সবাই তোমাদের মত ঝামেলায় পড়ে। গাছপালা আর বাতাসের বাড়তি আর্দ্রতা রেডিও সিগনালটাকে বাধা দিচ্ছে। প্যারাবোলিক মাইক্রোফোনের রেঞ্জও তাই গেছে কমে। টার্গেটের আরও কাছে গেলে কাজ হবে।'

'সেক্ষেত্রে আমাদের স্পট করে ফেলবে না?' ফ্যারেল বলল। 'নাহ্, এরচে কাছে কিছুতেই যাওয়া যাবে না। তারচে দেখি, ইন্টারফ্যারেন্স কিছু কমাতে পারি কি না।' কনসোলের নবগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

'ধেত্তেরি!' মুখ বাঁকাল ব্রাউন। 'এসব পুরনো ইকুইপমেন্ট দিয়ে কি আর কাজ হয়? কেন যে ভাল জিনিস দিয়ে আমাদের পাঠায় না!'

'ভাল জিনিস বলতে কী বোঝাচ্ছ?' এরিকের মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি খেলল। 'ইলেক্ট্রোটেক ফিফটি ফোর হানড্রেড?' দেখা যাক,

যন্ত্রটা সম্পর্কে কিছু জানা যায় কি না।

জোরে হেসে উঠল ব্রাউন। 'ভাল বলেছ। পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্টেই তো এসেছি আমরা, তাই না?'

'ঠিক বুঝলাম না,' এরিক বোকার মত মাথা নাড়ল।

নব ঘোরানো বাদ দিয়ে ওর দিকে তাকাল ফ্যারেল। বলল, 'দুনিয়ার সবচেয়ে সফিসটিকেটেড লিসেনিং ডিভাইস ওটা, অস্তিত্বই আছে মাত্র অল্প কয়েকটার। আর সেটা বুঝি আমাদের এই সাধারণ সার্ভেইলান্সে ব্যবহার করতে দেবে?'

'হুঁ, তার মানে শুধুমাত্র টপ প্রায়োরিটির মিশনে ওটা ব্যবহার হয়, তাই না?'

'এগজ্যাক্টলি।'

'ইলেক্ট্রোটেকের খবর তুমি কোত্থেকে জানলে?' প্রশ্ন করল ব্রাউন। 'ইকুইপমেন্টটা আর যাই হোক ওপেন সিক্রেট নয়। আমরাও শুধু নামই জানি, কখনও চোখে দেখিনি।'

'চোখ-কান খোলা রাখি আমি, অনেক খবরই কানে আসে,' রহস্য করল এরিক। 'এজেন্সিতে ইলেক্ট্রোটেক কারা ব্যবহার করে, বলতে পার?'

'সাধারণ মিশনে তো আর ব্যবহার হয় না, এগুলো সব ওপরতলার লোকজনের ব্যাপার, আমরা জানব কীভাবে? তবে হ্যাঁ, ইলেক্ট্রোটেক যদি চোখে দেখতে চাও তা হলে র‍্যামডাইনে যোগ দিতে হবে।'

'র‍্যামডাইন!'

'এজেন্সিরই একটা আউটফিট ওটা, ব্ল্যাক অপ্সের কাজ করে। যদি একই সঙ্গে বুদ্ধিমান, মাথা খারাপ আর বেপরোয়া হতে পার, তা হলে ওরা তোমাকে সাদরে টেনে নেবে।'

'বলছ ওদের কাছে ইলেক্ট্রোটেক আছে?'

'অফ কোর্স। ওরা যেসব কাজ করে, তার জন্য ওটা তো অত্যাবশ্যক।'

'হুঁ,' আনমনে মাথা ঝাঁকাল এরিক।

'তুমি হঠাৎ ইলেক্ট্রোটেক নিয়ে মেতে উঠলে কেন?' প্রশ্ন করল ফ্যারেল।

'এমনিই,' বলল এরিক। 'নামই শুধু শুনেছি যন্ত্রটার, আর কিছু জানতাম না। তাই আর কী।'

ওর উত্তরে সন্তুষ্ট দেখাল ব্রাউন আর ফ্যারেলকে, যার যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তারা। এরিক ডুবে গেল গভীর ভাবনায়।

তেরো

বৃষ্টি ভেজা রাস্তার পাশে পনেরো মিনিট হলো দাঁড়িয়ে আছে রানা, হঠাৎ শরীরে কাঁপন জাগিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল। তাড়াতাড়ি পারকার চেন গলা পর্যন্ত টেনে দিল ও। দু'হাত পকেটে ঢুকিয়ে মোড় ঘুরে এগিয়ে আসা লিমাজিনটাকে লক্ষ করল ও। একেবারে সামনে এসে থামল সেটা। দরজা খুলে নামল মেজর রাইস, রানাকে ভিতরে ঢুকতে ইশারা করল।

লিমাজিনের সুপরিসর অভ্যন্তরে আয়েশ করে বসে আছে কর্নেল অল্ডেন। রানাকে দেখে বলল, 'আরাম করে বসুন, মি. রানা। সরি, আমাদের সামান্য দেরি হয়ে গেছে।'

'নো প্রবলেম।'

রাইস সামনে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসেছে। কর্নেলের ইশারায় গাড়ি আবার চলতে শুরু করল।

ওয়াইন কেবিনেট থেকে একটা বোতল বের করে অল্ডেন

বলল, 'শ্যাম্পেন, মি. রানা?'

'না, ধন্যবাদ।'

'আপনার অভিরুচি,' বলে নিজের জন্য একটা গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালল অল্ডেন।

'কাজের কথায় আসুন, প্লিজ,' রানা বলল। 'আমার রিপোর্টটা পেয়েছেন?'

গ্লাসে চুমুক দিয়ে মাথা ঝাঁকাল কর্নেল। তারপর পায়ের কাছ থেকে একটা ব্রিফকেস তুলে তার ভিতর থেকে বাঁধাই করা রানার রিপোর্টটা বের করল। বলল, 'পরশু দিনই হাতে এসেছে এটা। গতকাল পর্যন্ত আমরা রিপোর্টটার ওপর অ্যানালাইসিস এবং রিসার্চ করেছি। বলতে বাধ্য হচ্ছি, ইউ ডিড হেল অভ আ গুড জব।'

'ধন্যবাদ। তারমানে আমার উপসংহারের সঙ্গে আপনারা একমত?'

'অবশ্যই,' অল্ডেন হাসল। 'আমাদের নিজস্ব এক্সপার্টদেরও ধারণা, নিউ অর্লিয়েন্সই শট নেবার জন্য সবচেয়ে আদর্শ জায়গা।'

'শুনে খুশি হলাম,' রানা নির্বিকার।

'তা ছাড়া শিওর হবার মত আরও কিছু তথ্য এসেছে আমাদের হাতে।'

'কী?' রানা জানতে চাইল।

'ভসকভের এক সপ্তাহ আগের পজিশন জানতে পেরেছি আমরা। কিউবাতে দেখা গেছে তাকে। ওখানকার আবহাওয়া অনেকটা নিউ অর্লিয়েন্সের মত, এটা জানেন তো। আমাদের বিশ্বাস, ইরাকের মত ওখানেও ও স্পেশাল ট্রেনিং গ্রাউন্ড তৈরি করেছে—নিউ অর্লিয়েন্সের শটটা প্র্যাকটিস করার জন্য।'

'ট্রেনিং গ্রাউন্ডের লোকেশন জানা গেছে?' রানা জানতে চাইল।

‘নেগেটিভ। সেটা জানা গেলে তো তাকে ধরার একটা চেষ্টাই চালানো যেত।’

‘বুঝলাম। তা হলে এখন আমাদের পরবর্তী কাজ হলো ওর জন্য ফাঁদ পেতে রেখে অপেক্ষা করা।’

‘সেটার ভার আমাদের ওপর ছেড়ে দিন, মি. রানা,’ অল্ডেন একগাল হাসল। ‘ভসকভের ব্যবস্থা আমরা করব। আপনি ওয়াশিংটনে ফিরে যেতে পারেন।’

‘মানে?’ রানা ভুরু কোঁচকাল।

‘আপনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করবেন না? আশা করি আগামী সপ্তাহে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়ে যাবেন। আমি ব্যাপারটা নিশ্চিত করব। বাই দ্য ওয়ে, আমাদের কাছে আপনার তো কিছু পারিশ্রমিকও পাওনা হয়েছে। আপনার ফার্মের নরমাল ফি'র দ্বিগুণ রেটে দিলে চলবে তো?’

‘ফালতু কথা বাদ দিন, কর্নেল,’ কঠিন সুরে বলল রানা, ‘আমাদের একটা চুক্তি হয়েছিল।’

‘এবং সেটার মর্যাদা আমি অবশ্যই রাখব। কথা দিচ্ছি, ধরা পড়ার পর ভসকভকে ইন্টারোগেট করার সম্পূর্ণ সুযোগ আপনাকে দেয়া হবে।’

‘কথা সেরকম ছিল না। ভসকভকে আমি নিজ হাতে ধরতে চাই। ওকে থামাতে যদি একটাও গুলি করতে হয়, সেটা আমি করব।’

‘এমন কোনও প্রতিশ্রুতি তো আপনাকে আমরা দিইনি, মি. রানা। তা ছাড়া ভসকভকে গুলি করার প্রশ্নই ওঠে না। সে একটা তথ্যের ভাণ্ডার, যে করেই হোক তাকে জীবিত ধরতে হবে। আমার উপদেশ শুনুন, সোজা ওয়াশিংটনে ফিরে যান। আপনার ফার্মের ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলুন। ভসকভের মুখোমুখি হবার যথেষ্ট সুযোগ আপনাকে দেয়া হবে।’

‘অসম্ভব!’ রানা অনড়।

‘আমি আপনার ওপর জোর খাটাতে পারি।’

‘ভুল করবেন,’ শান্ত গলায় বলল রানা। ‘দেখুন কর্নেল, পৃথিবী উল্টে গেলেও আপনি আমাকে এই অপারেশন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবেন না। আপনাদের সঙ্গে হোক বা একা, ভসকভকে ধরতে আমি যাবই। এখন আপনিই সিদ্ধান্ত নিন, আমাকে দলে রাখবেন, নাকি ঠেকানোর চেষ্টা করে বাড়তি ঝামেলা ঘাড়ে নেবেন। আমি আপনাকে প্রথমটাই করার পরামর্শ দেব, কারণ দ্বিতীয়টা কারও জন্যই সুখকর হবে না।’

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল অল্ডেন, কিছু চিন্তা করছে। শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ‘আপনি খুবই একগুঁয়ে লোক, মি. মাসুদ রানা।’

রানা হাসল।

‘ঠিক আছে,’ বলল কর্নেল। ‘আপনিই জিতলেন। থাকছেন আপনি আমাদের সঙ্গে... তবে একজন স্পটার হিসেবে। কোনও ফায়ার আর্মস আপনাকে দেয়া হবে না।’

‘কেন?’

‘প্রতিশোধের নেশায় আপনি হুট করে যাতে গুলি করে বসতে না পারেন।’

‘আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি...’

‘না, মি. রানা,’ অল্ডেন মাথা নাড়ল। ‘আমি কোনও ঝুঁকি নেব না। ভসকভকে যে কোনও মূল্যেই হোক, জীবিত ধরতে হবে। সেজন্য সব ধরনের সতর্কতা নিতে হবে আমাকে। আপনার শর্ত আমি মেনেছি, এবার আপনি আমারটা মানুন।’

‘ভসকভ নিজে যদি জীবন্ত ধরা না দেয়?’

‘সে বিষয়ে আমাকে উদ্বিগ্ন হতে দিন। আমার প্রস্তাবে রাজি আছেন কি না বলুন।’

‘অবশ্যই,’ রানা দৃঢ়কণ্ঠে বলল। ‘ভসকভকে ধরার জন্য আমি যে কোনও প্রস্তাবে রাজি।’

'দ্যাটস গুড। আসুন আমাদের সাফল্যের উদ্দেশ্যে পান করি।' গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢেলে বাড়িয়ে ধরল অল্ডেন।

মৃদু হেসে তাতে চুমুক দিল রানা।

চোদ্দো

প্রেসিডেনশিয়াল সিকিউরিটি ডিটেইল আর সাইট প্রিপারেশন টিম থেকে অনেক দূরে সিকিউরিটি পিরামিডের একদম তলানিতে একদল অদৃশ্যপ্রায় এবং আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় লোক কাজ করে, যাদের কাগুজে নাম 'কো-অপারেটিং এজেন্সিজ।' তবে বাস্তবতা হলো, সত্যিকার অর্থে এদের কাছ থেকে সিক্রেট সার্ভিস বা অন্য কেউ সহযোগিতা নেয় না বা চায়ও না। এফবিআই, পুলিশ বা মিলিটারির এই মানুষগুলো নিজেদের অবসর সময় বিসর্জন দিয়ে দায়িত্বের ডাকে ছুটে আসে, অথচ যে-কোনও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে এদের অংশগ্রহণ উপেক্ষিতই থেকে যায়। নিউ অর্লিয়েন্সে রাষ্ট্রপতির আগমনের দিন এরিক স্টার্ন দেখল, এই উপেক্ষিত মানুষগুলোর মাঝেই ফেলা হয়েছে তাকে।

গাড়িতে বসে ঠাণ্ডা কফিতে চুমুক দিতে দিতে হাসি পেল তার। বুলডগ সামান্যতমও বদলায়নি। গত কয়েক সপ্তাহ দিন রাত এক করে লোকটার জন্য খেটেছে সে। চাকর-বাকরের কাজও হাসিমুখে করে গেছে, ভেবেছে বুলডগ হয়তো খুশি হয়ে তাকে গুরুত্বপূর্ণ কোনও দায়িত্ব দেবে। কিন্তু সেটা শুধু ভাবনাই।

আরও একবার প্রমাণ হয়ে গেছে, ডগলাস বুলক একবার কারও উপর আস্থা হারালে তা আর কখনও ফিরে আসে না। সেজন্যই এত খাটাখাটনির পরও প্রেসিডেন্টের জন্য নিয়োগ করা সুবিশাল নিরাপত্তা বাহিনীর সাম্রাজ্যে এরিককে সবচেয়ে গুরুত্বহীন মানুষগুলোর একজনে পরিণত হতে হয়েছে। নিরাপত্তা বলয়ের বাইরে গাড়ি নিয়ে টহল দিতে পাঠিয়েছে তাকে বুলক।

এই মুহূর্তে প্রেসিডেন্টের মোটরকেড রুট এবং ভাষণমঞ্চের চার ব্লক দূরে ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারের সেইন্ট অ্যান স্ট্রিটে গাড়ি পার্ক করে অপেক্ষা করছে সে। এখান থেকে পর্যটনের আকর্ষণীয় স্পটগুলো খুব একটা দূরে নয়। এমনিতেও চারপাশে প্রাচীন স্থাপত্যশৈলীর পুরনো সব বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছে ও, কালের বিবর্তনে বিবর্ণ হয়ে এসেছে—দেখলেই একটা মন খারাপ ভাব চলে আসে। ভাল করে সামনে তাকালে দূরে নর্থ র‍্যাম্পার্টের লুই আর্মস্ট্রং পার্কের রট আয়রনে তৈরি প্রবেশপথের অর্ধবৃত্তাকার উপরিভাগ দেখা যায়। গেটটা দিয়ে একসঙ্গে খুব বেশি মানুষ ঢুকতে পারে না, চেক করতে দারুণ সুবিধা। নিরাপত্তার দিক থেকে চমৎকার প্লাস পয়েন্ট বলে এখানেই সমাবেশটার আয়োজন করা হয়েছে। মাথার উপর সূর্য কড়া হয়ে তাপ ছড়াচ্ছে, লোকজনকে তড়িঘড়ি করে পার্কের দিকে ছুটতে দেখা গেল... সবাই তাড়াতাড়ি গিয়ে একটা ভাল জায়গা দখল করতে চায়।

ভাষণমঞ্চ থেকে সামান্য দূরে মিউনিসিপাল অডিটোরিয়াম, সেটার ছাদে বসানো হয়েছে কমিউনিকেশন সেন্টার। সেখান থেকে টিম ম্যাসন নামে সিক্রেট সার্ভিসের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নানা রকম আদেশ-নির্দেশ প্রচার করছে। অলসভাবে রেডিওতে সিকিউরিটি নেটওয়ার্কের সেসব যোগাযোগ মনিটর করছে এরিক।

'এয়ারপোর্ট বলছি। ফ্ল্যাশলাইট এইমাত্র ল্যান্ড করলেন,

হ্যাঙ্গারের দিকে আসছে বিমানটা।’

‘বেস সিক্স রিসিভড।’

গলাটা শুনে হাসল এরিক। ম্যাসনের ঘাড়ে নেটওয়ার্ক পরিচালনার দায়িত্ব থাকলেও তাকে শান্তি দিচ্ছে না বুলডগ, ঘাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে, সুযোগ পেলে নেটওয়ার্কে কথাও বলছে।

‘সব টিম রেডি থাকো, ফ্ল্যাশলাইটের নামার জন্য অপেক্ষা করছি আমরা।’

‘ধন্যবাদ এয়ারপোর্ট। ফ্ল্যাশলাইট প্লেন থেকে নামলে আর মোটরকেড রওনা দিলে আমাদের জানিয়ো।’

‘রজার, বেস সিক্স।’

‘শেষ মিনিটের চেক,’ বেস থেকে বলা হলো। ‘সব ইউনিট অবস্থান আর সিচুয়েশন রিপোর্ট দাও।’

একঘেয়ে ভঙ্গিতে সবাই একে একে রিপোর্ট দিতে শুরু করল। প্রচুর সময় লাগল, কারণ মাটি আর বিল্ডিঙের ছাদ মিলিয়ে মোট টিমের সংখ্যা পঞ্চাশটার কম নয়। বিরতিহীনভাবে তাদের রিপোর্ট চলতে চলতে একসময় এরিকের পালা এল।

ও বলল, ‘দিস ইজ ব্যুরো ফোর। অবস্থান সেইন্ট অ্যান স্ট্রিট। গ্রাউন্ড বা রুফটপে তেমন কিছু ঘটছে না, পরিস্থিতি স্বাভাবিক।’

‘রজার। চোখকান খোলা রেখো, এরিক।’

অপমানিত বোধ করল এরিক। আর কাউকে নাম ধরে ডাকা হয়নি, ওকে কেন? গলাটা ম্যাসনের হলেও তাকে যে বুলডগই শিখিয়ে দিয়েছে, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কী বলতে চায় লোকটা? ওকে বিশ্বাস করে না, এই তো? মেজাজটা খাট্টা হয়ে গেল এরিকের।

মনোযোগ ফেরানোর জন্য ভ্যালেন্টিন মোলিনার কেসটা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল ও। ডাইসনের কাছে খবর

পেয়েছে, সালভাদরীয় দূতাবাস মোলিনাকে তাদের নাগরিক বলে অস্বীকার করেছে, পানামাও। ব্যাপারটা রহস্যজনক। ঘটনাটার সঙ্গে র‍্যামডাইনের যোগাযোগটা একেবারে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে না ওর কাছে। সংগঠনটার বিষয়ে গোপনে কিছু খোঁজখবর নিতে শুরু করেছে ও, প্রেসিডেন্টের অনুষ্ঠানসংক্রান্ত ঝামেলাটা শেষ হলেই পূর্ণোদ্যমে রহস্যটার পিছনে লাগতে হবে ওকে।

হঠাৎই রেডিওটা খড়খড় করে ওঠায় মনোযোগ টুটে গেল ওর।

'দিস ইজ বেস ফোর। ফ্ল্যাশলাইট নেমেছেন, মোটরকেড এখনই রওনা দিচ্ছে।'

'রজার,' বেস সিক্স থেকে বলা হলো। 'সব ইউনিট তৈরি হও। দ্য শো হ্যাজ বিগান।'

'...দ্য শো হ্যাজ বিগান,' রেডিওতে কথাটা শুনতে পেয়ে মেজর রাইসের দিকে তাকাল রানা।

'হুঁ,' বলল মেজর। 'আমাদের কাজ তো আরও আগেই শুরু হয়েছে। এনি প্রোগ্রেস, মি. রানা?'

জানালার পাশে বসানো লিওপোল্ড থারটি সিক্স এক্স স্পটিং স্কোপে চোখ রাখল রানা, একলাফে প্রায় এক হাজার গজ দূরের গির্জাটা চোখের সামনে চলে এল। কিন্তু সেখানে কোনও নড়াচড়া দেখা গেল না।

'নেগেটিভ,' ও বলল। 'টার্গেট এখনও পজিশন নেয়নি।'

ভাষণমঞ্চ থেকে চারশো গজ দূরে সেইন্ট অ্যান স্ট্রিটের একটা পুরনো বিল্ডিঙের উপরতলার অপেক্ষা করছে ওরা, সেইন্ট লুই ক্যাথিড্রালের ওপরের অংশ আর মিনার এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। গির্জার আশেপাশে কর্নেল অল্ডেনের লোকজন ঘাপটি মেরে বসে আছে। ভসকভকে স্পট করা গেলেই পালানোর সব রাস্তা ব্লক করে দিয়ে গির্জায় হানা দেবে

তারা। এই মুহূর্তে রানার সঙ্গে মেজর রাইস ছাড়াও রয়েছে ব্র্যাডফোর্ড নামে পোশাকধারী একজন পুলিশ অফিসার, দুজনেই রেডিওতে বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ করে চলেছে অনর্গল।

'বেস সিক্স, দিস ইজ আলফা ওয়ান,' রেডিওতে কথা শোনা গেল, 'আমরা ইউএস টেন ধরে এগোচ্ছি, গতিবেগ পঁয়তাল্লিশ মাইল। ই.টি.এ. ১১৩০ ঘণ্টা।'

'বেস সিক্স কপি। ইউনিট দশ আর বারো, বি অ্যালার্ট! ফ্ল্যাশলাইট তোমাদের এলাকায় ঢুকছেন।'

'ইউনিট দশ বলছি, আমরা তৈরি। এখানে সব ঠিকঠাক আছে।'

'ইউনিট বারো। আমরাও রেডি।'

রাইস তার সেট মুখের কাছে নিয়ে বলল, 'বেস সিক্স, দিস ইজ জিঞ্জার ড্রাগন টু। এখনও সব ক্লিয়ার রয়েছে।'

'তোমাদের অ্যাপ্রেহেনশন টিমগুলোর কী অবস্থা?' জানতে চাওয়া হলো।

"'সবাই স্ট্যান্ডবাই রয়েছে।'

'গুড।'

'কিছু দেখতে পাচ্ছেন?' ব্র্যাডফোর্ড জানতে চাইল।

'না,' রানা বলল, স্কোপে চোখ রাখতে রাখতে ওর মাথাটা সামান্য ব্যথা করছে। তা ছাড়া কিছুক্ষণ পর পর সঙ্গীদের প্রশ্নবাণে ও বিরক্তও বোধ করছে।

'ব্যাটা আসেনি নাকি?' গজগজ করল ব্র্যাডফোর্ড।

'এসেছে তো অবশ্যই, তবে জানালাটার পাল্লা বন্ধ থাকায় শিওর হতে পারছি না।'

গির্জার মিনারের একটা জানালা থেকে গুলি চালাবে ভসকভ, এটা নিশ্চিত হয়েছে ওরা। সেখানে একজন মানুষের আনাগোনার চিহ্নও পাওয়া গেছে। তবে গুলি করার সামান্য কিছুক্ষণ আগে ছাড়া জানালার পাল্লা খুলবে না সে, আর তার

আগে পর্যন্ত লোকটার উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হবার কোনও উপায় নেই। তবে তাকে দেখতে পাবার পর কাজ করা হবে খুবই দ্রুত। ক্যাথিড্রালের কয়েকশো গজ দূরে শার্পশুটাররা অবস্থান করছে, সঙ্কেত পেলেই জানালাটার আশেপাশে গুলি করে ভসকভকে বিভ্রান্ত করে দেবে তারা, যাতে সে গুলি করার সুযোগ না পায়। এই ফাঁকে অ্যাপ্রেহেনশন টিমগুলো গির্জায় ঢুকে তাকে অ্যারেস্ট করবে। প্ল্যানটা মোটামুটি নিখুঁতই বলা চলে।

ঘড়ির দিকে তাকাল রানা, সোয়া এগারোটা বাজে। অন্তত সোয়া বারোটার আগে অনুকূল বাতাস পাওয়া যাবে না, তাই তার আগে ভসকভ গুলি করবে না। তারমানে হাতে এখনও একঘণ্টার মত সময় আছে। কিন্তু কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না ও, স্কোপে চোখ রেখে ক্যাথিড্রালের দিকে তাকাল।

একটা টিম জানাল, 'জিঞ্জার ড্রাগন সিক্স বলছি, আমরা টার্গেটের কাছাকাছি যাচ্ছি।'

'সাবধানে মুভমেন্ট করো,' রেডিওতে কর্নেল অল্ডেনের গলা, সে নীচে কোথাও আছে, প্রেসিডেন্টের কাছাকাছি। 'কারও চোখে পড়ে যেয়ো না।'

'রজার দ্যাট।'

'এত আগেভাগেই ক্যাথিড্রালের কাছে যাবার কোনও প্রয়োজন আছে কি?' রাইসকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমরা ভসকভকে কোনও সুযোগ দিতে চাই না,' রাইস বলল। 'ডোন্ট ওয়ারি, মি. রানা। এরা সব ট্রেইন্ড প্রফেশনাল, অপারেশন বানচাল করবে না।'

'সেটা কোনও কথা নয়। ভিজুয়াল কনফার্মেশনের আগে ওদের নড়তে মানা করো।'

বিরক্ত দেখাল রাইসকে, তবে রানার নির্দেশটা সবাইকে জানিয়েও দিল।

'আলফা টিম, দিস ইজ বেস সিক্স। ফ্ল্যাশলাইট আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমাদের কাছে পৌঁছাবেন।'

'রজার দ্যাট।'

সময় ঘনিয়ে আসছে। স্কোপে চোখটা আরও চেপে বসাল রানা। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে প্রতিপক্ষের উপস্থিতি টের পেতে শুরু করেছে ও। আফসোস হলো একটা রাইফেলের জন্য, তা হলে শত্রুকে নিজ হাতে ঠেকাতে পারত। কিন্তু আপাতত সেটা যখন সম্ভব হচ্ছে না, ভসকভকে ধরতে সাহায্যটুকু করুক। সিআইএ যদি পরে চুক্তি মোতাবেক লোকটাকে বিসিআইয়ের হাতে তুলে না দেয়, তখন অন্য ব্যবস্থা নেয়া যাবে। মেজর জেনারেলেরও তা-ই মত। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন: ওদের কথা মত খেলতে থাকো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ষোলোটা মোটরসাইকেলে পরিবেষ্টিত হয়ে প্রেসিডেন্টের তিন মিলিয়ন ডলার দামের বুলেটপ্রুফ লিঙ্কন গাড়িটা লুই আর্মস্ট্রং পার্কে পৌঁছে গেল। গাড়ির ঠিক পিছনেই রয়েছে সিকিউরিটি ডিটেইলের কুইক রিঅ্যাকশন টিমের কালো ভ্যান, সেটাকে অনুসরণ করছে রিপোর্টারদের দুটো গাড়ি। মোটরকেডটাকে ঢুকতে দিতে সামান্য সময়ের জন্য সম্পূর্ণ খুলে ধরা হলো পার্কের গেট, শেষ গাড়িটা পার হতেই আবার অস্বাভাবিক দ্রুততায় বন্ধ করে দেয়া হলো ওটা।

প্রায় এক মাইল দূরে থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণের উল্লাসধ্বনি শুনতে পেল রানা, প্রেসিডেন্ট মঞ্চে উঠেছেন। মনে মনে ভাষণমঞ্চের পুরো সেটআপ স্মরণ করল ও—প্রায় পুরো সময়টাই প্রেসিডেন্ট থাকবেন ডায়াস এবং আশপাশের তিন-চার গজের মধ্যে। স্টেজের পেছনদিকে বসা থাকবেন আর্চবিশপ জর্জেস ভ্যালেরিয়াস, তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত একজন বডিগার্ড থাকবে। সিক্রেট সার্ভিসের দুজন এজেন্ট থাকবে ডায়াসের দুপাশে, আরও চারজন থাকবে মঞ্চের নীচে। এ ছাড়া স্টেজে

প্রেসিডেন্টের দুজন স্টাফ আর মি. ফুটবলও থাকবে। ফুটবল নামটা ব্যঙ্গ করে রাখা হয়েছে, আসলে এই ভদ্রলোক এয়ারফোর্সের স্টাফ কর্নেল; পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিদিনের পরিবর্তিত কোড ব্রিফকেসে ভরে প্রেসিডেন্টের পেছন পেছন তাকে ঘুরতে হয়। মঞ্চে এই কয়েকজন লোকই শুধু থাকবে।

পৌনে বারোটায় ভাষণ শুরু হলো। হোমার কার্লটন চমৎকার বক্তা, কথা দিয়ে মানুষের মন জয় করার কায়দাটা তিনি ভালই জানেন—জনসাধারণের মুহুর্মুহু করতালি আর তাঁর নামে শ্লোগান বার বার সেটাই প্রমাণ করে দিল। এদিকে রেডিও চ্যানেলে সিকিউরিটি ডিটেইলকে প্রচণ্ড ব্যস্ত শোনাল, সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রয়েছে তারা, ছোটখাট কোনও বিষয়ই উপেক্ষা করছে না। জনসভার ভিতর সশস্ত্র এজেন্টরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, কেউ সন্দেহজনক আচরণ করলেই সঙ্গে সঙ্গে চেক করা হচ্ছে তাকে, মাথার উপর বিরামহীনভাবে কয়েকটা হেলিকপ্টার তো চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছেই। নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রতিটা বিষয় নিয়ন্ত্রণে রাখতে বেস সিক্স রেডিও কমিউনিকেশন ব্যস্ত করে রেখেছে।

প্রেসিডেন্ট কার্লটনের ভাষণ একসময় শেষ হলো। আর্চবিশপকে পুরস্কৃত করার পালা এবার। মাইকে তার নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তুমুল করতালিতে ফেটে পড়ল জনতা।

'সময় কত?' অধৈর্য ভঙ্গিতে জানতে চাইল রানা।

'বারোটা দশ,' ঘড়ি দেখে বলল রাইস।

'তোমার লোকজনকে রেডি হয়ে যেতে বলো, আমি বলার পর একটা সেকেন্ডও যেন দেরি না হয়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ওয়াকি-টকিতে কথা বলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল রাইস।

মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছে রানা। বাতাসের গতি যে কমে গেছে, তা টের পাচ্ছে ও। গুলি করার আদর্শ সময় এসে গেছে,

কিন্তু কোথায় ভসকভ? সে এখনও চেহারা দেখাচ্ছে না কেন?

কয়েকটা রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত কেটে গেল। পার্কের মাইকে নতুন কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। দিব্যচোখে আর্চবিশপ ভ্যালেরিয়াসকে দেখতে পেল রানা, ভাষণ দিচ্ছেন, প্রেসিডেন্ট তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে, মুখে হাসি। দুশ্চিন্তা ভর করল ওর মনে, কার্লটন কি আসন্ন বিপদটার ব্যাপারে জানেন? জানলে কি হাসিমুখে দাঁড়াতে পারতেন মঞ্চে? নিশ্চয়ই না। তার মানে ভদ্রলোককে কিছুই জানানো হয়নি। সিআইএ-র কাজের ধারা খুব ভাল করেই জানা আছে ওর, প্রয়োজনে নিজেদের প্রেসিডেন্টকেও টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে ওরা পিছপা হয় না। একথাটা জানতে পারলে কার্লটনের মুখের ভাব কেমন হবে, জানতে ইচ্ছে হলো ওর।

ভাবনাটার ফলে ওর ঠোঁটে মুচকি হাসি ফুটতে যাবে, ঠিক তখনই অপেক্ষার অবসান ঘটল।

স্কোপে পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, গির্জার মিনারের জানালাটা নিঃশব্দে খুলে গেল। চৌকাঠের অপর পাশে একটা শুটিং বেঞ্চ রয়েছে, তাতে পজিশন নিয়ে একজন মানুষ মূর্তির মত শুয়ে আছে, তার হাতে একটা কুচকুচে কালো রঙের রাইফেল। দুপুরের চোখ ঝলসানো রোদের কারণে সবকিছুই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা, কিন্তু আততায়ীর চেহারাটা ও চিনতে পারল না, কারণ লোকটা একটা মুখোশ পরে আছে। একটা বিষয় ওর মনে খটকা জাগিয়ে তুলল, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সুযোগ পেল না, সময় খুব কম। যে কোনও মুহূর্তে গুলি করবে লোকটা।

'আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি, রাইস,' থমথমে গলায় বলল রানা। 'তোমার টিমগুলোকে মুভ করতে বলো।'

'দেখতে পাচ্ছেন? ওকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন?' অফিসার ব্র্যাডফোর্ডের গলা উত্তেজনায় ফেটে পড়ল।

জবাব দিল না রানা।

‘শুটারকে স্পট করা গেছে,’ রাইস ওয়াকি-টকিতে বলল। ‘সবাই মুভ করো!’

কয়েক সেকেন্ড পেরিয়ে গেল, কিছুই ঘটল না। বিস্মিত হলো রানা, ব্যাপারটা কী? এতক্ষণে শার্পশুটারদের গুলিতে এলাকা প্রকম্পিত হয়ে যাবার কথা, মাথার ওপরে চলে আসার কথা হেলিকপ্টারগুলোর, তা থেকে র‍্যাপলিং করে নামার কথা সশস্ত্র কমান্ডোদের... কিন্তু সেসবের কিছুই ঘটছে না কেন?

‘হারি আপ, রাইস!’ চেঁচিয়ে উঠল ও। ‘তোমার লোকজন দেরি করছে কেন?’

তার ঠিক পরমুহূর্তেই রানাকে হতবাক করে দিয়ে গর্জে উঠল আততায়ীর রাইফেল, মাজলফ্ল্যাশ দেখে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত রোগীর মত স্থবির হয়ে গেল ও। কোনমতে স্কোপটা পার্কের দিকে ফেরাল, সেখানে আতঙ্কের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে, উদভ্রান্ত জনতা ছোটাছুটি করছে পাগলের মত। মঞ্চের উপর ছোপ ছোপ রক্ত আর পড়ে থাকা মানবদেহ দেখতে পেল।

হতবিহ্বল হয়ে গেল রানা। একটাই প্রশ্ন চরকির মত ঘুরছে ওর মাথায়।

কেন? কেন? কেন?

‘মি. রানা!’

রাইসের নরম কণ্ঠের ডাক শুনে ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল ও।

‘এই নিন আমাদের বিদায়-উপহার।’

হাসিমুখে ছয় ফুট দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাইস, হাতে পিস্তল। নির্বিকার ভঙ্গিতে গুলি করল ও রানার বুকে।

পনেরো

গুলির শব্দে চমকে উঠল এরিক। একটা মুহূর্তের জন্য পৃথিবী মনে হলো থেমে গেছে, সবকিছু পরিণত হয়েছে চলৎশক্তিহীন পাথরে।

তার পরপরই ওয়াকি-টকিতে একটা আর্তনাদের মত কণ্ঠ শোনা গেল।

'মাই গড! ফ্ল্যাশলাইট হিট হয়েছেন!'

বাক্যটা সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারল না ও, যখন পারল তখন সারা শরীরে একটা শিহরন বয়ে গেল। গুলির শব্দটা খুব কাছেই কোথাও থেকে হয়েছে, ব্যস্ত চোখে উৎসটা ঠাহর করার চেষ্টা করল এরিক। রেডিও নেটওয়ার্কে ওদিকে কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে।

'পোডিয়ামে আমরা আক্রান্ত হয়েছি! ফ্ল্যাশলাইট ইজ ডাউন!'

'আলফা অ্যাকচুয়াল! আলফা অ্যাকচুয়াল! আলফা অ্যাকচুয়াল!' বেস সিক্স থেকে চেঁচিয়ে উঠল বুলডগ।

"অ্যাকচুয়াল" কোডের মানে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট সরাসরি হামলার মুখে পড়েছেন, তাঁকে বাঁচাতে যে কোনও পদক্ষেপ নেয়ার অনুমোদন দেয়া হলো।

'মেডিক্যাল টিম! আমাদের মেডিক্যাল টিম দরকার!'

'আসছে। অল ইউনিট, তোমরা পার্ক খালি করো এখুনি!

কিন্তু কেউ যেন চলে যেতে না পারে! মেইন রোডে কর্ডনের মধ্যে রাখো সব দর্শককে।'

'কাজটা সম্ভব নয়,' কেউ একজন বলল, 'সবাই পাগলের মত দৌড়াচ্ছে।'

'গড ড্যাম ইট!' গালি দিয়ে উঠল বুলডগ। 'আমি কোনও কথা শুনতে চাই না। যেভাবে হোক সবাইকে আটকাও! না পারলে আমি তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বোঝাপড়া করব, বুঝেছ?'

'বেস সিক্স, মেডইভাক লাগবে আমাদের। আর্চবিশপও হিট হয়েছেন, অবস্থা গুরুতর। ওনাকে হারাতে যাচ্ছি আমরা।'

'ইমার্জেন্সি মেডিকস, কোথায় তোমরা?'

'মেডিক্যাল টিম ওয়ান বলছি, আমরা স্টেজ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে আছি। ওখানে ওঠা কি নিরাপদ?'

'পোডিয়াম টিম, তোমাদের লক্ষ্য করে কি এখনও গুলি হচ্ছে?'

'নেগেটিভ, বেস সিক্স। দু'তিনটা গুলি হবার পরই থেমে গেছে।'

'কোত্থেকে এসেছে গুলি, বুঝতে পেরেছ?'

'না, তবে দূর থেকে করা হয়েছে, সম্ভবত র‍্যাম্পার্টের ওদিক থেকে। আমার ধারণা... স্নাইপার।'

'সোয়াট টিম, ওদিকে মুভ করো।'

প্রায় লাফ দিয়ে কার থেকে নামল এরিক, হাতে বেরিয়ে এসেছে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন পিস্তলটা। দ্বিতীয়বারের মত একটা গুলির শব্দ শুনেছে বলে মনে হলো ওর, বামের একটা পরিত্যক্ত বিল্ডিং থেকে এসেছে সেটা।

পিস্তলের সেফটি ক্যাচ অফ করে সেদিকে ছুটল ও।

আধো-জাগরণের মধ্যে রানা টের পেল, রাইস আর ব্র্যাডফোর্ড

ওকে টেনে আরেকটা রুমে নিয়ে এসেছে। বুকের ক্ষতটা থেকে অবিরাম উষ্ণ রক্ত গড়াচ্ছে, ভিজিয়ে দিচ্ছে সারা শরীর। তবে দুই শত্রু দারুণ সতর্ক, নিজেদের গায়ে এক ফোঁটাও লাগতে দিচ্ছে না। রাইস কাকে যেন নির্দেশ দিল। প্রথম রুম আর করিডর থেকে রক্ত পরিষ্কার করে ফেলতে বলছে। কী ঘটেছে, তার কোনও চিহ্নই রাখছে না এরা।

আশ্চর্য হলেও সত্যি, রানা মারা যায়নি। কেন, তা হয়তো চিকিৎসাবিজ্ঞান বলতে পারবে, তবে আঘাতটা যথেষ্ট গুরুতর। শরীরের প্রতিটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ হয়ে আসছে, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে ওর প্রতি মুহূর্তে। কিন্তু এই নিভে আসা দৃষ্টি দিয়েও নতুন কামরাটায় একটা জানালার পাশে সেট করা শুটিং বেঞ্চ দেখতে পেল রানা। বেঞ্চে স্কোপসহ একটা রাইফেল ফিট করা... ওর নিজের রাইফেল!

রাইফেলটা ও লিটল রকের হোটেলে ব্যক্তিগত লকারে রেখে এসেছিল, এরা কীভাবে যেন সেটা নিয়ে এসেছে। এতক্ষণে পুরো চক্রান্তটা আঁচ করতে পারল রানা। প্রেসিডেন্টের হত্যাকাণ্ড ঠেকাতে নয়, তাতে ফাঁসানোর জন্যই ওকে নিয়ে এসেছে এরা।

আড়াল থেকে কর্নেল অল্ডেনকে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা, লোকটা সিকিউরিটি ডিটেইলের সঙ্গে যোগই দেয়নি, বরং বিল্ডিঙের ভিতরই বসে পুরো নাটকটা দক্ষ নির্দেশকের মত পরিচালনা করছে।

'চমৎকার, সবকিছু ঠিকমতই এগোচ্ছে,' সন্তুষ্ট গলায় বলল কর্নেল। রাইসকে জিজ্ঞেস করল, 'ক্লিনআপ শেষ হয়েছে?'

ঘড়ির দিকে তাকাল মেজর। বলল, 'হয়ে এল বলে।'

'হারামজাদা কি মরেছে?' রানাকে ইশারায় দেখাল অল্ডেন।

'পালস চেক করিনি, তবে তার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করেছি। বেঁচে থাকার কথা নয়।'

'গুড। চলো তা হলে কেটে পড়ি।' ব্র্যাডফোর্ডের দিকে তাকাল কর্নেল। 'এবার তোমার শো, অফিসার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মুখের কাছে ওয়াকি-টকি তুলে কথা বলতে শুরু করল ব্র্যাডফোর্ড, গলায় একটা উত্তেজনা ফুটিয়ে তুলল সে। 'বেস সিক্স, দিস ইজ ভিক্টর সেভেন টোয়েন্টি। সাসপেক্টকে খুঁজে পেয়েছি আমি... পাঁচশো চোদ্দ, সেইন্ট অ্যান স্ট্রিটে, সবচেয়ে ওপরতলায়। পালাবার চেষ্টা করছিল, আমি গুলি করেছি। সে গুরুতর আহত। জরুরি সহযোগিতা প্রয়োজন, ওভার।'

'গুড ওয়ার্ক, ভিক্টর সেভেন টোয়েন্টি,' চেঁচিয়ে বলল বুলডগ। 'স্ট্যান্ডবাই, এখুনি সাহায্য আসছে।'

ওয়াকি-টকি নামিয়ে হাসল ব্র্যাডফোর্ড, অল্ডেন আর রাইসও হেসে তার প্রত্যুত্তর দিল।

'পরে দেখা হবে,' বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল তারা।

শারীরিক যন্ত্রণা ছাপিয়ে অসহ্য রাগে বিদ্রোহ করে উঠল রানার মন। এই লোকগুলোর সুগভীর চক্রান্তের কাছে হার মানতে হবে বিসিআইকে? কিছুতেই না! শরীরের সমস্ত শক্তি খাটিয়ে অসাড় হতে থাকা ডান হাতটা নাড়ল ও, ক্ষতটা পরীক্ষা করল। রাইসের গুলি ওর বুক দিয়ে ঢুকেছে, একটু নিচু হয়ে বেরিয়ে গেছে কোমরের ঠিক ওপরের চামড়া ভেদ করে।

জীবনে এই প্রথম গুলি খায়নি রানা, আসলে কতবার যে মারাত্মক আহত হয়েছে সেটারই আর হিসেব নেই কোনও। তাই আহতাবস্থা মোকাবেলা করার কায়দা খুব ভালই জানা আছে ওর। চোখ বন্ধ করে অটোসাজেশন দিয়ে ব্যথাটাকে হজম করে নিল ও, তারপর শরীরের কোষে কোষে লুকিয়ে থাকা অবশিষ্ট শক্তিটুকু একত্র করল। সব শেষে ঝট করে উঠে দাঁড়াল।

দরজা পর্যন্ত চলে গিয়েছিল অল্ডেন আর রাইস, শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। রানাকে দাঁড়ানো দেখে বিস্ময়ে বাকশক্তি হারাল তারা, বজ্রাহতের মত কিছুক্ষণের জন্য স্থবির হয়ে গেল।

এই সময়টাই কাজে লাগাল রানা, ছুট লাগাল একটা ফাঁকা জানালার দিকে।

সংবিৎ ফিরতেই চেঁচিয়ে উঠল কর্নেল, 'হোয়াট দ্য হেল! থামাও ওকে!'

পাগলের মত পিস্তল বের করল রাইস, নিশানা ঠিক না করেই গুলি চালাল।

চৌকাঠের এক ফুটের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল রানা, এ অবস্থায় গুলিটা কাঁধে আঘাত করল ওর। মাতালের মত আধপাক ঘুরে গেল ও, গুলির আঘাতে মাটিছাড়া হলো, উড়ে গিয়ে পড়ল জানালার পাল্লার উপর। ওর ভার সহ্য করতে পারল না পুরনো কাঠ; কাঁচ আর ফ্রেম ভেঙে জানালার ফোকর গলে বাইরে ছিটকে পড়ল রানার দেহ... চারতলার উপর থেকে!

পুরনো বিল্ডিংটার সামনে এসে দিশেহারা বোধ করল এরিক, সিঁড়িঘরের দরজায় মস্ত বড় একটা তালা ঝোলানো, সেখান দিয়ে ভিতরে ঢোকার কোনও উপায় নেই। বিকল্প রাস্তার খোঁজে ভবনটার চারপাশে চক্কর দিতে শুরু করল ও, এই ফাঁকে পেরিয়ে গেল মূল্যবান কয়েকটা মিনিট।

হঠাৎ রেডিওতে ভিক্টর সেভেন টোয়েন্টির মেসেজ শুনতে পেল এরিক। বুকটা উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল ওর, সঠিক ঠিকানাতেই এসেছে। দূরে হেলিকপ্টারের রোটরের গগনবিদারী আওয়াজ শুনতে পেল, আহত সাসপেক্টকে নিতে সোয়াট টিম ছুটে আসছে। ওদের আগে কীভাবে বিল্ডিঙে ঢোকা যায়, ভেবে অস্থির হলো ও। ঠিক তখুনি উপরতলায় আরেকটা গুলি হলো... তারপরই জানালা আর কাঁচ ভেঙে পড়ার শব্দ!

উপরদিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল এরিক, কাঁচের কণা আর কাঠের ভাঙা টুকরোর পাশাপাশি একজন মানুষ বিপজ্জনক গতিতে নীচে পড়ে যাচ্ছে! মানুষটার মৃত্যুদৃশ্য না দেখার জন্য

আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলতে যাবে, এমন সময় যেন দৈববলেই পনেরো ফুট উঁচু পাশের বাড়িটা উদয় হলো—আসলে ওটা ছিল আগে থেকেই, উত্তেজনায় খেয়াল করা হয়নি।

ধপ্ করে ভারী বস্তার মত বাড়িটার ঢালু ছাতে আছড়ে পড়ল রানা, ওই ধাক্কায় বুকের সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল, কিন্তু পতনের শেষ হলো না। একটা মুহূর্তের জন্য স্থির রইল ওর দেহ, তারপরই গড়াতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। ছাতের শেষ প্রান্তে এসে আবারও পড়ে গেল নীচে। নরম মাটিতে আছড়ে পড়ল প্রায়-অচেতন রানা, নড়াচড়ার ক্ষমতা হারাল কিছুক্ষণের জন্য।

হতবাক হয়ে গেছে এরিক, ঘটনার আকস্মিকতায় কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। উপরতলার জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে রাইস ওকে দেখতে পেল।

'কী দেখলে?' গর্জে উঠে জানতে চাইল অল্ডেন।

'মাটিতে পড়ে আছে রানা,' মেজর বলল। 'আই থিঙ্ক হি ইজ ডেড।'

'আগেরবারও তো মরেছিল, উঠে দাঁড়াল কীভাবে?' অল্ডেন খ্যাপাটে গলায় বলল। 'আর কোনও ঝুঁকি নেব না আমি। যাও ওর পালস দেখে এসো, প্রয়োজনে মগজে একটা গুলিও ঢুকিয়ে আসবে।'

'সম্ভব না,' রাইস মাথা নাড়ল। 'নীচে এফবিআইয়ের জ্যাকেট পরা একজন লাশটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।'

'আমি পরোয়া করি না,' কর্নেলের মরিয়া কণ্ঠ শোনা গেল। 'কিল হিম টু!'

'সময় নেই, কর্নেল। সোয়াট টিম এসে পড়বে এখুনি। ওরা আমাদের দেখে ফেললে সব প্ল্যান-প্রোগ্রাম মাঠে মারা যাবে। এখুনি সরে যেতে হবে আমাদের।'

রাইসের যুক্তি মানতে বাধ্য হলো অল্ডেন। বলল, 'ওকে,

লেটস গো।'

'কিন্তু রানা...' ব্র্যাডফোর্ডের গলায় আতঙ্ক।

'ডোন্ট ওয়ারি,' রাইস বলল। 'হারামজাদা যদি বেঁচে গিয়েও থাকে, অ্যারেস্ট হবে। আর সিক্রেট সার্ভিসের কাস্টডিতে ওকে নিকেশ করা আমাদের জন্যে ছেলেখেলা।'

র‍্যামডাইনের দুই অফিসার দ্রুত বেরিয়ে গেল।

পতনের আঘাতটা সামলে নিতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল রানা। যখন পারবে ভাবল, হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। কাজটা সহজ হলো না, রাইসের দ্বিতীয় গুলিতে বাম হাতটা প্রায় অকেজো হয়ে গেছে।

ওকে নড়তে দেখে সংবিৎ ফিরে পেল এরিক। পিস্তল তাক করে চেঁচিয়ে উঠল, 'খবরদার, নড়বে না! ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।'

রানার সারা দেহ রক্তে ভেসে যাচ্ছে, শার্ট আর প্যান্টও ছিঁড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। চেহারাটা চেনার উপায় নেই বললেই চলে। হাঁটুতে ভর দিয়ে সোজা হলো ও, বলল, 'আমি কিছু করিনি। আমাকে কেন অ্যারেস্ট করবে? ওপরে যারা আছে, তাদের অ্যারেস্ট করো।'

'চুপ করো, আমি কোনও কথা শুনতে চাই না,' ধমকের সুরে বলল এরিক। 'নড়বে না বলছি!'

পিস্তলটা ডান হাতে তাক করে বাম হাতে কোমর থেকে হাতকড়া বের করল সে। তারপর সতর্কভাবে এগোল প্রতিপক্ষের দিকে।

'তুমিও কি ওদের দলে?' কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, তাও প্রশ্নটা না করে পারল না রানা।

'মানে? কাদের দল?'

'ওপরের ওরা, যারা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

যারা আমাকে ফাঁসাতে চাইছে।'

'আবোলতাবোল বকা বন্ধ করো,' এরিক বলল। 'কোনও দল-টল নেই এখানে। আমি একজন এফবিআই এজেন্ট আর তুমি আমার বন্দি, বুঝেছ?'

কথা বলল না রানা, টলতে শুরু করল হঠাৎ করে, পড়ে যাবে এখুনি। ছুটে গিয়ে পেছন থেকে ওকে ধরে ফেলল এরিক, তবে পিস্তলটা ঠেকিয়ে রাখল বন্দির পিঠে। রানাকে স্থির করে ওর বামহাতের কবজিতে হ্যান্ডকাফটা পরাল সে, তারপর পিস্তলটা কোমরে গুঁজে ডানহাতটা ধরে পিছনে টানতে গেল, হাতকড়ার অন্যপ্রান্তটা আটকাবে।

এরপর যা ঘটল, তা অপ্রত্যাশিত। আচমকা ছোবল দিল রানার হাত, এরিকের কবজি ধরে টান দিল। ভারসাম্য হারাল বেচারা, রানার কাঁধে ভর দিয়ে শূন্যে উঠে গেল পুরো শরীর। বুঝতে পারল এফবিআই এজেন্ট, জুডো-ফ্লিপের ফাঁদে তাকে ফেলেছে প্রতিপক্ষ। মনে মনে নিজেকে গাল দিতে ইচ্ছে হলো, এত সহজে বোকা বনার জন্য।

রানার শরীর টপকে সামনের মাটিতে পিঠ দিয়ে আছড়ে পড়ল এরিক, 'হুঁক' করে বেরিয়ে গেল বুকের সব বাতাস, নিঃশ্বাসের অভাবে হাঁসফাঁস করতে থাকল সে। যন্ত্রণার অবসান সেখানেই নয়, কনুই দিয়ে শ্বাসনালীর উপর আস্তে একটা আঘাত করল রানা, জোরে মারলে হাড় ভেঙে দিতে পারত। কয়েক মিনিটের জন্য সম্পূর্ণ অচল হয়ে গেল এরিক, শ্বাস নিতে পারছে না ঠিকমত, কথা বলারও ক্ষমতা হারিয়েছে।

হ্যান্ডকাফটা খুলল প্রথমে, তারপর দক্ষ হাতে প্রতিপক্ষের শরীর সার্চ করল রানা। এই প্রথম রক্তের আড়ালে ওর চেহারাটা ঠিকমত দেখতে পেল এরিক, চোখদুটো বিস্ফারিত হলো তার। কোমর থেকে পিস্তলটা নিয়ে নিল রানা। আতঙ্কে চোখ বন্ধ করল এরিক, এখনই একটা গুলিতে ওর ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবে

লোকটা। কয়েক মুহূর্ত পরেও যখন কিছু ঘটল না, সাহস করে চোখ খুলল। দেখল, ছুটে চলে যাচ্ছে রানা।

কনুইয়ে ভর দিয়ে সোজা হলো এরিক, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসছে। চিৎকার করতে করতে অফিসার ব্র্যাডফোর্ডকে ছুটে আসতে দেখতে পেল এবার।

‘কোথায়? কোথায় হারামজাদা?’

হতাশভাবে মাথা নাড়ল এরিক, ‘পালিয়ে গেছে।’

‘পালিয়ে গেছে!’ ব্র্যাডফোর্ড যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না। ‘কীভাবে তা সম্ভব? দুবার গুলি খেয়েছে লোকটা!’

‘নিশ্চয়ই কৈ মাছের প্রাণ। আমাকে আক্রমণ করে কাবু করে ফেলেছিল।’

‘কলসাইন কত আপনার?’

‘ব্যুরো ফোর।’

‘বেস সিক্স, দিস ইজ ভিক্টর সেভেন টোয়েন্টি,’ রেডিওতে বলল ব্র্যাডফোর্ড। ‘সাসপেক্ট জানালা ভেঙে লাফ দিয়ে নীচে নেমে পালিয়েছে!’

‘হোয়াট!’ বাঘের মত গর্জে উঠল বুলডগ।

‘হ্যাঁ, পড়ার আগে আরেকটা গুলি করেছি আমি। কিন্তু লাভ হয়নি। হি ইজ আ টাফ বাস্টার্ড। নীচে ব্যুরো ফোর ছিল, কিন্তু সে-ও তাকে থামাতে ব্যর্থ হয়েছে।’

‘আমার পিস্তল কেড়ে নিয়েছে লোকটা,’ জানাল এরিক।

অগ্নিদৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল ব্র্যাডফোর্ড, পারলে ভস্ম করে দেয়। বেস সিক্সকে ব্যাপারটা জানাল সে।

‘কোন্‌দিকে গেছে সাসপেক্ট?’ জানতে চাওয়া হলো।

‘র‍্যাম্পার্টের দিকে, পায়ে হেঁটে যাচ্ছে সে।’

দূরে গাড়ি স্টার্টের শব্দে চমকে উঠল এরিক। ব্র্যাডফোর্ডকে বলল, ‘কথাটা ঠিক নয়। আমার গাড়িটা ওদিকে... ইগ্‌নিশনে চাবি রেখে এসেছি!’

পুলিশ অফিসারের দাঁত কিড়মিড় করা দেখে মনে হলো এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে। সেটাকে পাত্তা না দিয়ে ছুটতে শুরু করল এরিক। রাস্তায় পৌঁছে দেখল, ওর সন্দেহই ঠিক। আবছাভাবে অপসৃয়মাণ গাড়িটার পেছনদিক এক ঝলক দেখতে পেল।

হাঁপাতে হাঁপাতে ব্র্যাডফোর্ডও এসে পৌঁছাল। খালি রাস্তা দেখে যা বোঝার বুঝে নিল সে। ওয়াকি-টকিতে বলল, 'ভিক্টর সেভেন টোয়েন্টি বলছি। ব্যুরো ফোরের গাড়ি চুরি করে পালাচ্ছে সাসপেক্ট।'

'গাড়ির নাম্বার বলো।'

'মনে নেই,' ব্র্যাডফোর্ডের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে বলল এরিক। 'গাড়িটা আমার নয়। আজ সকালেই মোটরপুল থেকে ইস্যু করে এনেছি। তবে ওটা একটা ফোর্ড টরাস, এটুকু বলতে পারি।'

'আপনি তো রীতিমত কেরামতি দেখিয়ে চলেছেন,' বিদ্রূপ ঝরল ব্র্যাডফোর্ডের কণ্ঠে। রেডিওতে গাড়ি সংক্রান্ত তথ্যটা জানিয়ে দিল সে।

রেডিও নেটে দ্রুত গাড়িটা আটকানোর নির্দেশ দেয়া হলো। হেলিকপ্টারের রোটর আর পুলিশের সাইরেনে প্রকম্পিত হলো গোটা এলাকা।

'আপনার মত অপদার্থ লোক কীভাবে এফবিআই এজেন্ট হলো, তা আমার মাথায় ঢুকছে না,' রাগটাকে দমিয়ে বলল ব্র্যাডফোর্ড।

'তার প্রয়োজনও নেই,' এরিক শান্ত গলায় জবাব দিল। 'কারণ আমি এমন কিছু জানি, যা আপনি জানেন না।'

'কী সেটা?'

'বেস সিক্সকে বলুন, সাসপেক্টের নাম মাসুদ রানা। সে বাংলাদেশী একজন স্পাই। চেহারার বর্ণনা দিতে পারবেন, না সেটাও আমাকে বলে দিতে হবে?'

বিস্ময়ে খাবি খাওয়া বাকি রইল ব্র্যাডফোর্ডের। 'আপনি... আপনি ওকে চেনেন?'

'হ্যাঁ আমি ওকে চিনি।'

শুধুমাত্র মনের জোরে গাড়ি চালাচ্ছে রানা, শরীর তাতে আপত্তি জানিয়ে চলেছে প্রতি মুহূর্তে, কিন্তু তা মানতে রাজি নয় ও। নার্ভে সামান্য ঢিল দিলেই জ্ঞান হারাবে, সেটা মৃত্যুরই নামান্তর। অ্যাকসিডেন্ট যদি নাও করে, ধরা পড়বে নিঃসন্দেহে—তার অর্থ: নির্ঘাত মৃত্যু। একটাই ভয় ওর—হেলিকপ্টার। যে-কোনও মুহূর্তে চলে আসতে পারে ওগুলো, খসানো সম্ভব হবে না, বরং হাই পাওয়ার আর্মামেন্টের কল্যাণে ওকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারবে। আশার কথা একটাই, আহতদের উদ্ধারে ব্যস্ত কপ্টারগুলো, ওর পিছনে খুব বেশি হলে দুটো পাঠাতে পারবে সিকিউরিটি ডিটেইল।

অলি-গলির ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে গাড়ি চালাচ্ছে ও, সরল কোনও পথ অনুসরণ করছে না—পিছনে ধাওয়া করে আসা বাহিনীটাকে ধোঁকা দেয়ার একটা প্রাণপণ প্রচেষ্টা। এদিকে দুটো হেলিকপ্টারকে এগোতে দেখে একটা পরিত্যক্ত বাড়ির পোর্চের নীচে থেমে সেগুলোকে ফাঁকি দিল রানা।

একটা সুবিধে রয়েছে ওর। রেকি করার সময় এই এলাকার প্রতিটি অলি-গলি হাতের তালুর মত চিনে রেখেছে ও, সিকিউরিটি ডিটেইলের অবস্থানও জানে। কোন্ পথে গেলে পালানো সহজ হবে, বুঝতে পারছে। কিন্তু আসল এস্কেপ রুটটায় পৌঁছুনোই সবচেয়ে কঠিন কাজ, আহত না হলে পায়ে হেঁটে সহজেই চলে যেতে পারত।

ক্ষতদুটো ভীষণ ভোগাচ্ছে যদিও পরিষ্কার বুঝতে পারছে, স্রেফ দৈববলেই বেঁচে আছে ও। শুধু ভাগ্যের জোরে রাইসের গুলিটা নাজুক কোনও ধমনী ছেঁড়েনি, ভিতরের কোনও জটিল

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষতিও করেনি। তারপরেও রক্তক্ষরণ মারাত্মক হয়ে উঠছে প্রতিমুহূর্তে। কাঁধের আঘাতটা গুরুতর নয়, অবশও হয়ে পড়েছে অনেকটা, কিন্তু প্রথম ক্ষতটা খুব শীঘ্রি বন্ধ করতে না পারলে মৃত্যু সময়ের ব্যাপার মাত্র।

চারপাশে তাকাল রানা। সীটের উপর একটা ডোনাটের বাক্স দেখতে পেল। টান দিয়ে ওটার তৈলাক্ত ফয়েলটা বের করে নিল ও, বলের মত মুড়ে বুকের ক্ষতটায় ঢুকিয়ে দিল। তারপর ফ্লানেলশার্টের হাতা ছিঁড়ে পেঁচিয়ে বাঁধল বুক। রক্তপাত থামেনি এখনও, তবে কমেছে। তারমানে আয়ু আরও কিছুটা বাড়ল ওর।

মনের ভিতর ক্রোধ একটা হিংস্র বাঘের মত দাপাদাপি করছে। ইকরামের মৃত্যুর প্রতিশোধের নেশায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল ও, নইলে অল্ডেন আর রাইসের মত দুটো নরকের কীট ওকে এভাবে ফাঁদে ফেলে কী করে? ভসকভ-টসকভ কিচ্ছু না, স্রেফ টোপ দেয়া হয়েছিল ওকে। বানোয়াট একটা কাহিনি সাজিয়ে বোকা বানানো হয়েছে, আর ও কি না সত্যি সত্যি ভসকভকে পাবার নেশায় ওদের প্রতিটা ইশারায় বাঁদরের মত নেচেছে! আগেই বোঝা উচিত ছিল, ভসকভকে যদি সত্যিই পায় সিআইএ, কখনোই বাইরের কাউকে তা জানতে দেবে না। সাহায্য চাওয়া তো অনেক পরের কথা।

কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে—কেন? আয়োজন করে এতবড় একটা ষড়যন্ত্রের জাল কেন পাতা হলো? অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্টকে দাবার ঘুঁটি বানানো হয়েছে শুধুই কি ওকে ফাঁদে ফেলার জন্য? হতেই পারে না এর পিছনে জটিল এবং বিশাল আরও কোনও রহস্য আছে। সেটা জানতে হবে রানাকে। তারপর এর সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকটা মানুষকে নিজ হাতে শায়েস্তা করবে, প্রতিজ্ঞা করল ও।

তবে এসব সম্ভব করার জন্য সবার আগে পালাতে হবে, বাঁচতে হবে। কী করবে, ঠিক করে ফেলেছে ইতোমধ্যে।

হেলিকপ্টার আর স্থলবাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন এলোমেলো গলিঘুপচি ধরে নদীর ধারে পৌঁছে গেল ও। সামনে একটা ছোট ব্রিজ রয়েছে, তবে সেখানে রোডব্লক দিয়ে পুলিশের একটা টিম দাঁড়িয়ে গেছে।

লুকোচুরির সময় শেষ, ব্রিজ লক্ষ্য করে পূর্ণগতিতে গাড়ি ছোটাল রানা, নিজে শুয়ে পড়ল সীটের উপর—গুলিবৃষ্টি থেকে বাঁচার একটা চমৎকার বুদ্ধি। রেডিও নেটে হৈচৈ শুরু হয়ে গেল, ফোর্ডটাকে স্পট করতে পারার রিপোর্ট পৌঁছে যাচ্ছে সবখানে।

'যে-করেই হোক, থামাও ওকে!' নির্দেশ দিল বুলডগ।

অর্ডার পেতেই যা দেরি, তুমুল বৃষ্টির মত গুলি ছুটল। ফোর্ডের ধাতব দেহ মোরব্বার মত ফুটো করল বুলেট, কিন্তু থামল না রানা, অ্যাক্সেলারেটর চেপে ধরে রাখল ফ্লোরবোর্ডের সাথে। একশো বিশ মাইল বেগে ব্রিজের মুখে ব্যারিকেড হিসেবে আড়াআড়িভাবে দাঁড়ানো দুটো প্যাট্রোল কারের বনেট আর রিয়ারএন্ডে আঘাত করল ফোর্ড। জীবন বাঁচানোর জন্য রোডব্লকে দাঁড়ানো পুলিশেরা আগেই ব্যাঙের মত ঝাঁপ দিয়েছে চারদিকে। এবার আঘাতের ধাক্কায় চরকির মত ঘুরে গেল কারদুটো, মাঝখানে তৈরি হওয়া ফাঁক গলে ব্রিজে উঠে পড়ল ফোর্ড। পেছন থেকে আরেক দফা গুলি চালানো হলো। তাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হলো না।

বিস্মিত চোখে পুলিশেরা এবার নতুন একটা দৃশ্য দেখতে পেল। ব্রিজের মাঝামাঝি পৌঁছে হঠাৎ নাক ঘোরাল ফোর্ড, রেলিং ভেঙে ঝাঁপ দিল পানিতে! ফুলঝুরির মত মিসিসিপি নদীর কয়েকশো লিটার পানি ছিটকে উঠল, কয়েক সেকেন্ডের জন্য সারফেসে স্থির রইল গাড়িটা, তারপরই শরীরের অসংখ্য ফুটো দিয়ে দ্রুতবেগে ঢুকতে থাকা পানির কাছে হার মানল; তলিয়ে গেল নীচে।

ষোলো

ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কল্যাণে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সারা পৃথিবী জেনে গেল, মার্কিন প্রেসিডেন্টের জীবননাশের চেষ্টা চালানো হয়েছে, আর এই কাজটা করেছে মাসুদ রানা নামে এক বাঙালি মুসলমান যুবক। আততায়ীর নাম এত দ্রুত সাংবাদিকদের জানতে পারার কথা নয়, তবে রানাকে আটকাবার জন্য র‍্যামডাইন আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে; নামটা সেজন্যই ফাঁস হয়ে গেছে তাদের কাছে।

সন্ধ্যা নাগাদ অ্যামেরিকার প্রায় প্রতিটা পত্রিকাই বিশেষ সংখ্যা বের করল, তা থেকে জনগণ প্রেসিডেন্টের অক্ষত থাকার খবর জানতে পারল। জানা গেল, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে আততায়ীর গুলি। আর্চবিশপের দেহের ধাক্কায় পড়ে গিয়ে কোমরে সামান্য আঘাত পাওয়া ছাড়া প্রেসিডেন্ট কার্লটনের কোনও ক্ষতি হয়নি। কিন্তু ভ্যালেরিয়াসের ভাগ্য ততটা ভাল নয়। লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিটা তাঁর বুকে বিঁধেছে, মারা গেছেন বেচারা হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই।

মাসুদ রানার পালানোর খবরও বেশ রং মাখিয়ে ছাপানো হলো। কীভাবে ধাওয়াকারীদের ও ফাঁকি দিয়েছে আর ব্যারিকেড ভেঙে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে, সেটা নিয়ে কল্পনাবিলাসী রিপোর্টাররা রীতিমত রোমহর্ষক কাহিনি সাজিয়ে ফেলল, কোথাও কোথাও তাতে সত্যের লেশমাত্র রইল না।

টিভি চ্যানেলগুলোও কম যায় না, শুরু থেকেই আর্চবিশপের গুলিবিদ্ধ হওয়া আর প্রেসিডেন্টসহ পড়ে যাওয়ার দৃশ্যটা বারবার দেখিয়ে যাচ্ছে তারা। এবার একটানা চব্বিশ ঘণ্টা নিউ অর্লিয়েন্স হাসপাতাল—যেখানে প্রেসিডেন্টকে রাখা হয়েছে সেখান থেকে, আর মিসিসিপি নদী থেকে সরাসরি সম্প্রচার শুরু হলো। কোটি কোটি দর্শক দেখতে পেল, রানার খোঁজে সরকারী বাহিনীগুলো কীভাবে পুরো নদী তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া ফোর্ড গাড়িটা পানির তলা থেকে তুলে আনা হলো। তবে মাসুদ রানার লাশ তার মধ্যে পাওয়া গেল না। রানার কোনও চিহ্ন পর্যন্ত নেই কোথাও ধীরে ধীরে তল্লাশির এলাকা বড় করা হলো, নদীর উজান আর ভাটি ধরে শ'খানেক বোট জাল ও গ্যাফ নিয়ে মাইলের পর মাইল খুঁজে ফিরল, কিন্তু তারপরেও তার কোনও হদিশ পাওয়া গেল না।

পরদিন সকালে আরও বড়সড় আকারে নিউজ ছাপল প্রতিটা পেপার। আর্চবিশপ জর্জেস ভ্যালেরিয়াসের মত মহান এক ব্যক্তির মৃত্যু বলতে গেলে উহ্য রয়ে গেল; বরং রানার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট কার্লটনের পুরনো বিবাদটা গুরুত্ব পেল সমস্ত রিপোর্টে, সেইসঙ্গে রানা এজেন্সির চারটে শাখা বন্ধ করে দেয়ার বিষয়টাও উঠে এল। শান্তিপূর্ণভাবে রানা যে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাপের মাধ্যমে সমস্যাটা সমাধানের চেষ্টা করছিল, তা কোনও এক রহস্যময় কারণে কেউই সরাসরি উল্লেখ করল না। রানার পুরনো দুয়েকটা ছবিও ছাপা হলো পত্রিকাগুলোতে।

রানার অতীত কর্মকাণ্ড নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন ছাপল কোনও কোনও পত্রিকা এদিক থেকে ওর ভীষণ সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার কথা, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা সারা পৃথিবীর কল্যাণে জীবনে অনেককিছুই করেছে রানা। কিন্তু মিডিয়ার নেতিবাচক রিপোর্টের কারণে সবত্রই খলনায়কে পরিণত হলো ও

আততায়ী হিসেবে রানার পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য এফবিআই কাজ করল খুব দ্রুত, শুধু এরিকের দেয়া ভিজ্যুয়াল আইডেন্টিফিকেশনের উপর আস্থা রেখে বসে রইল না তারা। প্রথমেই সেইন্ট অ্যান স্ট্রিটের বাড়িটা থেকে উদ্ধার করা রাইফেলের সিরিয়াল নাম্বার চেক করা হলো, জানা গেল অস্ত্রটা মাসুদ রানার নামে রেজিস্ট্রি করা। নদী থেকে উদ্ধার করা ফোর্ডের স্টিয়ারিং হুইলে পাওয়া আবছা ফিঙ্গারপ্রিন্টও রানার সঙ্গে মিলে গেল। ওয়াশিংটনে রানার অ্যাপার্টমেন্টে হানা দিল তারা এরপর, সেখান থেকে প্রেসিডেন্টের উপর হামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন ম্যাপ, হিসাবনিকাশ আর রিসার্চের কাগজপত্র পাওয়া গেল। যদিও এগুলো সবই ভসকভকে ধরার জন্য রানা তৈরি করেছিল, কিন্তু কারও সেটা জানার কথা নয়। পোডিয়াম থেকে দুটো গুলির অবশিষ্টাংশ পাওয়া গেল, সেগুলো এতই বিকৃত হয়ে গেছে যে, কোনও অস্ত্রের সঙ্গে ম্যাচ করা সম্ভব নয়। তবে রানার রাইফেলের চেম্বার ও ম্যাগাজিনে হুবহু একই ধরনের অক্ষত বুলেট পাওয়া যাওয়ায় ধরে নেয়া হলো, গুলিটা রানাই করেছে। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টায় এসব কাজ সেরে ফেলল এফবিআই।

অবশেষে দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে রানাকে আততায়ী হিসেবে ঘোষণা দিল এফবিআই। ওসামা বিন লাদেনকে কয়েক হাত পিছনে ফেলে ওর নাম উঠে এল মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্টের সবার উপরে। ওর মাথার দাম ঘোষণা করা হলো দুই কোটি ডলার। রেডিও-টিভি-সংবাদপত্র, সবখানে বারবার প্রচারিত হতে থাকল ঘোষণাটা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আটাশ কোটি নাগরিক রানাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খুঁজতে শুরু করল।

এসবের পাশাপাশি বাংলাদেশ এবং অ্যামেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশীরাও বিপদ থেকে রেহাই পেল না। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে প্রবাসীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটল, পরিস্থিতি সামাল

দিতে পুলিশকে গলদঘর্ম হতে হলো। কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে একদল সুযোগসন্ধানী রাজনীতিক বাংলাদেশকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র আখ্যা দিয়ে ফেলল। প্রস্তাব দিল তারা, দেশটার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সব কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হোক, আরোপ করা হোক অর্থনৈতিক অবরোধ। যদিও তাৎক্ষণিকভাবে এসব প্রস্তাব গৃহীত হলো না, তারপরও গোটা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ভয়ানক বিপন্ন হয়ে পড়ল।

বিসিআইয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করল বাংলাদেশ সরকার, কিন্তু সঠিক কোনও উত্তর দিতে ব্যর্থ হলেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান, তিনি নিজেও তো ঠিক কী ঘটেছে জানেন না। তবে জোর গলায় তিনি জানালেন, রানা একাজ করতেই পারে না। কয়েকদিন সময় চাইলেন তিনি, পুরো রহস্যটা উদঘাটন করার জন্য। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়া হলো, এ বিষয়ে কোনও অবস্থাতেই নাক গলানো যাবে না, তাতে পরিস্থিতি আরও বিগড়ে যেতে পারে। রানার বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বাতিল ঘোষণার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক ফিরিয়ে আনার তোড়জোড় করতে লাগল উপর মহলের একটি অংশ। তবে দেনদরবার করে সিদ্ধান্তটা কিছুদিনের জন্য পিছিয়ে দিতে সমর্থ হলেন রাহাত খান

এদিকে মার্কিন সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে রানা এজেন্সির সমস্ত কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেছে, এজেন্সির সব অপারেটরদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে আগেই ফলে গোপনে তাদের দিয়ে তদন্ত করানোর সুযোগটাও হারালেন রাহাত খান।

শুধু বাংলাদেশীরাই নয়, সমস্যার সম্মুখীন হলো মার্কিন কিছু নাগরিকও। যুক্তরাষ্ট্রে রানার বন্ধুর সংখ্যা কম নয়, বাংলাদেশের শুভানুধ্যায়ীও আছেন অনেকে। তাদের সবার পিছনেই গোয়েন্দা

লেগে গেল, পলাতক রানা তাদের কাছে সাহায্য চাইতে আসতে পারে, এই ভেবে। ফলে সত্যিকার অর্থেই একা হয়ে পড়ল রানা, ওকে সাহায্য করার মত কেউ রইল না। রানার এসব বন্ধুদের অনেককেই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্দেহ করে জেরার সম্মুখীন করা হলো, যাদের জেরা করা হয়নি তাদেরও কম ভোগান্তি হলো না। সংবাদ মাধ্যমের লোকজন তাদের জ্বালাতন শুরু করল। এই দ্বিতীয় দলের একজন হচ্ছেন ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সির কর্ণধার অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি রাহাত খানের বন্ধু, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শুভানুধ্যায়ীদের একজন।

অন্যদের মত সাংবাদিকদের এড়িয়ে গেলেন না তিনি। স্পষ্ট গলায় বললেন, 'আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না মাসুদ রানা আমাদের প্রেসিডেন্টকে গুলি করেছে। এ হতেই পারে না, আপনারা সবাই কোথাও ভুল করছেন। তা ছাড়া মনে রাখবেন, রানা যদি সত্যিই তাঁকে হত্যা করতে চাইত, তা হলে এ মুহূর্তে তিনি জীবিত থাকতেন না।'

'একথা কেন বলছেন?' জানতে চাইল একজন রিপোর্টার।

'কারণ মাসুদ রানা বর্তমান পৃথিবীর সেরা স্নাইপার,' বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'ও যদি প্রেসিডেন্ট কার্লটনকে টার্গেট করে থাকত, তা হলে তিনিই মারা যেতেন, কোনও আর্চবিশপ নয় আপনারা বলছেন রানা মিস করেছে? এ অসম্ভব গুলিটা করেছে অন্য কেউ, মিস করেছে সে-ই।'

সারা পৃথিবীর মানুষ প্রথম দিন থেকে জনসভায় গুলিবর্ষণের ভিডিওটা দেখছে, কিন্তু এরিক স্টার্ন সেটায় চোখ বোলাল ঘটনার তিনদিন পর। জীবনের সব কিছুর প্রতিই আগ্রহ হারিয়েছে সে, কীভাবে গুলিটা হলো বা কীভাবে কী ঘটল, জানার কোনও ইচ্ছেই তার হয়নি।

মাসুদ রানাকে ধরার জন্য সিআইএ, এফবিআই আর পুলিশ ডিপার্টমেন্ট মিলে বিশাল কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যার নাম রাখা হয়েছে—অপারেশন ম্যানহান্ট। নিউ অর্লিয়েন্সের এফবিআই বিল্ডিঙে খোলা হয়েছে এর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। সেখানেই প্রতিদিন অফিস করে যাচ্ছে এরিক, পুরনো কাজ ডেস্ক জবে ফিরে গেছে সে। এ মুহূর্তে মূল কাজ, মানে রানাকে ধরা নিয়ে সবাই এত ব্যস্ত যে ছোটখাট কোনও বিষয়ে মাথা ঘামানোর সময় পাচ্ছে না কেউ। প্রতি ঘণ্টায়ই কোনও না কোনও খবর আসছে, রানাকে কোথায় দেখা গেছে, এ সংক্রান্ত। খবরগুলো যে ভিত্তিহীন তা বলাই বাহুল্য, কিন্তু সেগুলো যাচাই করতে গিয়ে ম্যানহান্টে জড়িত সবার জান খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তবে এসবে কালক্ষেপণ হচ্ছে বটে, সবাই জানে, দুদিন আগে হোক বা পরে, রানাকে হাত ফসকে পালিয়ে যেতে দেয়ায় জবাবদিহি করতে হবে এরিককেই।

ঘটনাটা এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না এরিক। মাসুদ রানা প্রেসিডেন্টকে গুলি করতে পারে, একথা কল্পনাও করতে পারছে না ও। এককালে রানার বিষয়ে এক ধরনের ফ্যাসিনেশন থেকে বিস্তর গবেষণা করেছিল ও, ঘেঁটেছিল মেলা কাগজপত্র। লোকটার দেশপ্রেম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহস, আর মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালবাসার বিষয়ে জানতে পেরে মুগ্ধ হয়েছিল, মনে মনে তাকে নিজের আদর্শ মেনেছিল। এই মানুষটা কী করে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে বোকার মত মার্কিন প্রেসিডেন্টের মত একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে হত্যার চেষ্টা করতে পারে? ওর জানা রানার সঙ্গে এই রানার কোনও মিল নেই।

তবে মাসুদ রানার প্রাণশক্তি দেখে এখনও মুগ্ধ এরিক। দু'দুটো গুলি খেয়ে, আর চারতলা একটা ভবন থেকে পড়ে যাওয়ার পরও লোকটা যে কায়দায় ওকে কাবু করল আর

কয়েকশো এজেন্টের নিরাপত্তা বলয় ভেদ করে পালিয়ে গেল, তা সত্যি প্রশংসার দাবিদার। বাকি সবার মত এরিকও একটাই প্রশ্ন নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে—রানা গেল কোথায়? সার্চ পার্টিগুলো এখনও নদীর উজানভাটির সম্ভাব্য সব জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কিছুই আবিষ্কার করতে পারেনি। সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে রানার পালিয়ে যাওয়া নিয়ে যতটা ভাবছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবছে ও আরও কয়েকটি ব্যাপার নিয়ে। সেই পুরনো দালানটার সিঁড়িঘরের দরজায় মস্তবড় তালা দেখেছিল ও, তা হলে ওপরে উঠল কী করে ব্র্যাডফোর্ড, বেরোলই বা কী করে? কয়েকটা গলার অস্পষ্ট আওয়াজ শুনেছিল ও চারতলার জানালা থেকে, তারা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল কেন? শেষ একটা কথা পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে ও: কিল হিম টু!—সেই 'হিম'টা কে, ও? আরও একটা ব্যাপার, প্রেসিডেন্টের দিকে গুলি চালাতে যার দ্বিধা নেই, সেই লোক ওর কণ্ঠায় হালকা একটা গুঁতো দিয়ে অচল করে দিল ওকে, খুন করল না কেন? সেটাই কি অনেক সহজ ছিল না?

অন্যান্য দিনের মত আজও কাজের ফাঁকে এসব ভাবনায় মগ্ন হয়ে গিয়েছিল ও, হঠাৎ বন্ধু জেমস ডাইসনের ডাকে সংবিৎ ফিরল ওর।

'কী হে এরিক, ভাবছটা কী বসে বসে?'

'কিছু না।'

'কাজকর্ম না থাকলে চলে এসো আমার সঙ্গে। সিবিএস চ্যানেল থেকে শুটিঙের ফুটেজটা আনা হয়েছে, অ্যানালাইসিস করা হচ্ছে ওটার। চলো দেখি গিয়ে।'

'আমার ইচ্ছে করছে না,' এরিক মাথা নাড়ল। 'তুমি যাও।'

'আরে এসোই না!' জোর করল ডাইসন। 'সারাদিন তো চেয়ারেই বসে থাকো দেখি। একটু হাঁটাচলা করলে কোনও ক্ষতি হবে না। তা ছাড়া এককালে তুমিও তো ভাল স্নাইপার ছিলে;

বলা যায় না, ফুটেজের অ্যানালাইসিসে হয়তো তুমি সাহায্য করতে পারবে।'

'বাদ দাও। আমার সাহায্য কেউ চাইবে বলে মনে হয় না, বিশেষ করে যে কাণ্ডটা ঘটিয়েছি।'

'এসব প্যাঁচাল বন্ধ করবে? ভুল তো মানুষেরই হয়, তাই বলে মুখ লুকিয়ে রাখা কি পুরুষমানুষের সাজে? এসো বলছি আমার সঙ্গে।'

ডাইসনের পীড়াপীড়িতে ডেস্ক ছেড়ে উঠতে বাধ্য হলো এরিক। দুজনে গিয়ে তিনতলার অডিও-ভিজ্যুয়াল ল্যাবে ঢুকল।

ভিতরটা আধো-অন্ধকার। সিক্রেট সার্ভিস ও এফবিআইয়ের পাঁচজন এজেন্ট কাজে ব্যস্ত, গত তিনদিন ধরে অনবরত খেটে যাচ্ছে তারা, বিশ্রামের জন্য বলতে গেলে কোনও সময়ই পাচ্ছে না। এরিককে ঢুকতে দেখে শিস দিয়ে উঠল কেউ একজন। হাসি-ঠাট্টার রোল শুরু হয়ে গেল।

'সবাই দেখো, আমাদের হিরো এসে গেছে!'

'দোস্ত, এরিক, প্রথমেই হারামজাদাকে গুলি করে দিলে না কেন? আমরা তো অন্তত বাঁচতাম। তিনদিন হলো বউয়ের চেহারা দেখি না, এখন মাথাটা আর কাজ করছে না।'

'আরে আরে, ওকে দোষ দিচ্ছ কেন? ভালই কাজ দেখিয়েছে ও... মাসুদ রানাকে পালাতে দেয়াটা কি কম কাজ হলো?'

হেসে উঠল সবাই।

'হচ্ছেটা কী এখানে?'

হঠাৎ বুলডগের বাজখাঁই গলা শুনে আঁতকে উঠল সবাই, সে কোন ফাঁকে যেন এসে ঢুকেছে ল্যাবে, কেউ খেয়াল করেনি। মুহূর্তেই পিনপতন নীরবতা নেমে এল।

'তোমাদের তামাশা করার জন্য বসানো হয়নি এখানে,' রাগী গলায় বলল বুলডগ। 'কাজের কাজ কিছু করতে পেরেছ?'

গলা খাঁকারি দিল এজেন্ট ফিশার, সে এখানকার দায়িত্বে

আছে। বলল, 'সিবিএসের ভিডিওটা হাতে এসেছে, সার। টাইমস্ট্যাম্প বসানোই ছিল, আমরা পুরোটা ডিজিটাইজ করে শুটিঙের ত্রিশ সেকেন্ড আগে থেকে পরের পাঁচ মিনিটের ফ্রেমগুলো আলাদা করেছি।'

'দেখাও আমাকে,' একটা চেয়ার টেনে মনিটরের সামনে বসল বুলক।

প্রথমে স্বাভাবিক গতিতে ভিডিওটা ছাড়ল ফিশার। প্রেসিডেন্ট কার্লটনকে পর্দায় দেখা গেল, ভাষণ দিচ্ছেন। এরপর আর্চবিশপের পালা এল, প্রেসিডেন্ট তখন ডায়াসের বামপাশে সরে দাঁড়িয়েছেন, ভ্যালেরিয়াসের কয়েক ফুট পিছনে।

'এখনই হিটটা হবে,' স্ক্রীনের নীচের টাইমস্ট্যাম্প দেখে বলল ফিশার।

'থামাও একটু,' বুলডগ বলল। তাড়াতাড়ি একটা বোতাম টিপে ভিডিওটা স্থির করা হলো।

ঘুরে সবার দিকে তাকাল বুলক। বলল, 'যা দেখলাম, অ্যাকচুয়াল শটের আগে অন্তত বিশ মিনিট সময় পেয়েছে রানা, ফ্ল্যাশলাইট তখন ডায়াসে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, নড়াচড়া করেননি খুব একটা—ক্লিয়ার টার্গেট ছিলেন। তা হলে গুলিটা এত দেরিতে করা হলো কেন? কারও কোনও আইডিয়া আছে?'

সবাই চুপ রইল।

'এজেন্ট স্টার্ন,' ডাকল বুলডগ, 'কিছু বলছ না যে? তুমি তো স্নাইপার ছিলে, কিছু বুঝতে পারছ না?'

'ডায়াসটা, সার,' শান্ত গলায় বলল এরিক। 'প্রেসিডেন্টের শরীরের বেশিরভাগ অংশই আড়াল করে রেখেছিল ওটা, বিশেষ করে সেন্টার মাস। আমাদের জানামতে রানার রেঞ্জ ছিল পাঁচশো গজের মত। ওই দূরত্ব থেকে হেডশট নেয়া ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়, কারণ মানুষের মাথা সবচেয়ে বেশি নড়ে, মিস হবার সম্ভাবনাও তাই বেড়ে যায়। টার্গেট করলে তাই শরীরের

মধ্যভাগে করাটাই উচিত, কিন্তু সেটা ঢাকা থাকায় ভাষণের সময় চুপচাপ ছিল আততায়ী। ডায়াসের পিছনে গিয়ে দাঁড়ানোর পরই ফ্ল্যাশলাইট সত্যিকার অর্থে ক্লিয়ার টার্গেটে পরিণত হন।'

'ভেরি গুড,' প্রশংসা ঝরল বুলডগের কণ্ঠে। চেয়ার ঘুরিয়ে আবার মনিটরের দিকে ফিরল সে। 'এবার হিটটা দেখাও স্লো-মোশনে।'

বোতাম চাপল ফিশার, ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল ভিডিও। হঠাৎ করে ঝাঁকি খেয়ে উঠতে দেখা গেল আর্চবিশপ ভ্যালেরিয়াসকে, তাঁর বুকের উপর একটা ক্ষত সৃষ্টি হলো, পিছনদিকে ছিটকে গেলেন তিনি, প্রেসিডেন্টকে নিয়ে মঞ্চের উপর পড়ে গেলেন। দ্বিতীয় গুলিটার আর কোনও কিছু দেখা গেল না; তবে সেটাই স্বাভাবিক, কারণ সেটা কোনও কিছুকে আঘাত করেনি। অডিও গ্রাফে একটা বড় স্পন্দন শুধু ওটার অস্তিত্বের প্রমাণ দেখাচ্ছে।

স্লো-মোশনে ভিডিওটা দেখার পর ডাইসনকে একটু বিভ্রান্ত দেখাল। সে বলল, 'শটটা বড় বেশি নিখুঁত দেখাচ্ছে। আমরা কি শিওর, রানা আর্চবিশপকেই টার্গেট করেনি?'

'ফালতু কথা বলবে না!' গর্জে উঠল বুলডগ। 'আর্চবিশপকে টার্গেট করা হবে কেন? আর যদি করেও, তা হলে কি ডায়াসে গুলি করত? এরিক কী বলল, শোনোনি? ওটা একটা লক্ষ্যভ্রষ্ট শট, দ্যাটস অল। ইজ ইট রাইট, এজেন্ট স্টার্ন?'

এরিক প্রশ্নটা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। মনে একটা খটকা লেগেছে ওর, গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে।

'কিছু বলছ না কেন?'

ডাইসনের কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে বাস্তবে ফিরে এল এরিক, বুলডগকে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, সার। শটটা কি আমি আরেকবার দেখতে পারি?'

'কেন, প্রথমবার কিছু মিস করেছ?' বুলডগ বিরক্ত।

'হয়তো।'

ফিশারের দিকে ইশারা করল বুলডগ। রিওয়াইন্ড করে আবার ছাড়া হলো ভিডিওর ওই অংশটা। দেখতে দেখতে মনে মনে ভীষণ চমকে উঠল ও, খটকার বিষয়টা ধরতে পেরেছে। শটটা যদি প্রেসিডেন্টকে লক্ষ্য করেই নেয়া হয়ে থাকে, তা হলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে ডানে শিফট হয়ে যাবার কারণে। কেন হলো? দমকা বাতাসের কারণে এমনটা হতে পারে, কিন্তু সেদিন শটের সময় এমন কোনও বাতাস ছিল না। ভুলটা তা হলে সম্পূর্ণই স্নাইপারের নিজের, হিসেব ঠিকমত করতে পারেনি সে। এটাও অসম্ভব, কারণ রানা কোন স্তরের স্নাইপার, তা ভাল করেই জানে এরিক। টপ ক্লাস একজন স্নাইপারের ভুল হয় সাধারণত ড্রপের হিসেবে, সেটা হলে গুলিটা প্রেসিডেন্টের বুকে না লেগে মাথায় বা পেটে লাগত, ভার্টিক্যাল লাইন নষ্ট হত না। আরো একটা হিসেব করল এরিক, গুলিটা আর্চবিশপের গায়ে না লেগে যদি প্রেসিডেন্টের বরাবর যেত তা হলে কী হত? ফলাফলটা অবাক করল ওকে— গুলিটা প্রেসিডেন্টের উরুতে লাগত! মাসুদ রানার মত সেরা স্নাইপার একই সঙ্গে ড্রপ এবং লাইন অভ ফায়ারে ভুল করেছে? হতেই পারে না।

তার মানেটা দাঁড়াল, গুলিটা আর্চবিশপ ভ্যালেরিয়াসকে লক্ষ্য করেই করা হয়েছে, তিনিই ছিলেন টার্গেট! কিন্তু কাজটা করা হয়েছে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে। আর্চবিশপ ডায়াসে থাকা অবস্থায় কঠিন একটা শট নিয়ে পুরো দৃষ্টিটাই নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রেসিডেন্টের উপর, যেন তিনিই টার্গেট ছিলেন। মাসুদ রানা নিজে এ কাজ করেছে বলে আর বিশ্বাস করতে পারছে না এরিক। টার্গেট না হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন প্রেসিডেন্টকে টার্গেট হিসেবে কেন সে উপস্থাপনের চেষ্টা চালাবে, নিজের পায়ে কুড়াল মারার জন্য? তা হতেই পারে না।

আহত রানার কথাগুলো কানে ভাসছে এরিকের...

বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে ওর সঙ্গে, ফাঁসানো হয়েছে। প্রলাপ ছিল না সেগুলো। রানা নির্দোষ, বুঝতে পারছে ও। কিন্তু কাউকে কি বিশ্বাস করাতে পারবে তা? ডাইসনের কথায় বুলডগ যেভাবে খেপে উঠল, তাতে তো বোঝাই যাচ্ছে, এ ধরনের চিন্তা মাথাতেও ঠাঁই দিতে রাজি নয় কেউ। কারা রানার সঙ্গে এই শত্রুতা করল, জানে না এরিক। তবে ষড়যন্ত্রের জাল পাতা হয়েছে অসম্ভব ধূর্ততার সঙ্গে। আর্চবিশপের সঙ্গে রানার কোনও শত্রুতা ছিল না, অতএব ধোপেই টিকবে না ওর সন্দেহ, কোনও প্রমাণই নেই হাতে। হতাশায় ছেয়ে গেল এরিকের মন।

'কিছু বলতে চাও?' প্রশ্ন করল বুলডগ।

'শুটিং পজিশন যে পাঁচশো চোদ্দ নম্বর বাড়িটাই ছিল, এটা নিশ্চিত করা গেছে?' জানতে চাইল এরিক।

'একেবারে পিনপয়েন্ট করা যায়নি। তবে ব্যালিস্টিক কম্পিউটার সাত ডিগ্রির যে শুটার'স্ আর্ক দিয়েছে তাতে বাড়িটা আছে। কেন, ওখান থেকেই যে গুলিটা করা হয়েছে, এ ব্যাপারে তোমার সন্দেহ আছে নাকি?' বুলডগের গলায় রাগের আভাস।

'না, না,' তাড়াতাড়ি বলল এরিক। 'এমনিতেই জানতে চাইলাম।'

'ঠিক আছে তা হলে,' চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল বুলডগ, দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল হঠাৎ। 'এরিক, অফিসে আমার সঙ্গে দেখা কোরো আজই। আধ ঘণ্টা পর।'

মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল এরিক। সময় এসে গেছে, ব্যর্থতার জবাবদিহিতা এবার করতেই হবে ওকে। ওর কোনও যুক্তি শুনবে না কেউ।

সতেরো

নিশ্চিন্ত মনে ঘাস খেয়ে যাচ্ছে গরুটা, কয়েক ফুট দূরে দাঁড়ানো মানুষগুলোকে গ্রাহ্যই করছে না। মাঝে একবার মাথা ঘুরিয়ে তাকাল বটে, কিন্তু দৃষ্টিতে কোনও রকম অভিব্যক্তি ফুটে উঠল না। কিছুক্ষণের মধ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে, সেটা বোঝার ক্ষমতাই নেই প্রাণীটার। বিরক্ত গলায় কর্নেল অল্ডেন বলল, 'ডাক্তার এসেছে?'

'আমি এখানে,' পেছন থেকে ডা. রুডি ডানকান মিনমিনে গলায় সাড়া দিল, তার হাতে একটা মেডিক্যাল রিপোর্ট।

'আওয়াজ দিচ্ছ না কেন?' গর্জে উঠল কর্নেল, গত কয়েকদিন ধরে তার মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে। ভয়ে কুঁকড়ে গেল ডানকান।

চিফ টেকনিশিয়ান প্যাট্রিক ম্যালয় বলল, 'আমরা রেডি, কর্নেল।'

'তা হলে শুরু করো। দেখা যাক, আমাদের সাইকিয়াট্রির মাস্টার সাহেব মানব শরীরতত্ত্বের যে রিপোর্ট তৈরি করেছে, তা কতখানি সঠিক।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পিস্তল তুলল ম্যালয়। ভয়ে এবং বিতৃষ্ণায় চোখ বন্ধ করে ফেলল ডানকান। অবলা একটা জন্তুকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হচ্ছে, এ দৃশ্য চোখে দেখতে চায় না।

ছ'ফুট দূর থেকে গরুটার পেটে গুলি করল ম্যালয়

আর্তনাদ করে উঠল জন্তুটা, ক্ষত দিয়ে রক্ত গড়াতে শুরু করল; তবে সবার বিস্মিত চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রইল চারপায়ে ভর দিয়ে, পড়ে গেল না। পাশে দাঁড়ানো মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল অপলক দৃষ্টিতে, তারপর আবার ঘাস খেতে শুরু করল।

'এটা অবিশ্বাস্য!' বলল কর্নেল। 'কীভাবে সম্ভব? জন্তুটা মারা গেল না কেন?'

'সম্ভব, সার,' সাহস করে বলল ডানকান। 'আমার রিপোর্টে পরিষ্কার ব্যাখ্যা আছে, ছবিও দিয়েছি... গুলিটা ওটার থোরাসিক ক্যাভিটি ভেদ করে শরীরের অন্যপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তাৎক্ষণিকভাবে মারা যাবার মত এটা কোনও ক্ষত নয়।'

'তাই বলে ব্যথাও কী পাচ্ছে না?'

'পাচ্ছে। তবে সেটা সহ্য করার মত ক্ষমতা আছে গরুটার, ঠিক যেভাবে মাসুদ রানা সহ্য করে নিয়েছিল।'

'কিন্তু রানা পড়ে গিয়েছিল, অজ্ঞানও হয়েছিল।'

'নিউরোলজিক্যাল শক,' ব্যাখ্যা করল ডানকান। 'পিস্তলটা দেখে ওর ব্রেন রিঅ্যাক্ট করেছিল। কারণ ও জানত—অস্ত্রটা কী, মানুষের কী ক্ষতি করতে পারে। আমাদের সবারই মনের কোনও না কোনও স্থানে মৃত্যুভীতি আছে, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হলে শকে চলে যাই আমরা, চলৎশক্তি হারাই। ওই মুহূর্তে রানা বিশ্বাস করেছিল, ও মারা যাচ্ছে। তাই শারীরিক ক্ষতি ততটা মারাত্মক না হওয়া সত্ত্বেও ওর ব্রেন দেহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল।'

'তার মানে কিছুই হয়নি ওর?'

'হয়নি বলা ভুল হবে। আহত হয়েছে সে, রক্তক্ষরণে মারাও যেতে পারে। তবে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটার মত আহত হয়নি, কারণ গুলিটা সে পরিমাণ ক্ষতি করতে পারেনি।'

'এটা কীভাবে সম্ভব?' ম্যালয়ের দিকে ফিরল অল্ডেন। 'গুলি জিনিসটা তৈরিই হয়েছে মানুষের ক্ষতি আর মৃত্যু ঘটানোর

জন্য। কোথাও ঘাপলা হয়েছে।'

ম্যালয় মাথা নাড়ল। 'নাইন মিলিমিটার হলোটিপ বুলেট এটা, অফিসার ব্র্যাডফোর্ডের কাছ থেকে আনা হয়েছে, আগেরগুলোর মত। পিস্তলও মেজর রাইসেরটাই। দূরত্ব ঠিক ছ'ফুটই রয়েছে। আমরা কোনও ভুল করিনি। দেখতেই পাচ্ছেন, এই কন্ডিশনে গুলি করলে কোনও কাজ হয় না।'

'কিন্তু কেন?' কর্নেলকে অধৈর্য দেখাল। 'হলোটিপের কাজই তো হচ্ছে শরীরে ঢুকে বিস্ফোরিত হওয়া, যাতে ভিতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বারোটা বেজে যায়।'

'সমস্যাটা গুলিতেই,' ম্যালয় ব্যাখ্যা করল। 'পুলিশ ইস্যু অ্যামিউনিশন এটা... অনেক পুরনো স্টকের, সম্ভবত আশির দশকের। সে আমলে হলোটিপ এত সফিসটিকেটেড ছিল না। প্রায়ই দেখা যেত, বডির সঙ্গে ইম্প্যাক্টের যে প্রেশার, তার সামান্য হেরফের হলে সেগুলো আর বিস্ফোরিত হয় না।'

'তা হলে নতুন গুলিই ব্যবহার করোনি কেন?'

'করব কীভাবে? রানার বডিতে যদি ব্র্যাডফোর্ডের গুলি না পাওয়া যায়, তা হলে পুরো ব্যাপারটা কেঁচে যাবার সম্ভাবনা ছিল।'

'কিন্তু এ গুলিতে তো মানুষই মরে না।'

'তা পুরোপুরি ঠিক নয়। মেজর রাইস যদি হৃদপিণ্ডে গুলিটা লাগাতেন, তা হলে বিস্ফোরণ হওয়া না হওয়ায় কিছু এসে যেত না। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, তিনি তা পারেননি। গুলিটাও বিস্ফোরিত হয়নি।'

'রানার মরার চান্স কতটুকু?' ডাক্তারের দিকে ফিরল কর্নেল।

'রক্তক্ষরণ যদি বন্ধ না হয়, শতভাগ,' ডানকান বলল। 'তবে আমাদের বুঝতে হবে, রানার মত অভিজ্ঞ লোক সবার আগে ক্ষতটাই বন্ধ করবে। তা ছাড়া ফার্স্ট এইডের জ্ঞানও তার নিশ্চয়ই আছে। ইনফেকশন ঠেকাতে পারলে আর সামান্য ট্রিটমেন্ট পেলে

আমার ধারণা দু'সপ্তাহের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।'

'খারাপ খবর,' একই সঙ্গে দুশ্চিন্তা আর ক্রোধ ফুটল কর্নেলের চেহারায়। 'খুব খারাপ খবর!'

হোলস্টার থেকে নিজের নাইন মিলিমিটার পিস্তলটা বের করল সে। এটার অ্যামিউনিশন আর যাই হোক আশির দশকের নয়।

গরুটাকে গুলি করল কর্নেল।

ডগলাস বুলকের অফিসে তার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে আছে এরিক। একটা ফাইল নিয়ে ব্যস্ত বুলডগ, ওকে অপেক্ষা করতে বলল। রুমে এসি চলছে, তারপরেও ঘামতে শুরু করল বেচারা। নার্ভাস বোধ করছে, মনে পড়ে যাচ্ছে দু'বছর আগের কথা। টুলসার সেই ট্র্যাজেডিটার পর ঠিক একইভাবে বুলডগের মুখোমুখি হতে হয়েছিল ওকে।

'কফি খাবে?' জানতে চাইল বুলক, তার কাজ শেষ হয়েছে, ফাইলটা সরিয়ে রেখেছে একপাশে।

মাথা নাড়ল এরিক।

'বেশ,' বলে চেয়ারে হেলান দিল বুলডগ। 'আবারও সেই আগের জায়গায় এসে পড়লাম আমরা, তাই না? কখনও ভাবিনি তোমাকে এভাবে আবার সামনে পাবো।'

'আমিও ভাবিনি,' বলল এরিক।

'কিন্তু তুমি আমার সামনে, এটাই বাস্তব। আর তোমার এবারের ভুলটার মাত্রা আগের চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক, এটা স্বীকার করো?'

'আমি ইচ্ছাকৃতভাবে কিছুই করিনি।'

'আমাকে তা হলে বোঝাও গলদটা কোথায়। কী পরিমাণ চাপের মধ্যে আছি আমি, কল্পনা করতে পারছ? আমাদের সিকিউরিটি পেরিমিটারের ভিতর থেকে প্রেসিডেন্টের উপর গুলি

করা হয়েছে। গাফিলতি কেউ না কেউ তো অবশ্যই করেছে, তাকে সাজা পেতে হবে। দোষীকে খুঁজে বের করার জন্য ওপর থেকে অনবরত চাপ দেয়া হচ্ছে আমাকে।'

'আর এবারও আমাকেই কোরবানির খাসি বানাতে চাইছেন আপনি?' এরিকের গলায় উত্তেজনা ফুটল।

'শান্ত হও,' বুলডগ বলল। 'ব্যাপারটা ব্যক্তিগতভাবে নেয়ার মত কোনও পর্যায়ে গড়ায়নি এখনও। আমি তোমার বক্তব্য শুনতে চাই। চার্লি লিস্ট থেকেই শুরু করা যাক। ওখানে রানার নাম ছিল, তাই না? ওকে তুমি আলফায় ট্রান্সফার করোনি কেন?'

'কারণ আমার রিসার্চ বলছে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের ওপর হামলা করার মত হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক মাসুদ রানা নয়। তাকে থ্রেট ভাবার কোনও কারণ ছিল না।'

'তোমার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত রানা প্রেসিডেন্টকে মারার চেষ্টা করেছে।'

'সেটা কেন হলো, তা আমি বলতে পারব না। তবে যথেষ্ট খোঁজখবর নিয়েছি আমি, রানার অতীত ইতিহাস ঘেঁটে দেখেছি। বিনা কারণে মানুষ হত্যা করে না সে, ব্যক্তিগত স্বার্থে তো নয়ই। তা ছাড়া সে এবারের সমস্যাটা আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করতে চাইছিল। প্রেসিডেন্ট সময় দিচ্ছিলেন না বটে, কিন্তু ধৈর্য ধরে চেষ্টা চালাচ্ছিল সে। কড়া ভাষায় একটা চিঠি লিখলেও কোনও রকম হুমকি দেয়নি। সবার সঙ্গে কথা বলেছি আমি, এমনকি আপনার এজেন্টরাও বলেছে—মাসুদ রানা আমাদের প্রেসিডেন্টের জন্য কোনও ভয়ের কারণ নয়।'

'তারা কেউ কি এখন তোমার পক্ষে সাফাই গাইবে?'

'আমি জানি না। কিন্তু রানার মত একজন মানুষকে শুরুতেই কেন আলফা লিস্টে রাখা হলো না, এ প্রশ্ন করতে পারি আমিও। এই লিস্ট প্রাথমিকভাবে যারা বানিয়েছে, তারা কি আমার মত একই ভুল করেনি?'

'তোমার যুক্তি বুঝতে পারছি আমি,' বুলডগ মাথা দোলাল। 'চার্লি লিস্টের ব্যাপারটা নাহয় বাদই দিলাম। কিন্তু অ্যারেস্টটা... ওটা সম্পূর্ণ তালগোল পাকিয়ে ফেলেছ তুমি। রানা যে শুধু হাত ফসকে পালিয়েছে, তা নয়। সে তোমার পিস্তল, এমনকি গাড়িটাও নিয়ে গেছে। পত্রপত্রিকাগুলো আমাদের ছালচামড়া কিছুই রাখছে না, সারা দেশে ছি ছি পড়ে গেছে। আমাকে তো এমন প্রশ্নও করা হচ্ছে যে, তুমি এই অ্যাসাসিনেশন প্লটের অংশ কি না।'

'অ্যাবসার্ড!' প্রতিবাদ করল এরিক। 'আপনি খুব ভাল করেই জানেন, আমি কখনও এ ধরনের কোনও কাজের সঙ্গে জড়িত হবো না।'

'তা হলে রানা পালাল কী করে?'

'আমি জানি না। লোকটা স্বাভাবিক কোনও মানুষ নয়। এতটা আহত অবস্থায় আমি কাউকে উঠে দাঁড়াতে দেখিনি কখনও, মারামারি তো অনেক দূরের কথা। সেজন্যই হয়তো অসতর্ক হয়ে পড়েছিলাম। আর সেটারই সুযোগ নিয়েছে সে। আনআর্মড কমব্যাটে লোকটার দক্ষতা সীমাহীন, মাত্র দুটো মুভমেন্টেই আমাকে অকেজো করে ফেলেছিল। তারপর অস্ত্র আর গাড়ি কবজা করা তো কোনও ব্যাপারই না।'

'হ্যাঁ, রিপোর্টটা পড়েছি আমি। কিন্তু রানার অস্বাভাবিক প্রাণশক্তি বা জুডোর দক্ষতার কথা বলে লাভ কী? সে পালিয়ে গেছে তোমার হাত গলে, আসল কথা সেটাই।'

'দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আমি আর কী করতে পারি?'

'আমাকেও তাই করতে হচ্ছে,' বুলডগ থমথমে গলায় বলল। 'সরি, এরিক, ব্যর্থতার দায় কোনও একজনকে নিতেই হবে। এ মুহূর্তে তুমি ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না আমি। তোমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতাটা ব্যুরো আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছে।'

'আপনি আমাকে বরখাস্ত করতে যাচ্ছেন?'

'না,' বুলডগ মাথা নাড়ল। 'আমি একটা ইনকোয়ারি কমিশন বসাচ্ছি। তারা যা সিদ্ধান্ত নেবে, তাই করব আমি। কথা দিচ্ছি, তোমার প্রতি কোনও অন্যায় করা হবে না।'

'এ মুহূর্ত থেকে আমাকে কি তা হলে সাসপেন্ড করছেন?'

'না। অফিসে তোমাকে প্রয়োজন আছে। তা ছাড়া ম্যানহান্ট নিয়ে আমরা সবাই ব্যস্ত। কমিশন এখনই তোমার তদন্তটা শুরু করতে পারবে না।'

কিছু বলল না এরিক।

'আমি তোমাকে কিছুটা সময় দিচ্ছি, এরিক,' বলল বুলডগ। 'এমন কিছু করে দেখাও, যাতে তদন্তটা বাতিল করতে পারি। ওপরঅলাদের কাছেও দেবার মত কোনও জবাব থাকে আমার কাছে।'

'দেখাব,' প্রতিশ্রুতি দেবার সুরে বলল এরিক। 'আমি আপনাকে কাজই দেখাব।'

'আর কোনও ভুল যেন না হয়,' সতর্ক করার মত বলল বুলডগ।

'হবে না,' কথা দিল এরিক।

আঠারো

একটানা আঠারো ঘণ্টা নদীতে ভাসল মাসুদ রানা। হামাগুড়ি দিয়ে যখন তীরে ফিরল, তখন প্রেসিডেন্টের উপর হামলার

পরের দিন সকাল।

কীভাবে সবার চোখে ও ধুলো দিয়ে এতক্ষণ পর্যন্ত ও টিকে রয়েছে, সেটা রীতিমত বিস্ময়ের ব্যাপার। গাড়িটা ডুবে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে রানা, তারপর ডুবসাঁতার দিয়ে পাড়ি দিয়েছে প্রায় দু'মাইল। দম নেয়ার জন্য মাঝে মাঝে ভাসতে হয়েছে বটে, তবে নাক ছাড়া শরীরের কোনও অংশই সারফেসের উপর তোলেনি। ওইটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে করতেই সব শক্তি ফুরিয়ে এসেছিল, ভেবেছিল, ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু ভাগ্য ভাল, যখন সাঁতার কাটার শক্তি হারিয়েছে, ঠিক তখনই ময়লাভর্তি একটা বার্জ সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। উপচে পড়া জঞ্জালের মধ্য থেকে একটা পুরনো দড়ি বার্জের কিনারা ঘেঁষে পানিতে আছড়াচ্ছিল, শরীরের সমস্ত শক্তি খাটিয়ে সেটাকে ধরে ফেলে ও। বাকিটুকু মোটামুটি সহজ, দড়ি ধরে থাকতেই শক্তি যা খরচ হয়েছে, কিন্তু বিপদে পড়েনি।

দুর্গন্ধযুক্ত বার্জটা থেকে যথাসম্ভব দূরে থেকেছে সার্চ পার্টির বোটগুলো, কাছে না আসায় ওকে দেখতে পায়নি। ফেনার মধ্যে থাকায় হেলিকপ্টারগুলোর চোখেও রানা ছিল অদৃশ্য। একটা টিম অবশ্য বার্জে উঠেছিল একবার, তবে ভিতরেই শুধু তল্লাশি চালিয়েছে তারা, কিনারায় নয়। নিরাপদেই চোদ্দো ঘণ্টার মত কাটিয়ে দিয়েছে রানা, শেষে শক্তি ফুরিয়ে এলে ছেড়ে দিয়েছে দড়িটা। শেষ চার ঘণ্টা একটা কাঠের গুঁড়ি ধরে নদীর স্রোতের কাছে সঁপে দিয়েছিল নিজেকে।

অবশেষে গুঁড়িটা যখন তীরের কাছে এসে ভিড়েছে, হামাগুড়ি দিয়ে রানা কাদার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে নদীর পারে।

প্রচণ্ড অবসাদে সারা দেহ ভেঙে পড়তে চাইছে, আর সামান্য শক্তিও অবশিষ্ট নেই। দীর্ঘ সময় পানিতে ভেজার কারণে ত্বক কুঁচকে গেছে, ধুয়ে গেছে সমস্ত রক্তও। তবে নদীতে ভেসে থাকা ময়লার একটা আস্তরণ পড়েছে সারা গায়ে, গন্ধ ছড়াচ্ছে। একটা

গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে ধাতস্থ হয়ে নেয়ার চেষ্টা করল ও। শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুটা স্বাভাবিক হতেই কবজিতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকাল, আটটা বাজেনি এখনও। মনে মনে একটা হিসাব কষল, মোটামুটি পঞ্চাশ থেকে সত্তর মাইল দূরে ভেসে এসেছে।

চারপাশে গাছপালা আর জলাভূমি দেখতে পাচ্ছে রানা। যতদূর দৃষ্টি যায়, পরগাছায় ছাওয়া পাইন আর সাইপ্রেস গাছ পুরো জায়গাটা দখল করে আছে, এলোমেলো ভাবে বেড়ে উঠেছে ওগুলো। গাছগুলোর মাঝে কষ্ট করেই যেন ঠাঁই করে নিয়েছে ছোট ছোট জলা, তবে সেগুলোও নলখাগড়ায় ছাওয়া। কোথায় এসে পড়েছে জানতে ইচ্ছে হলো ওর। চোখ বন্ধ করে লুইযিয়ানা রাজ্যের মানচিত্র স্মরণে আনার চেষ্টা করল রানা, একটু ভাবতেই বুঝতে পারল—দক্ষিণে রিভার ডেলটার ওয়েটল্যান্ডে এসে পৌঁছেছে, সম্ভবত প্লাকমাইন্স কাউন্টিতে। তিনদিকে সাগরঘেরা এই ওয়েটল্যান্ড অত্যন্ত দুর্গম এলাকা, সভ্যতার কোনও চিহ্ন নেই এখানে। একদিক থেকে ভাল, কারণ গা ঢাকা দিতে সুবিধে হবে। কিন্তু যে পরিমাণ দুর্বল হয়ে পড়েছে, এই প্রতিকূল পরিবেশে টিকতে পারবে কি না, সেটাই প্রশ্ন। ক্ষতগুলোয় ইনফেকশন দেখা দিলে টেকার সম্ভাবনা খুবই কম। বনজঙ্গলে সারভাইভালের ট্রেনিং রয়েছে ওর, তবে ওয়েটল্যান্ডের এই জঙ্গল যে-কোনও মানুষকে গিলে খাওয়ার ক্ষমতা রাখে

প্রথমেই দরকার খাবার, খিদেয় চোখেমুখে আঁধার দেখছে রানা। শেষ কখন খেয়েছিল, মনে করার চেষ্টা করল ও। গতকাল সকালে... ব্রেকফাস্ট। তারপর থেকে আর পেটে কিছু পড়েনি। ইনফেকশন নিয়ে এই মুহূর্তে মাথা ঘামাবার কোনও মানে হয় না। ক্ষুধা আর পিপাসা তার অনেক আগেই ওর মৃত্যু ঘটাবে। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে, সূর্য এখনও ঠিকমত ওঠেনি। বেলা বাড়লে তীব্র উত্তাপ ওর অবশিষ্ট শক্তি শুষে নেবে।

প্যান্টের ভিতর থেকে উরুর কাছে কী যেন একটা অনেকক্ষণ থেকেই খোঁচা মারছে। পকেটে হাত দিয়ে এরিকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া পিস্তলটা বের করে আনল রানা। সাঁতার শুরু করার সময় অস্ত্রটা পকেটে গুঁজে রেখেছিল, এখনও আছে দেখে অবাক হলো। তবে ওর সাহসও বেড়ে গেল অনেকটা। প্রতিকূল পরিবেশে নিরস্ত্রের চেয়ে একজন সশস্ত্র মানুষের টিকে থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি। আর যাই হোক, ও এখন অসহায় নয়। পানিতে ভিজে অস্ত্রটার মেকানিজম আর বুলেটের কোনও ক্ষতি না হলেই শুধু হয়।

শান্তভাবে পিস্তলটা পরীক্ষা করল রানা। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন এটা, তবে .৪৫ ক্যালিবারের নয়, ১০ মিলিমিটার—স্ট্যান্ডার্ড সাইড আর্মস হিসেবে এফবিআই ইদানীং এই ডাবল-অ্যাকশন অস্ত্রটা চালু করেছে। মেকানিজমে কোনও ত্রুটি আছে বলে মনে হলো না, কিন্তু গুলিগুলোর কী অবস্থা? রিলিজ মেকানিজমে চাপ দিয়ে ম্যাগাজিনটা বের করল ও। লোড করা হলোপয়েন্ট বুলেটগুলো নজর কাড়ল ওর, ম্যাগাজিন থেকে একে একে সবগুলো বের করে নিল। সময় নিয়ে সেগুলো পরীক্ষা করল ও, তবে কপার জ্যাকেটে কোনও লিক দেখতে পেল না। পানি ঢোকেনি বলেই মনে হচ্ছে। তারপরেও নিশ্চিত হবার উপায় একটাই।

গুলিগুলো ভেজা কাপড়ে মুছে আবার ম্যাগাজিনে ভরল রানা, ম্যাগাজিনটা লোড করল পিস্তলে। স্লাইডার টেনে চেম্বারে একটা বুলেট ঢোকাল, হ্যামার টেনে কক করল অস্ত্রটা—এখন ট্রিগারটা কেবল স্পর্শ করলেই বেরিয়ে যাবে গুলি। কাজ সেরে আবার হেলান দিল ও গাছে, এটুকুতেই হাঁপিয়ে গেছে। আফসোস হলো আরেকটু শক্তি পাচ্ছে না বলে, তা হলে শিকার করার জন্য একটা ভাল স্পট খুঁজে বের করতে পারত।

মাথার উপর সূর্যের তেজ ক্রমশ বাড়ছে, তবে গাছপালার

ঘন আচ্ছাদন ভেদ করে রোদ খুব একটা ঢুকতে পারছে না। চারদিকে ছায়াময় একটা পরিবেশ, নাকি সেটা চোখের ভুল? চেতনা হারাতে যাচ্ছে না তো? সেজন্যই সব আঁধার দেখছে? অবসন্ন শরীরের সঙ্গে প্রাণপণে যুঝতে লাগল রানার মন। যে করেই হোক, জেগে থাকতে হবে, জ্ঞান হারানো চলবে না। একবার অচেতন হলে আর জেগে উঠতে পারবে না ও কিছুতেই।

এভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে বলতে পারবে না ও, হঠাৎ একটা আওয়াজে সচকিত হলো। জঙ্গলের ভিতর খচমচ শব্দ, কিছু একটা এগিয়ে আসছে। চোখ পিটপিট করে দৃষ্টি পরিষ্কার করে নেয়ার চেষ্টা করল রানা, মনে মনে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেছে।

একটু পরেই পঞ্চাশ গজ সামনের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল ওটা, চতুষ্পদ একটা প্রাণী—ভার্জিনিয়া বা হোয়াইট টেইলড্ ডিয়ার। গাছের কাণ্ডে হেলান দেয়া আধমরা মানুষটাকে গ্রাহ্য করল না হরিণটা, নদীর ধারে গিয়ে পানি খেতে শুরু করল।

সুন্দর চেহারা। খয়েরি রঙের শরীর, মাথায় মোটা মোটা শিঙ, লেজটার নীচের অংশ সাদা। গুলি করার প্রস্তুতি নিল ও। সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হবার সময় নয় এটা, পশুটা এখন ওর জন্য স্রেফ খাদ্য, যেটা জীবন বাঁচাবে।

সময় নিয়ে নিশানা ঠিক করল ও। হাতটা ভীষণ কাঁপছে, কাজটা সহজ হলো না। দু'হাত এক করে পিস্তলের গ্রিপটা চেপে ধরল, কনুই রাখল ভাঁজ করা হাঁটুর উপর, এতে কিছুটা স্থিরতা এল। তারপরও দুর্বল শরীরের অসাড়তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলো ওকে। রিয়ার সাইটের ফাঁক দিয়ে ফ্রন্ট সাইট অ্যালাইন করল ও, ভুলে গেল পারিপার্শ্বিকতা। হরিণটার দেহও আর দেখতে পাচ্ছে না এখন, দৃষ্টি আটকে আছে ছোট্ট একটা বিন্দুতে, যেখানে গুলিটা বিঁধবে।

নিজের অজান্তেই ট্রিগার চাপল রানা। রিকয়েলের কারণে অস্ত্রটা সামান্য ঝাঁকি খেল, তবে তা অনুভব করল না ও; শুধু দেখল, হরিণটার ঘাড়ের কাছে রক্ত-মাংস ছিটকে উঠেছে। আর্তনাদ করে পড়ে গেল ওটা, পা ছুঁড়ছে আকাশের দিকে, ওটার শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছে হলোপয়েন্ট। দাপাদাপি করতে করতে একসময় থেমে গেল দেহটা, জীবন বেরিয়ে গেছে।

গাছ ধরে উঠে দাঁড়াল রানা, একটু সামলে নিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে গেল শিকারের দিকে, ঠিক পাশে পৌঁছে ধপ করে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। গুলিটা মন্দ হয়নি, সামান্যই রক্তপাত দেখা যাচ্ছে। হরিণের শরীরের বুনো গন্ধ ওর নাকে ঝাপটা মারল, তবে বাছবিচারের সময় নয় এটা। ছয় ফুট লম্বা, তিন ফুট উঁচু আর আড়াইশো পাউন্ড ওজনের এই জন্তুটা ওর বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। পকেট হাতড়ে সুইস নাইফটা বের করল ও। আগ্নেয়াস্ত্র রাখতে পারবে না বলে গতকাল এটা সঙ্গে নিয়েছিল, জিনিসটা বেশ কাজে দেবে এখন। পাশ থেকে একটা পাথর কুড়িয়ে ছুরির সবচে বড় ফলাটায় শান দিতে শুরু করল ও। যখন কাজ চলার মত ধার হলো, হরিণটাকে চিত করে পেট চিরে ফেলল। নাড়িভুঁড়ি ফেলে দিয়ে লিভারটা বের করে নিল ও।

পুষ্টি চাইলে যে-কোনও প্রাণীর লিভারই সবচেয়ে ভাল উৎস, সারভাইভাল ট্রেনিঙে এ শিক্ষাই দেয়া হয় সবাইকে। তা ছাড়া কাঁচা খেতেও জিনিসটা একেবারে মন্দ নয়, অন্তত মাংসের চেয়ে ভাল। গোগ্রাসে রাক্ষসের মত লিভারটা খেয়ে শেষ করল রানা। কতটা ক্ষুধার্ত ছিল, এবার বুঝতে পারছে। হরিণের শরীরের বুনো গন্ধ বা রক্তের কটু স্বাদ বিন্দুমাত্র সমস্যা সৃষ্টি করল না।

নদী থেকে আঁজলা ভরে পানি খেয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে রইল ও। ধীরে ধীরে শক্তি ফিরে পাচ্ছে। হঠাৎ হেলিকপ্টারের রোটরের আওয়াজে চমকে উঠল, উঠে গিয়ে গা ঢাকা দিল একটা গাছের

আড়ালে। অনেক নীচ দিয়ে উড়ে গেল যান্ত্রিক ফড়িংটা, রোটরের বাতাসে গাছের মাথাগুলো ভীষণভাবে দুলতে থাকল, তবে রানার অস্তিত্ব ফাঁস হলো না।

হেলিকপ্টারটা চলে যাবার পর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ও। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল, সার্চ পার্টিগুলো এত সহজে হাল ছাড়বে না। ওকে না পাওয়া পর্যন্ত খুঁজতেই থাকবে। তবে চিন্তার কিছু নেই। ভাগ্য ওকে ঠিক সেখানেই এনে ফেলেছে, যেখানে এই অসম্ভব প্রতিপক্ষের চোখ ফাঁকি দেয়া অসম্ভব নয়।

জঙ্গলে।

এগিয়ে গিয়ে অনেক কষ্টে হরিণটার অবশিষ্ট অংশ কাঁধে ঝোলাল রানা। লম্বা পা ফেলে ঢুকে পড়ল গাছপালার গভীরে।

উনিশ

দুর্ধর্ষ একটা কাজ করতে যাচ্ছে এরিক স্টার্ন, ধরা পড়লে চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যেতে পারে। কিন্তু খুব একটা কেয়ার করছে না সে, এমনিতেই ক্যারিয়ারের বারোটা যা বাজার বেজে গেছে। এখন নিয়ম ভেঙে হলেও যদি একটা ভাল কিছু করতে পারে, তা হলে হারানো সম্মানটা অন্তত ফিরে পাবে।

সেদিনের পর থেকে সবাই ওকে এড়িয়ে চলছে, এমনকি ডাইসনও খুব একটা কাছে ভিড়ছে না। ইতোমধ্যে তদন্ত কমিশনের খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে, তাই ওর সঙ্গে মেলামেশা করে নিজেকে কমিশনের টার্গেটে পরিণত করতে

চাইছে না কেউ।

ব্যতিক্রম শুধু রেকর্ডস সেকশনের লিসা ক্র্যামার, এই অফিসের সবচেয়ে সুন্দরী কর্মচারী। রূপ আর দেহসৌষ্ঠবে যে-কোনও সুপারমডেলকে হারিয়ে দিতে পারে মেয়েটা, তা ছাড়া অবিবাহিতা। এ কারণে অফিসের বেশিরভাগ পুরুষই তার পিছনে হ্যাংলার মত ঘোরে, সামান্যতম সাহায্য করতে পারলে বর্তে যায়। তবে বলাই বাহুল্য, কাউকেই কোনও সুযোগ দেয় না লিসা। এই রূপ নিয়েও কীভাবে নিজেকে রক্ষা করে চলতে হয়, জানা আছে তার। শুরু থেকেই এরিকের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক তার, হয়তো ও কোনদিন বাজে দৃষ্টিতে তাকায়নি বলেই। এখনও আসতে যেতে কথা বলে সে, এরিককে উৎসাহ দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু শুধু এই একটা মানুষের নৈতিক সমর্থনে আর ক'দিন অপমান ভুলে থাকা যায়? বাকি সবার চোখে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে ও। আর তার একমাত্র উপায় হচ্ছে 'লুই আর্মস্ট্রং অ্যাসাসিনেশনের' রহস্য ভেদ করা... ও হ্যাঁ, পত্রিকাগুলো পার্কের নাম অনুসারে আজকাল হত্যা প্রচেষ্টাটাকে এই শিরোনামেই ডাকছে।

হাতে যত সূত্র আছে বারবার পরীক্ষা করেছে এরিক, শুটিঙের ভিডিওটা নিজ আগ্রহে আরও কয়েকবার দেখেছে। প্রতিবার সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে—আর্চবিশপ ভ্যালেরিয়াসই টার্গেট ছিলেন। রানাকে ফাঁসানো হয়েছে কি না, এ বিষয়ে মন থেকে সামান্যতম সন্দেহটুকুও উবে যেতে শুরু করল। কিন্তু সত্যি ঘটনাটা প্রমাণের মত কোনও কিছু নেই ওর হাতে।

জাত গোয়েন্দাদের মত সহজাত কিছু অনুভূতি রয়েছে এরিকের। এজন্যই ভ্যালেন্টিন মোলিনার মৃত্যুটা ওকে বারবার খোঁচাচ্ছে। সালভাদরীয় আর্চবিশপের মৃত্যুর কয়েকদিন আগে নিউ অর্লিয়েন্সে এসে ওই একই দেশের একজন সিক্রেট পুলিশ

খুন হয়ে গেল—এটাকে কাকতালীয় ভাবতে পারছে না সে মোটেই। কী জানাতে এসেছিল এখানে মোলিনা... আর্চবিশপের হত্যা পরিকল্পনার কথা নয়তো? সেজন্যই কি মরতে হয়েছে ওকে?

জানার মধ্যে শুধু এটুকুই জানতে পেরেছে এরিক যে, মোলিনার উপর সার্ভেইলান্স করার জন্য যে ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে, তা র‍্যামডাইন নামের সি.আই.এ-র একটা ফার্ম ব্যবহার করে। ওরাই কি জড়িত? জানার উপায় একটাই—আর্চবিশপের সঙ্গে র‍্যামডাইনের কোনওরকম কানেকশন আছে কি না, তা বের করা। কিন্তু কীভাবে বের করবে সেটা?

লিয়াজোঁ অফিসারের পদ থেকে এখনও তাকে অপসারণ করেনি বুলডগ, তাই অপারেশন ম্যানহান্টের প্রায় সব কাগজপত্রই পরীক্ষা করতে হয় ওকে। মাঝে মাঝে কিছু চিঠিপত্রও বিভিন্ন জায়গায় সই করে পাঠাতে হয়। সেখান থেকেই বুদ্ধিটা মাথায় এল।

বুলডগের পক্ষ থেকে সিআইএ হেডকোয়ার্টারে একটা চিঠি লিখল, র‍্যামডাইন সংক্রান্ত ফাইল চেয়ে। উল্লেখ করল, অপারেশন ম্যানহান্টের জন্য ফাইলটা অতি জরুরী। কপাল ভাল হলে দ্বিতীয় বাক্যটার কারণে ফাইলটা সত্যিই পাঠানো হতে পারে। সারা দেশে এ মুহূর্তে ম্যানহান্টের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই।

এখন দুপুর, সবাই লাঞ্চে গেছে। বুলডগও নেই, কোথায় যেন মিটিঙে গেছে। চুপিসারে তার অফিসে ঢুকে পড়ল এরিক। বুলডগের ব্যক্তিগত ফ্যাক্স মেশিন দিয়ে পাঠিয়ে দিল চিঠিটা।

ট্রান্সমিশন শেষ হতেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। বল মাঠে গড়িয়ে গেছে, ফলাফল কী হয় দেখা যাক।

আকাজুটলা পার্বত্য অঞ্চল। এল সালভাদর, মধ্য আমেরিকা।

একটা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ছবির মত সুন্দর ভিলাটা। তবে বাইরে থেকে সেটার সৌন্দর্য খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়, কারণ সীমানাটা উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। প্রাচীরের উপর তৈরি করা গার্ড পোস্ট আর তাতে সশস্ত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা সামরিক পোশাক পরা প্রহরীরা বুঝিয়ে দিচ্ছে, এটা যেন-তেন কারও বাসস্থান নয়।

উঁচু গেটের কাছে এসে গাড়ি থামাতে হলো কর্নেল রেমন্ড অল্ডেনকে। হর্ন বাজাতেই আড়াল থেকে একজন সশস্ত্র সৈনিক বেরিয়ে এল, আরেকজন তাকে পেছন থেকে কাভার দিচ্ছে।

'পরিচয়পত্র!' কড়া গলায় স্প্যানিশে বলল সৈনিক, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

ইংরেজিতে গাল দিয়ে উঠল কর্নেল। পাশে বসা অ্যালান বেনেটের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইচ্ছে করে বানচোতগুলোর পাছায় লাথি মারি। আমাকে ঠিকই চেনে, এমনকী আমিও এই হারামজাদার নাম জানি। তারপরও আই.ডি. দেখতে চায়!'

'পরিচয়পত্র!' আবারও চেঁচিয়ে উঠল সৈনিক।

আগুনঝরা দৃষ্টি হেনে পকেট থেকে একটা সই করা চিরকুট বাড়িয়ে ধরল অল্ডেন। সেটা নিয়ে অন্তত পাঁচ মিনিট সময় ব্যয় করল সৈনিক, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখছে।

'তাড়াতাড়ি করো,' অধৈর্য গলায় বলল কর্নেল।

'আপনার হুকুমে আমি চলি না,' সোজাসাপ্টা বলল সৈনিক। ইচ্ছে করে আরও কয়েক মিনিট দেরি করল সে। শেষে ধৈর্য হারিয়ে কর্নেল যখন চেঁচিয়ে উঠতে যাবে, ঠিক তখনই পিছনের দিকে ইশারা করল।

মৃদু গুঞ্জন তুলে খুলে গেল স্বয়ংক্রিয় ফটক। ধুলো উড়িয়ে গাড়ি নিয়ে ভিতরে ঢুকল অল্ডেন, ভিলার পোর্চের নীচে গিয়ে থামল। সেখানে ইউনিফর্ম পরা নিরাপত্তাপ্রহরীদের আরেকটা দল অপেক্ষা করছে। দক্ষ হাতে সার্চ করা হলো অল্ডেন আর

বেনেটকে, তারপর নিয়ে যাওয়া হলো ভিতরে। হলঘরের মত বিশাল একটা লিভিংরুমে দুজনকে বসানো হলো।

কেটে গেল বেশ কিছুটা সময়। এরপর সশস্ত্র দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে উদয় হলো জেনারেল ফ্রান্সিসকো রামিরেজ, সালভাদরান আর্মির প্যান্থার ব্যাটালিয়নের কমান্ডার। বাসার ভিতরেও পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরে আছে সে—আপাদমস্তক কালো রং সেটার। রঙের কারণেই ব্যাটালিয়নের নাম প্যান্থার হয়েছে। জেনারেলের নিভাঁজ পোশাকের বুকে শোভা পাচ্ছে অসংখ্য রিবন—তার সারা জীবনের গৌরবময় অর্জনের স্বীকৃতি।

'স্বাগতম! স্বাগতম!' বলে উঠল রামিরেজ। 'ঠিক যাকে দেখতে মন চাইছিল... কর্নেল রেমন্ড অল্ডেন, আমার বিশ্বস্ত বন্ধু, আ গ্রেট ম্যান!'

জেনারেলের স্তুতিতে বিশেষ উচ্ছ্বসিত দেখাল না কর্নেলকে। উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'গুড আফটারনুন, জেনারেল। মিস্টার বেনেটকে আশা করি আপনার মনে আছে?'

'অবশ্যই!' এগিয়ে এসে করমর্দন করল রামিরেজ। 'সিআইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর অভ প্ল্যানিংকে ভুলে যাব, এ কি কখনও সম্ভব?'

মুখোমুখি দুটো সোফায় বসল সবাই। জেনারেলের ইশারায় বেয়ারা এসে শ্যাম্পেন পরিবেশন করল।

'আসুন, আমাদের সাফল্যের আনন্দে পান করি।'

ঠোকাঠুকি হলো গ্লাসগুলো, ড্রিঙ্কসে চুমুক দিল তিনজন।

'আপনাদের কাজে আমি খুবই খুশি হয়েছি,' জেনারেল বলল।

'সেজন্যই কি দরজায় আমাদের পাছার ভাঁজ পর্যন্ত তল্লাশি চালানো হয়েছে?' বিরক্ত গলায় প্রশ্ন করল অল্ডেন।

'কাম অন, কর্নেল! অন্তত আপনার তো ব্যাপারটা বোঝা উচিত। আমার শত্রুর সংখ্যা কম নয়, তাদের কেউ যে আপনার

ছদ্মবেশ নিয়ে আসেনি, বুঝব কী করে?'

'প্যান্থার ব্যাটালিয়নের কমান্ডারকে তার ভিলায় মারতে আসবে, এমন পাগল এখনও জন্ম নিয়েছে বলে মনে হয় না।'

হেসে উঠল জেনারেল। 'আপনারা যদি মার্কিন প্রেসিডেন্টের ওপর শট নেয়ার জন্য একজন লোক খুঁজে বের করতে পারেন তো আমি কোন ছার!'

'কাজটা সহজ ছিল না,' বেনেট মুখ খুলল।

'আমি জানি,' জেনারেল মাথা ঝাঁকাল। 'একজন ধর্মযাজককে পৃথিবী থেকে সরানো সোজা নয়... সে কমিউনিস্ট হলেও।'

'আপনার ধারণা ভ্যালেরিয়াস কমিউনিস্ট ছিল?'

'অবশ্যই। নইলে কুত্তাগুলোর জন্য তার এত দরদ কেন?'

'আমার জানামতে ভদ্রলোকের মনে সবার জন্যই দরদ ছিল।'

'তাই নাকি?' সকৌতুকে বলল রামিরেজ। 'তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু যখনই সে বিপ্লবীদের পক্ষে সাফাই গাইতে শুরু করল, তখন আমাকে নাক গলাতেই হলো। আপনারা আমাদের সবার পিঠ বাঁচিয়েছেন। অপারেশনটার শুধু প্রশংসা করলে আপনাদের খাটো করা হয়। পাগল একটা লোক প্রেসিডেন্টকে মারতে গিয়ে আর্চবিশপকে মেরে ফেলেছে... ওহ্, দ্যাটস্ আ ক্লাসিক। বিশেষ করে কিলিং শটটা... ওটার তো তুলনাই হয় না। মার্ভেলাস! যে লোক এই গুলিটা করেছে, কোনও একদিন আমি তার সঙ্গে হাত মেলাতে পারলে খুশি হব।'

'কাজটা কঠিন ছিল, প্রচুর ঝামেলা পোহাতে হয়েছে আমাদের,' গোমড়ামুখে অল্ডেন বলল। 'টাকা-পয়সাও কম খরচ হয়নি।'

'আমি তো বলব একটা পয়সাও অপচয় হয়নি. যতই খরচ

হোক না কেন। হারামজাদাকে সরানো খুব জরুরী হয়ে পড়েছিল। স্যামপাল হত্যাকাণ্ডের ওপর ইনভেস্টিগেশনটা আবার চালু করতে যাচ্ছিল সে, আমার পুরো ব্যাটালিয়ন তাতে বিপদে পড়ে যেত। আমাদের প্রেসিডেন্টের মৌখিক সম্মতিও নিয়ে ফেলেছিল শুয়োরটা।'

'ভ্যালেরিয়াস যা করার করেছে,' বেনেট বলল। 'ভুল আপনার তরফ থেকেও কম হয়নি। ভ্যালেন্টিন মোলিনার কথা বলছি, সে আপনার ব্যাটালিয়নে ইনফিলট্রেট করল কীভাবে? করল তো ভাল কথা, টেপ নিয়ে পালাল কী করে?'

'ওয়েল,' বলল জেনারেল, 'লোকটা সিক্রেট পুলিশের মেম্বার, এ ধরনের কাজেই ট্রেনিং পেয়েছে ও। আপনাদের বুঝতে হবে, আমার লোকেরা সৈনিক। একজন স্পাইয়ের কৌশলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারার কথা নয় তাদের।'

'ভিডিওটেপটা আপনার তৈরি করারই বা কী দরকার ছিল? ওটা আমাদের সবার বিপদের কারণ হতে পারে।'

'এটা আমার শখ। আমার প্রতিটা অপারেশন আমি ভিডিও করে রাখি, স্যুভেনির হিসেবে। অপারেশনটা বৈধ না অবৈধ, তা নিয়ে আমি ভাবি না।'

'কিন্তু স্যামপাল মিশনটা আর দশটা মিশনের মত নয়...

'এসব নিয়ে কেন আমরা সময় নষ্ট করছি?' বাধা দিয়ে বলল জেনারেল। 'আপনারা তো মোলিনার ব্যবস্থা করেছেনই, তাই না?'

'হ্যাঁ,' অল্ডেন বলল। 'কিন্তু কাজটা খুব রিস্কি ছিল। তা ছাড়া, টেপটা পাওয়া যায়নি।'

'তাতে কী? সে তো কারও সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি। দেশে আমি ঠেকিয়েছি, অ্যামেরিকায় পৌঁছানোর পর আপনারা। সমস্যাটা কোথায়?'

'টেপটা নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে রেখে গেছে ও।'

‘কিন্তু কবর থেকে কাউকে ওটার খোঁজ দিতে পারছে না। কেস খতম। যত খুশি প্রমাণ লুকিয়ে রাখুক গে, আমাদের কী?’

‘তারপরও আপনাকে আরও সাবধানে থাকতে হবে। বার বার প্যান্থার ব্যাটালিয়নের তৈরি করা জঞ্জাল সাফ করা আমাদের জন্যে রিস্কি হয়ে যাচ্ছে।’

‘পুষিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করছি।’ বলে তুড়ি বাজাল জেনারেল।

একটা মোটাসোটা ব্রিফকেস নিয়ে ছুটে এল এক সৈনিক, কমান্ডারের ইশারায় সেটা কর্নেল অল্ডেনের হাতে তুলে দিল।

‘এর ভিতর দশ মিলিয়ন ডলার আছে,’ রামিরেজ বলল। ‘আশা করি খরচাপাতি মেটানোর পরও আপনাদের পকেটে বেশ অনেকটাই রয়ে যাবে।’ উঠে দাঁড়াল সে। পকেট থেকে একটা ভিডিও ক্যাসেট বের করে ছুঁড়ে দিল। ‘আরেকটা উপহার। আশা করি এটা দেখে আমাদের সোনালি দিনগুলোর কথা মনে রাখবেন।’

সঙ্গীসাথী নিয়ে লিভিংরুম থেকে বেরিয়ে গেল জেনারেল।

‘কী এটা?’ ক্যাসেটটা দেখে বিভ্রান্ত বেনেট।

‘স্যামপাল হত্যাকাণ্ডের রেকর্ডিং, থমথমে গলায় বলল অল্ডেন। ‘হারামজাদা আমাদের ওয়ার্নিং দিয়ে গেল, সে যতবার চায়, জঞ্জাল সাফ করে যেতেই হবে আমাদের। নইলে নিজে ফাঁসলে আমাদেরকেও ফাঁসাবে। এই টেপের মধ্যেই রয়েছে প্রমাণ, আমরা সবাই ঘটনাটার সঙ্গে জড়িত।’

‘যত দ্রুত সম্ভব এর থেকে মুক্তি চাই আমি, কর্নেল,’ বেনেটকে সিরিয়াস দেখাল। ‘আমাদের একমাত্র দুর্বলতা মাসুদ রানা। প্রথমে ওকে শেষ করতে হবে।’

‘চিন্তা করবেন না, আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি।’

‘আর এই টেপটা... তোমার জায়গায় আমি হলে এটা সঙ্গে নিতাম না।’

ঘুরে বেনেটের চোখে চোখ রাখল অন্ডেন। বলল, 'আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি, আজ থেকে দু'সপ্তাহের মধ্যে রানা বা টেপ... কোনওটারই অস্তিত্ব থাকবে না।'

বিশ

মাথার উপর গনগনে সূর্য চোখ-ধাঁধানো আলো বিকিরণ করছে, আর চারপাশের সাদা বালি সেই আলোকে প্রতিফলিত করছে দিগন্ত জুড়ে। এই দিনের বেলাতেও দৃষ্টি অন্ধ করা এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, কারণ এই উজ্জ্বলতায় চোখ খুলে রাখা যায় না। এর মধ্য দিয়েই গাড়ি চালাচ্ছে রানা, আচ্ছন্নের মত। চোখ ছোট করে রাখতে হচ্ছে, ওর কাছে কোনও সানগ্লাস নেই।

একটানা ছুটে চলেছে ও, থামছে না বিশ্রাম নেবার জন্যও। জানে, এ-মুহূর্তে ওর মুখটাই যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে পরিচিত মুখ। থামলেই যে কেউ চিনে ফেলবে। লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন, নির্জন গ্যাস স্টেশন পেলে সেখানকার ভেন্ডিং মেশিন থেকে মুখ লুকিয়ে ক্যান্ডি বার আর কোক সংগ্রহ করছে... খাবার বলতে এটুকুই। ভাগ্য ভাল যে প্যান্টের পকেটে মানিব্যাগ আর তার মধ্যে কিছু টাকা ছিল। নইলে কী হত, কে জানে।

শারীরিক কষ্টটাকে অগ্রাহ্য করে ড্রাইভ করে যাচ্ছে ও, এসে পৌঁছেছে মরুভূমিতে। প্রচণ্ড গরম পড়েছে। কালো পিচঢালা পথের উপর নাচছে তাপতরঙ্গ, সেদিকে তাকালে চোখে মরীচিকার মত এক ধরনের বিভ্রম সৃষ্টি হয়। কিন্তু কোনও উপায়

নেই। এই বিভ্রম আর মায়াজালের ভিতর দিয়েই ছুটতে হচ্ছে ওকে।

যেটা ড্রাইভ করছে, গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেটা ওর চুরি করা তৃতীয় গাড়ি—১৯৮৬ মডেলের একটা মারকারি টমক্যাট। একই রুটিন পালন করছে ও—নির্জন পার্কিং লট থেকে প্রথমে গাড়ি চুরি করছে, অন্য কোনও গাড়ি থেকে বদল করে নিচ্ছে নাম্বার প্লেট। চুরি করা ভুয়া নাম্বারের গাড়িটা আট ঘণ্টার বেশি ব্যবহার করছে না, কারণ পুলিশের অ্যালার্ট হতে ওই পরিমাণ সময় লাগে। পুরনো গাড়িটা ফেলে রেখে আবারও একই পদ্ধতিতে জোগাড় করছে নতুন গাড়ি।

প্রথম কয়েকদিন অঙ্গরাজ্যের সমস্ত হাইওয়েতে চেকপোস্ট বসেছিল, বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল লুইযিয়ানার সীমান্ত। তবে এখন দশদিন পেরিয়ে গেছে। এত লম্বা সময় সীমান্ত সীল রাখা সম্ভব নয়, খুলে দিতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ। চেকপোস্ট আছে যদিও, চেকিং কমে গেছে অনেকটাই। একটানা এতদিন নিষ্ফলা তল্লাশি চালিয়ে কর্তব্যে নিয়োজিত সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একেবারে খুব বেশি সন্দেহ না হলে কাউকে থামাচ্ছে না তারা। সন্দেহ জাগাবার মত কিছু করছেও না রানা। গাড়ির গতি সীমার মধ্যে রাখছে, তা ছাড়া গত কয়েকদিনে মুখে দাড়ি-গোঁফ জন্মে চেহারাটাও কিছুটা ঢেকে গেছে। চেকপোস্ট থেকে চলন্ত গাড়িতে ওকে যে অল্প সময়ের জন্য দেখা যায়, তাতে চেনার সুযোগ খুব কমই রয়েছে।

গত দশটা দিন যে কী অবস্থায় কাটিয়েছে, তা একমাত্র রানাই জানে। এক বা দু'দিন অন্তর একটা পশু শিকার করেছে, একেবারে নিশ্চিত না হয়ে গুলি করেনি। খাওয়া-দাওয়াটাও খুব একটা সুখকর অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলমূল ছিল না জঙ্গলে, মাংসই একমাত্র খাদ্য। অবস্থান ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে আগুন জ্বালতে পারেনি. সব কাঁচা খেতে হয়েছে। তবে গাছগাছড়া দিয়ে

ক্ষতের পরিচর্যা করতে পেরেছে। সেইসঙ্গে মনে মনে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করেছে।

একা যে কিছু করতে পারবে না, তা ভাল করেই জানে রানা। কারও না কারও সাহায্য অবশ্যই নিতে হবে। কিন্তু যাবে কার কাছে? প্রায় নিশ্চিতভাবেই ধরে নেয়া যায়, ওর সব মিত্রদের পিছনে লোক লাগানো আছে। দেখা করতে গেলেই ধরা পড়ে যাবে। যেতে হবে এমন কারও কাছে, যার সম্পর্কে কেউ জানে না... যার পিছনে গোয়েন্দা লেগে নেই। অ্যামেরিকায় ওর এমন মানুষ খুব কমই আছে, তা ছাড়া স্বল্পপরিচিতদের কাছে গেলে ওকে যে ধরিয়ে দেয়া হবে না, তার নিশ্চয়তা কী?

ভাবতে ভাবতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলল ও, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায়, এমন বন্ধু কে আছে ওর? কয়েকজনের কথা মনে পড়ল, তবে তারা দেশের অন্যপ্রান্তে থাকে। অসুস্থ শরীরে এতদূর পাড়ি দেয়া সম্ভব নয়। নির্ঘাত ধরা পড়ে যাবে। এমন একজনকে দরকার, যার কাছে নিরাপদে পৌঁছুনো যাবে। ভাবতে ভাবতে সপ্তম দিনে হঠাৎ এমার কথা মনে পড়ল ওর। অ্যারিজোনায় থাকে মেয়েটা, ওর কাছে যেতে হলে দুটো স্টেট পাড়ি দিতে হবে। কিছুটা কঠিন হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় কথা, ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায়।

আট বছর আগে এমা হেসের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল রানার। অ্যারিজোনার প্রায় সভ্যতাবিবর্জিত একটা ছোট্ট সীমান্তশহরে বাস তার, স্থানীয় ক্লিনিকে নার্স হিসেবে কাজ করে। ছুটি কাটাতে ওখানে গিয়েছিল ও, ঘটনাক্রমে দুজনের পরিচয় হয়।

ফার্স্ট এইড নিতে ক্লিনিকে গিয়েছিল, এমন সময় অসুস্থ ছোট ভাই ডিলানকে নিয়ে সেখানে আসে মেয়েটা। ছোটবেলা থেকেই রক্তের একটা দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিল ডিলান, সেদিন হঠাৎ অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে। ছোট্ট ক্লিনিকের ডাক্তাররা কিছুই করতে পারছিলেন না. ছেলেটাকে বাঁচানোর

একমাত্র উপায় ছিল ফিনিক্সের বড় কোনও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু সড়কপথে যেতে অনেক সময় লাগবে, ততক্ষণ বেচারার টিকে থাকার সম্ভাবনা খুব কম। ভাইয়ের নিশ্চিত মৃত্যুর কথা ভেবে কাঁদছিল এমা, এমন সময় এগিয়ে আসে রানা। নিজের টাকায় স্থানীয় এয়ার ক্লাব থেকে একটা হেলিকপ্টার ভাড়া করে, ভাইবোনকে নিয়ে যায় ফিনিক্সে। হাসপাতালের সব বিলও ও-ই দেয়, সে-যাত্রায় বেঁচে যায় ডিলান।

এমাদের ব্যাপারে এরপর বিস্তারিত সব জানতে পারে ও। ছোটবেলায়ই পিতা-মাতাকে হারিয়েছে দু'ভাইবোন। নার্সের চাকরিতে এমা যা আয় করে, তাতে সংসারখরচের পর ভাইয়ের চিকিৎসাব্যয় মেটানো দুঃসাধ্য। শুনে মনে খুব কষ্ট পায় রানা। আরও জানতে পারে, পিতা-মাতার কাছ থেকে পাওয়া ওই একই রোগে সহনীয় পর্যায়ে ভুগছে এমাও। রেবেকা ফাউন্ডেশন থেকে ওদেরকে একটা বাড়ি কিনে দেয় রানা, মাসে মাসে ডিলানের জন্য কিছু টাকাও দিতে শুরু করে। এমা এসবের কিছুই নিতে চায়নি, অনেক বুঝিয়ে-শুনিয়ে তাকে রাজি করাতে হয়েছে। একটা শর্ত দিয়েছে মেয়েটা—কোনও একদিন এই উপকারের প্রতিদান চাইতে হবে রানাকে। সেটা আর হয়ে ওঠেনি। ছ'মাস পরেই মারা গেছে ডিলান, পরিবারটাকে বেশিদিন সাহায্য করার সুযোগ না দিয়ে। ভাই না থাকায় সাহায্যের চেক ফেরত দিয়েছে এমা রেবেকা ফাউন্ডেশনে, আর কোনও সাহায্য নিতে রাজি হয়নি।

এরপর থেকে বিভিন্ন কাজে রানা এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, বেচারির সঙ্গে যোগাযোগটা আর রক্ষা করা সম্ভব হয়নি এমা অবশ্য কয়েকবার ফোনে কথা বলেছে ওর সঙ্গে, প্রতিবারই রানা দেখা করার আশ্বাস দিয়েছে, কিন্তু কথা রাখতে পারেনি। ধীরে ধীরে এমাও যোগাযোগ ছেড়ে দিয়েছে, গত চার বছরে দুজনের মাঝে কোনও কথা হয়নি। তবে শেষবার পরিষ্কার

জানিয়ে দিয়েছিল মেয়েটা—রানার ঋণ কোনওদিন শোধ করতে পারবে না সে, ওকে নিজের অজান্তে ভালবেসে ফেলেছে, প্রতিদানে রানা ওকে ভালবাসুক বা না-ই বাসুক, বাকি জীবন ওরই জন্য অপেক্ষা করবে সে, রানার কিনে দেয়া বাড়িটাতেই, জীবনের শেষ দিনটা পর্যন্ত।

যে পেশায় আছে, তাতে কোনও মেয়েকে নিজের জীবনে জড়াবার কথা ভাবতেও পারে না রানা, তাই অনেকটা সচেতনভাবে এমার কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। তা ছাড়া ডিলানকে শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারেনি, দোষটা নিজের না হোক, তাও এক ধরনের গ্লানি কাজ করে ওর ভিতর। এ কারণে এমার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারেনি কখনও। এমা নিজে এখন কেমন আছে, জানে না রানা। চার বছর আগে শুনেছিল, রোগটা ছড়াচ্ছে ওর দেহে—কতদিন বাঁচবে তার ঠিক নেই।

আজ তারই কাছে সাহায্যের জন্য যাবে বলে ঠিক করেছে ও। জীবনের এই অংশটা সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত ভেবে এ-ব্যাপারে কাউকে কিছু জানায়নি ও, সে কারণেই শত্রুপক্ষ এমার বিষয়ে কিছু জানে বলে মনে হয় না। এ মুহূর্তে গোটা যুক্তরাষ্ট্রে এই মেয়েটাই ওর একমাত্র অবলম্বন।

লম্বা পথযাত্রার জন্য শক্তি সঞ্চয় আর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হবার জন্য দশদিন দেরি করেছে ও। পারলে আরও সময় নিত, কিন্তু পিস্তলের গুলি ফুরিয়ে আসায় শিকার করে খাবার সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। পায়ে হেঁটে ওয়েটল্যান্ড পাড়ি দিয়েছে ও, জঙ্গলের ধারের একটা ছোট্ট শহর থেকে প্রথম গাড়িটা চুরি করে রওনা দিয়েছে। লুইযিয়ানার সীমানা পেরুনোটাই সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, তারপর থেকে ধরা পড়ার সম্ভাবনা ধাপে ধাপে কমে এসেছে। টেক্সাস পেরুতে বারো ঘণ্টার মত লেগেছে, নিউ মেক্সিকো আরও কম। বাইশ ঘণ্টার মাথায় অ্যারিজোনার সীমান্ত অতিক্রম করেছে ও, পৌঁছেছে মরুভূমিতে।

দু'ঘণ্টা পর একটা ঢাল পেরিয়ে এল রানা, দূর থেকে মরুর মাঝে দাঁড়িয়ে ছোট্ট শহরটাকে দেখতে পেল... ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বেশ কিছু দালান, এখানে-সেখানে এলোমেলোভাবে বেড়ে ওঠা বিবর্ণ গাছপালা—সবকিছুকে ঝলসে দিচ্ছে রোদ। শহরে ঢোকার মুখে একটা সাইনবোর্ড রয়েছে, তাতে লেখা:

এসপেজো, অ্যারিজোনা

জনসংখ্যা-৭,৫৬৭

গাড়িটা শহরের বাইরে একটা পাহাড়ী খোঁড়লে লুকাল রানা, মুখটা ঢেকে দিল একটা ভারী পাথর গড়িয়ে। তারপর হেঁটে এসপেজোর ভিতরে ঢুকল ও। বাড়িঘরের আড়ালে আড়ালে হেঁটে পৌঁছাল আবাসিক এলাকায়। একটু পরেই ছোট্ট একতলা বাড়িটা দেখতে পেল, খুব একটা বদলায়নি ওটা। কয়েক বছরে বাইরের রং একটু মলিন হয়েছে, আর শেষবার যখন দেখেছিল তখন লনে এত সুন্দর ফুলের বাগান ছিল না।

মেলবক্সে সাদা হরফে নাম লেখা: এমা হেস, রেজিস্টার্ড নার্স। বাইরে থেকে পুরো বাড়িটাই বেশ ছিমছাম আর পরিপাটি দেখাচ্ছে। এমা কি আছে বাসায়? দরজার কড়া না নেড়ে সেটা জানার উপায় নেই।

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধায় ভুগল রানা। উপকারের বিনিময়ে প্রতিদান চাওয়া ওর স্বভাব নয়, তা ছাড়া এবারের বিষয়টা যথেষ্ট জটিল। সাহায্য চাইতে গিয়ে হয়তো এমাকে বিপদের মাঝে টেনে আনা হবে। কিন্তু আর কোনও উপায়ও নেই। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলল ও, যদি তেমন কোনও পরিস্থিতি দেখা দেয়, মেয়েটাকেই আগে বাঁচাবে বলে ঠিক করল। নিজের কপালে যা খুশি ঘটুক।

সদর দরজায় দাঁড়িয়ে নক করল রানা। সাড়া পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই খুলে গেল দরজা। চোখের সামনে এমাকে দেখতে পেল ও। অপরূপ সুন্দরী সে, গত

কয়েক বছরে রূপ আরও বেড়েছে বলে মনে হলো। সাদামাঠা একটা ঘরোয়া পোশাক পরে আছে মেয়েটা, মুখেও কোনও সাজ নেই, তারপরও তাকে অপ্সরার মত লাগছে। রানাকে দেখে প্রথমে চিনতে পারল না মেয়েটা, তারপর চোখ ও হাসি দেখে চমকে উঠল সে। কোনমতে বলল, 'রানা! তুমি!!'

কিছু বলতে পারল না রানা, ক্লান্তিতে টলে উঠল। তাড়াতাড়ি ওকে ধরে ফেলল এমা, নিজের শরীরে ভর দিতে দিল, তারপর নিয়ে এল বেডরুমে। সাবধানে ওকে বিছানায় বসাল সে।

'এ কী অবস্থা তোমার!' বলল এমা।

'গুলি খেয়েছি, গোটা আমেরিকা আমার পিছনে লেগে গেছে... এরচেয়ে ভাল আর থাকতে দিচ্ছে কই?' ম্লান হাসল রানা।

'কথা বোলো না, বিশ্রাম নাও।'

'না, বলতে দাও। আমি এসবের কিছুই করিনি, আমাকে ফাঁসানো হয়েছে...'

'আমি জানি তুমি করোনি,' বাধা দিয়ে বলে উঠল এমা। 'কথা পরে হবে। শুয়ে পড়ো তুমি।' জোর করে রানাকে শুইয়ে দিল সে।

বিছানায় পিঠ লাগতেই যা দেরি, গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল ও।

ঘুমের মধ্যে অল্ডেন আর রাইসকে দেখতে পেল রানা। গত কিছুদিনে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা, আর সবশেষে ওকে লক্ষ্য করে বিস্ফোরিত হওয়া রাইসের পিস্তল... সবকিছু বারবার অবচেতন মন ছবির মত দেখিয়ে চলল ওকে। স্বপ্নের মধ্যে প্রচণ্ড ক্রোধে চিৎকার করে উঠতে চাইল, কিন্তু এই অলীক জগতেও কঠোর বাস্তবতার মত শত্রুরা ওর নাগালের বাইরে রয়ে গেল। হতাশা আর প্রতিহিংসার আগুন ওকে নিয়ে খেলা করতে লাগল।

স্বপ্নজগতের এই নিষ্ঠুরতার হাত থেকে বাঁচার জন্যই যেন অবশেষে ঘুম থেকে জাগল রানা। চোখ খুলে কয়েক মুহূর্তের জন্য খেই হারিয়ে ফেলল, কোথায় আছে ঠাহর করতে পারছে না। আস্তে আস্তে মনে পড়ে গেল সব।

শরীরে কেমন একটা আড়ষ্ট ভাব, কম্বল সরিয়ে নিজেকে অর্ধনগ্ন আবিষ্কার করল ও, পরনে শুধু জাঙ্গিয়াটা আছে। আরও কিছু ব্যাপার লক্ষ করল—সারা শরীর স্পঞ্জ করা হয়েছে ওর, নিপুণহাতে ক্ষতগুলো পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজও বাঁধা হয়েছে, বামহাতটা ঝুলছে স্লিঙে। বোঝা গেল নার্স হিসেবে সত্যিই খুব দক্ষ এমা। চারপাশটা ভাল করে দেখার সুযোগ মিলল এবার, রুমটা খুব একটা বড় নয়, দেয়ালটা হালকা গোলাপি, দরজা-জানালায় ম্যাচিং কালারের পর্দা ঝুলছে। ছোট একটা ওয়ার্ডরোব রয়েছে ঘরে, বিছানার পাশে টিপয়ের উপর ফুলদানিতে তাজা ফুল। রুমটা যে এমার, বুঝতে পারছে।

জানালার আলো দেখে মনে হচ্ছে, সকাল হয়েছে বেশিক্ষণ হয়নি। কিচেন থেকে খাবারের গন্ধ ভেসে আসছে, নিশ্চয়ই ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে এমা। খিদেয় পেটটা মোচড় দিয়ে উঠল, মনে হচ্ছে যেন যুগ-যুগান্তর ধরে অভুক্ত আছে। কম্বলটা কোমরে পেঁচিয়ে বিছানা থেকে নামল রানা, সোজা গিয়ে হাজির হলো কিচেনে।

'আরে আরে, তুমি উঠে এলে কেন?' ওকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল এমা। 'ডাক দিলে আমিই যেতাম।'

'খুব খিদে পেয়েছে,' একটা চেয়ার টেনে ডাইনিং টেবিলে বসল রানা। 'ডাকাডাকি করতে ইচ্ছে হলো না।'

'খিদে পাবারই কথা, এখানে আসার পর থেকে তো কিছুই খাওনি।'

'কতক্ষণ ঘুমিয়েছি?'

'আজ তৃতীয়দিন চলছে।'

'বলো কী?' চমকে উঠল রানা।

'শুধু কি ঘুম? প্রলাপও বকছিলে... অল্ডেন আর রাইস কে?'

'আছে দুজন। বোকা পেয়ে আমাকে ফাঁসিয়েছে। যে যাই বলুক, আমি প্রেসিডেন্টকে খুন করিনি।'

'প্রেসিডেন্ট!' এমা ভুরু কোঁচকাল। 'তুমি জানো না কিছু?'

'কী জানব? গত দশদিন ধরে ওয়েটল্যান্ডের জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলাম।'

'প্রেসিডেন্টের তো কিছুই হয়নি। গুলিতে এক ধর্মযাজক মারা গেছেন।'

'আর্চবিশপ ভ্যালেরিয়াস!' এবার রানার অবাক হবার পালা। র‍্যামডাইন এত বড় ভুল করেছে? প্রেসিডেন্টকে মারার বদলে আর্চবিশপকে মেরে ফেলেছে? হতেই পারে না।

'সবাই বলছে তোমার গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে,' এমা বলল।

'আমার কখনও মিস হয় না,' রানা সংক্ষেপে বলল। 'তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ?'

এমা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'পত্রিকায় তোমাকে অস্ত্রধারী এক সাইকোপ্যাথ আখ্যা দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমি জানি, তা সত্যি নয়। যে লোক দুজন সম্পূর্ণ অচেনা অসহায় মানুষকে সাহায্যের জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে এগিয়ে আসতে পারে, সে আর যাই করুক, অকারণে মানুষ খুন করতে পারে না। তোমার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে, রানা। ভাবছিলাম কোনও একদিন নিশ্চয়ই তুমি আমাকে খুলে বলবে পুরো ব্যাপারটা, তবে এত তাড়াতাড়ি সুযোগটা এসে যাবে ভাবিনি।'

'আমাকে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হয়েছে, আপাতত এটুকুই বলতে পারি। যত কম জানো, ততই মঙ্গল। এমনিতেও আমাকে আশ্রয় দিয়ে অনেক বড় বিপদ ঘাড়ে টেনে নিয়েছ।'

'তুমি জানো, তোমার জন্য কিছু করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব আমি।'

'বিপদের ভয় করো না?'

মাথা নাড়ল এমা।

'তুমি তো জানোই, রানা। যে-রোগে ডিলান মারা গেছে, ওই একই রোগ ছিল আমারও। ইদানীং সেটা বেড়েছে অনেক। আমার কীসের ভয়? আমি তো এমনিতেই যাচ্ছি!'

রান্না শেষ হয়েছে, বাটিতে করে গরম স্টু আর পাউরুটি পরিবেশন করল এমা। বলল, 'অনেকের ধারণা তুমি বেঁচে নেই। তবে লাশ না পাওয়া পর্যন্ত এফবিআই সেটা বিশ্বাস করছে না। অবশ্য আমারও মন বলছিল, তোমার কিছু হয়নি।'

'বাইরের পরিস্থিতি কী, বলতে পারো?' খেতে খেতে জানতে চাইল রানা। 'আমার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পেয়েছে ওরা?'

'পেপারে তো লিখেছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট, অস্ত্র... কী কী যেন পাওয়া গেছে। তোমার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে পুরো পরিকল্পনার ডকুমেন্টও উদ্ধার করা হয়েছে। তা ছাড়া প্রত্যক্ষদর্শী তো আছেই। তোমাকে ধরে দেয়ার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে—দুই কোটি ডলার!'

শিস দিয়ে উঠল রানা। বলল, 'বাপরে! এত টাকা! আমারই তো লোভ হচ্ছে, সোজা গিয়ে ধরা দিই। তোমার হচ্ছে না?'

'টাকার চেয়েও দামি জিনিস পেয়ে গেছি আমি,' জবাব দিল এমা। 'তোমাকে।'

হাসল রানা। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বলল, 'তোমার ডিউটি কখন?'

'শরীর খারাপের কথা বলে ছুটি নিয়েছি। যে অবস্থা তোমার, দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা সেবাযত্নের মধ্যে থাকতে হবে। ডিউটি করলে তোমাকে দেখবে কে?'

'অবস্থা কি খুব বেশি খারাপ?'

'ইন্টারনাল ইনজুরি তেমন মারাত্মক নয়, তবে রক্ত ঝরেছে অনেক। ক্ষতের মধ্যে একটা ফয়েল পেয়েছি, তুমি ঢুকিয়েছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'খুব ভাল করেছ। ব্লিডিং থামানোর পাশাপাশি জীবাণুও ঢুকতে দেয়নি। তবে ইনফেকশনের ভয় একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছি না। বেশ কয়েকটা ইনজেকশন দিয়েছি সেজন্যে।'

'সুস্থ হব কবে নাগাদ?'

'রক্তশূন্যতা পূরণ হতে সময় লাগবে, তবে ইনফেকশন দেখা না দিলে সপ্তাদুয়েকের মধ্যেই ক্ষত শুকিয়ে যাবে আশা করি।'

'এই সময়টুকু তোমার এখানে থাকলে কি খুব বেশি অসুবিধে হবে? আমার আসলে যাবার কোনও জায়গা নেই।'

'এভাবে বলছ কেন, রানা? এটা তো তোমারই বাড়ি।'

'না... মানে তোমাকে বিপদে ফেলতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু কোনও উপায়ও তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'তোমার সহানুভূতির কাছে বিক্রি হয়ে গেছি আমি, রানা। যেটা কোথাও কখনও পাইনি, তা-ই পেয়েছি আমি তোমার কাছে। ঋণ শোধ করতে গিয়ে নাহয় পড়লামই বিপদে,' এমা হাসল। 'তা ছাড়া দুঃসময়ে যদি পাশে না থাকি, তা হলে আমি আবার বন্ধু কীসের?'

'কী বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাব...

'ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই, এটাকে আমি নিজের কর্তব্য মনে করি। সে যাক, সুস্থ হবার পর কী করবে? দেশ থেকে পালাবে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'মিথ্যে অপবাদ নিয়ে পালিয়ে বেড়ানোর প্রশ্নই ওঠে না। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে আমাকে।'

'সেটা কীভাবে সম্ভব?'

'সম্ভব। আমাকে শুধু কয়েকজন লোকের খোঁজ পেতে হবে,' রানার মুখে ক্রূর হাসি ফুটল। 'অল্ডেন, রাইস আর বাকি যারা জড়িত... ওদের ভবিষ্যৎটা খুব খারাপই কাটবে বলে মনে হয়।'

একুশ

সদ্য প্রমোশন পাওয়া ডিটেকটিভ সার্জেন্ট জোশুয়া ব্র্যাডফোর্ডের মনে বেজায় ফুর্তি, প্রেসিডেন্টের উপর হামলার ঘটনায় সাহসিকতার জন্য তাকে এই পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে সেই আনন্দ উদযাপনের জন্য ম্যাকলিন স্ট্রিটের একটা স্ট্রিপ ক্লাবে আছে সে, একই সঙ্গে মদ আর আফিমের নেশায় বুঁদ। যেন আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে, খুশিতে আত্মহারা।

'কী হে রাইস, তোমার গ্লাস খালি কেন? নাও, নাও, যত খুশি নাও। বিল তো আমি দিচ্ছি।'

মেজর জাসটিন রাইস গাল দিয়ে উঠল, তবে নেশাগ্রস্ত ব্র্যাডফোর্ড তা শুনতে পেল না। রাইসের মেজাজ খুবই খারাপ। চমৎকারভাবে প্ল্যান করা একটা অপারেশন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ পর্যন্ত ঠিকমত সম্পন্ন হয়েছে, শুধু তারটুকু বাদে। ডাক্তাররা রানার বেঁচে যাওয়াকে যতই 'মেডিক্যাল মার্ভেল' বলে আখ্যা দিক না কেন, আসল বাস্তবতা তো এটাই—শিকার তার হাত ফসকে পালিয়ে গেছে। কর্নেল অল্ডেন গালাগালি করে রাইসের চোদ্দো পুরুষ উদ্ধার করেছে, এমন ব্যর্থতার কোনও ক্ষমা হয় না। আউটফিটের বাকি সবার চোখে তামাশার একটা পাত্রে পরিণত হয়েছে সে। সেই ঘটনার পর থেকে মুখ লুকিয়ে চলতে হচ্ছে, অপমানের আরও চূড়ান্ত করা হয়েছে নিউ অর্লিয়েন্সে এবারের মিশনটার জন্য পাঠিয়ে, অধস্তন যে কেউই কাজটা

করতে পারত। তা ছাড়া আসতে হয়েছে একা, বডিগার্ড ল্যান্সকে রেখে দিয়েছে অল্ডেন, শাস্তি হিসেবে।

'কী হে, কথা বলছ না যে?'

ব্র্যাডফোর্ডের ডাকে সংবিত ফিরে পেল রাইস। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'আমি আর নেব না। তুমি খাও।'

তুমুল করতালি থামতেই শুরু হয়েছে গান। সামনের মঞ্চে নতুন একটা মেয়েকে উদয় হতে দেখল রাইস। শুধু ব্রা আর প্যান্টি পরে আছে মেয়েটা, কিছুক্ষণ পর তা-ও থাকবে না। নাচ শুরু হলো। নর্তকীর দেহবল্লরী অসাধারণ, গুরুনিতম্বের কাঁপুনি দর্শকদের বুকের রক্ত ছলকে ওঠাচ্ছে। আর বিশাল আকারের বুকদু'টো যে-কোনও তরুণের আরাধ্য।

'ওর নাম ডমিনিক,' কানে কানে বলল ব্র্যাডফোর্ড। 'কেমন বুঝছ?'

'ভাল,' সংক্ষেপে বলল রাইস।

'শুধু ভাল বলছ? অপূর্ব, বুঝলে? অপূর্ব! ওর নাচ দেখার জন্যই সবসময় আসি এখানে। প্রায়ই ভাবি, একরাতের জন্য ভাড়া করে নিয়ে যাব। কিন্তু সাহসে কুলায় না, হাজার হোক পুলিশে চাকরি করি তো! তবে আজ ভাবছি অফার দিয়েই ফেলব, যা থাকে কপালে।'

ওয়েট্রেস এসে ব্র্যাডফোর্ডের সামনে নতুন এক গ্লাস শ্যাম্পেন রাখল। বলল, 'জোশুয়া, ডিয়ার, কোনায় বসা ভদ্রলোক এটা পাঠালেন—অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্টের জীবনরক্ষাকারী পুলিশ অফিসারের জন্য।'

জোরে হেসে উঠল ডিটেকটিভ সার্জেন্ট। গ্লাস তুলে মাথা নুইয়ে শুভানুধ্যায়ীকে কৃতজ্ঞতা জানাল। তারপর আবার মন দিল ডমিনিকের নাচ দেখে শিস দেয়ার কাজে।

'তুমি তো দেখছি বিখ্যাত হয়ে গেছ!' রাইস বলল।

'টেলিভিশনের কল্যাণে,' শ্যাম্পেনে চুমুক দিল ব্র্যাডফোর্ড।

'ফলাও করে আমার কীর্তি প্রচার করেছে ওরা। কানাঘুষো শুনছি, এ বছরের সেরা পুলিশ অফিসারের পুরস্কারটাও বোধহয় আমিই পাচ্ছি। প্রেসিডেন্ট আমার নামে এখন কোনও রাস্তাঘাট নামকরণ করে কি না দেখো। আপাতত অপেক্ষা করছি হোয়াইট হাউসে দাওয়াত পাবার জন্যে। সেটা নিশ্চয়ই অন্যায় আবদার নয়?'

'তা তো নয়ই। হাজার হোক, সবাই জানে যে তুমি না থাকলে প্রেসিডেন্টকে মেরেই ফেলত মাসুদ রানা... বাস্তবতা যা-ই হোক না কেন।'

'কীসের বাস্তবতা?' খ্যাপাটে গলায় বলল ব্র্যাডফোর্ড, নেশায় স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গেছে সে। 'আমিই গুলি করেছি রানাকে। বিল্ডিঙের জানালায় মুভমেন্ট দেখে সবার আগে ছুটে গেছি, থামিয়েছি পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর স্নাইপারকে। দ্যাটস দ্য ট্রুথ, মাই বয়! বুঝেছ?'

'থ্রিলিং একটা গল্প, সিনেমা-টিনেমা না বানিয়ে বসে কেউ!'

'সেদিক থেকেও আমি এগিয়ে আছি, দোস্ত। এক প্রযোজকের কাছে আমার গল্পের মুভি রাইট বিক্রি করে দিয়েছি। অন্য কেউ বানাতে গেলে মামলা ঠুকে দেব।'

'এত প্রচারণা কি ঠিক হচ্ছে?' রাইসের গলায় সন্দেহ। 'বেশি কথা বললে গোমর ফাঁস হয়ে যেতে পারে।'

নেশার ঘোরে বেফাঁস জবাব দিয়ে বসল ব্র্যাডফোর্ড। 'গোমর ফাঁস হলে তো আরও বেশি টাকা পাব।'

গম্ভীর গলায় রাইস বলল, 'যথেষ্ট টাকা দেয়া হয়েছে তোমাকে এরইমধ্যে।'

'তুমি জানো না, রাইস, টাকা আর মেয়েমানুষের বেলায় যথেষ্ট বলে কোনও কথা নেই? যত পাওয়া যায়, ততই বেশি পাওয়ার ইচ্ছে হয়।'

'বুঝেছি,' মাথা ঝাঁকাল রাইস, উঠে দাঁড়াল। 'থাকো তুমি। আমার কাজ আছে, পরে দেখা হবে।'

কথাটা ব্র্যাডফোর্ডের কানে গেল কি না বোঝা গেল না। সে ডমিনিকের নাচ দেখা নিয়ে ব্যস্ত, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। ক্লাব থেকে বেরিয়ে এল রাইস। পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে ডায়াল করল।

'হ্যালো,' ওপাশে অল্ডেনের গলা।

'রাইস বলছি।'

'খবর বলো।'

'রিপোর্ট ভুল নয়। ব্র্যাডফোর্ড লোভী হয়ে উঠছে। কখন যে নেশার ঘোরে সব ফাঁস করে দেবে, বলা যায় না।'

'ঠিক আছে, প্ল্যান মোতাবেক কাজ করো।'

'ওকে, সার।'

আবার ভিতরে ঢুকল রাইস। কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলল, কিছু টাকাও হাতবদল হলো।

এর এক ঘণ্টা পর ক্লাবের ম্যানেজার ব্র্যাডফোর্ডকে এসে বলল, 'ডমিনিকের সঙ্গে কথা বলেছি, মি. ব্র্যাডফোর্ড। আপনার মত বিখ্যাত লোককে খুশি করতে আপত্তি নেই তার। তবে ওর নিগ্রো বয়ফ্রেন্ডটাই যা সমস্যা, টের পেলে খুনোখুনি হয়ে যেতে পারে।'

'তা হলে কি আমাকে আশা ছেড়ে দিতে হবে?' ব্র্যাডফোর্ডের গলায় হতাশা।

'মোটেই না। রাতের শিফটে ফায়ার সার্ভিসে কাজ করে নিগ্রোটা, বেরিয়ে যায় সাড়ে এগারোটায়। আপনি যদি বারোটার দিকে যান, তা হলে কাজ হবে। এই নিন ঠিকানা।'

এক টুকরো কাগজ দিল ম্যানেজার। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে উঠল ব্র্যাডফোর্ড, সোয়া এগারোটা বাজে। তা হলে তো এখনই রওনা দিতে হয়।

বারোটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে নির্ধারিত ঠিকানায় উপস্থিত হলো ব্র্যাডফোর্ড। নির্জন একটা দোতলা বাড়ি, দেখে

পরিত্যক্ত মনে হচ্ছে। মেয়েটা এখানেই থাকে? মনে সন্দেহ উঁকি দিল তার, পরক্ষণেই বাতিল করে দিল চিন্তাটা। ভুয়া ঠিকানা দিয়ে ওকে বোকা বানাবার সাহস ক্লাব ম্যানেজারের হবে না। দোতলায় উঠে দরজায় টোকা দিল সে।

কয়েক সেকেন্ড পর খুলে গেল পাল্লা। ডমিনিক নয়, উদ্যত পিস্তল দেখে চমকে গেল ব্র্যাডফোর্ড। মুখোশপরা অস্ত্রধারী বলল, 'চিৎকার করার চেষ্টা কোরো না, ভিতরে ঢোকো।'

নীরবে আদেশ পালন করল ব্র্যাডফোর্ড। ভিতরে ঢুকে দেখল, অস্ত্র হাতে আরও দুজন মুখোশধারী দাঁড়িয়ে আছে, তাদের সামনে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে ডমিনিক। নেশা কেটে গেল তার। কড়া গলায় বলল, 'কত বড় ভুল করছ, কোনও আইডিয়া নেই তোমাদের। জানো, আমি কে?'

সকৌতুকে প্রথম লোকটা বলল, 'আমরা শুধু এটুকু জানি যে, মি. হিরো অভ নিউ অর্লিয়েন্সের দিন শেষ হয়ে এসেছে। নাকি ভুল বললাম?'

কপালে ঘাম ফুটল ব্র্যাডফোর্ডের, কী করতে যাচ্ছে এরা?

এর পনেরো মিনিট পর রাস্তায় দাঁড়িয়ে পর পর দুটো গুলির শব্দ শুনল রাইস। তারও পনেরো মিনিট পর তিন মুখোশধারী তার কাছে এসে রিপোর্ট করল, 'কাজ শেষ।'

'ভেরি গুড,' রাইস বলল। 'আর নিগ্রো বয়ফ্রেন্ড?'

'তার ব্যবস্থা আরও আগেই নেয়া হয়েছে। লাশটা আর কোনওদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'পারফেক্ট! তোমরা তা হলে কেটে পড়ো এখুনি।'

রাতের আঁধারে মিলিয়ে গেল আততায়ীরা।

পরদিন সকালের কাগজে ডিটেকটিভ সার্জেন্ট জোশুয়া ব্র্যাডফোর্ডের মৃত্যুর খবর ছাপা হলো। জানা গেল, একটা পুরনো অ্যাপার্টমেন্টে উলঙ্গ অবস্থায় এক নর্তকীর পাশে পাওয়া গেছে তাকে, দুজনকেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। নর্তকীর

নিগ্রো বয়ফ্রেন্ড নিখোঁজ রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, মেয়েটার সঙ্গে ব্র্যাডফোর্ডের সম্পর্ক হাতেনাতে ধরে ফেলে যুবক। রাগের মাথায় দুজনকেই গুলি করে ফেরার হয়ে গেছে সে। কয়েকদিন আগে যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল, এবার তারই বিরুদ্ধে চলে গেল পত্রিকাগুলো। একজন নর্তকী, তার উপর অন্যের গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার জন্য ব্র্যাডফোর্ডের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল সবাই। মৃতদেহের ময়নাতদন্তে ডিটেকটিভের শরীরে ড্রাগ পাওয়া যাওয়ায় মাদকাসক্ত হিসেবে বদনামটা আরও জোরালো হলো। ব্র্যাডফোর্ডের পরিণামকে 'পোয়েটিক জাস্টিস' বলে আখ্যা দিল এক পত্রিকা।

নিউ অর্লিয়েন্সের হিরোর মৃত্যুটা হলো সীমাহীন দুর্নাম আর অসম্মান নিয়ে।

বিসিআই হেডকোয়ার্টার, ঢাকা।

ব্যস্তভাবে একটা ফাইল ঘাঁটছে চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদ, হঠাৎ ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল টেবিলে রাখা ফোনটা। অন্যমনস্কভাবে রিসিভারটা তুলে কানে ঠেকাল ও। 'হ্যালো?'

'সোহেল?... আমি বলছি।' ওপাশে রানার ক্লান্ত কণ্ঠস্বর।

'মাই গড!' তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সোহেল। 'রা... কোত্থেকে... তুই ঠিক আছিস তো?'

'কেমন আছি আবার জানতে চাইছিস? কাছে পেয়ে নিই খালি! পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে দুটো গুলি করে বুঝিয়ে দেব, ফাজিল কোথাকার।'

হেসে উঠল সোহেল। নাহ্, রানা এখনও সেই আগের মানুষটাই আছে যখন, তার মানে কিচ্ছু হয়নি ওর। 'তোর যে কই মাছের প্রাণ, তা কে না জানে? বুড়োকে বলেছিও সেই কথা, তারপরেও দুশ্চিন্তায় খাওয়া-ঘুম হারাম হয়ে গেছে ওঁর। গিলটি

মিয়া, লরেলি আর নুমা থেকে তোর বন্ধু ববি মুরল্যান্ড তো ফোন করে পাগল করে দিচ্ছে—আইন ভেঙে হলেও কিছু করতে চায় তারা। আমরাই ঠেকিয়ে রেখেছি সবাইকে।'

'কেন?'

'পরিস্থিতি বড্ড নাজুক রে! কেউ সাহায্য করতে গেলে উল্টো নিজে বিপদে পড়ে যাবে, তোরও বিপদ বাড়াবে। তবে বস আর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন প্রায় রোজই টেলিফোনে কথা বলছেন, তলে তলে কোনও ফন্দি আঁটছেন বোধহয়। আমি বিস্তারিত জানি না। আসলে ঘটেছেটা কী, বল্ তো?'

'বলতে সময় লাগবে, ততক্ষণে এই ফোনটা ট্রেস হয়ে যাবে। তাই বেশিকিছু বলতে চাই না। শুধু এটুকু জেনে রাখ, কাজটা সিআইএ নিজে করেছে। আমাকে দিয়েছে ফাঁসিয়ে।'

'সে তো আমরাও বুঝতে পারছি। কিন্তু চারপাশ থেকে বড্ড চাপের মধ্যে আছি সবাই, সরকারের কেউ কথা শুনতে চাইছে না। বিসিআই-কে সরাসরি নিষেধ করে দেয়া হয়েছে ব্যাপারটায় যেন নাক গলাতে না যায়।'

'হুঁ, তাহলে যা করার আমিই করি। র‍্যামডাইনকে এত সহজে পার পেতে দেয়া যায় না।'

'গতকাল বসের সঙ্গে ইনফর্মালি কথা হয়েছে আমার। বলেছেন তোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলে যেন এই পরামর্শই দিই। ডোন্ট ওয়ারি, দোস্ত। এগিয়ে যা তুই, যদি আরও কোনও ঝামেলায় পড়িস, আমরা তো আছিই। তুই বেঁচে আছিস জানার পর বস আর কারও নিষেধ শুনবেন বলে মনে হয় না।'

'ঠিক আছে। রাখি তা হলে।'

'আচ্ছা, সাবধানে থাকিস।'

লাইন কেটে গেল। ফোন রেখে ইন্টারকমের রিসিভার তুলে নিল সোহেল, চিফকে রানার খবরটা জানাতে হবে।

*

একগাদা পত্রিকা আর ম্যাগাজিন কিনে এনেছে এমা, ঘরেও কিছু ছিল আগে থেকে... সব নিয়ে বসেছে রানা। নিউ অর্লিয়েন্সে শুটিং সংক্রান্ত খবর ছাপা হয়েছে এগুলোতে, সেই সঙ্গে ওর উপর বিশেষ প্রতিবেদন রয়েছে। গত কিছুদিনে কী কী ঘটেছে, কী ধরনের প্রমাণ পাওয়া গেছে, ওকে ধরার জন্য কোন্ কোন্ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে... সবই জানতে হবে রানাকে। কিন্তু কাজটা সহজ নয়। খবর প্রকাশের স্বাধীনতা থাকায় বাড়িয়ে প্রচার করা মার্কিন সাংবাদিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার বলে মনে করে, খবর রগরগে করে তুলতে মনগড়া বানোয়াট অনেককিছুই জুড়ে দেয় তারা। গাঁজাখুরির এই সমুদ্র ঘেঁটে মূল সত্যটুকু বের করা বড় কঠিন। সেটাই করতে হচ্ছে ওকে।

প্রথমদিককার নিউজগুলোই সবচেয়ে বেশি ভুলে ভরা। তথ্য খুব কম ছিল রিপোর্টারদের কাছে, কাজেই কল্পনার আশ্রয় নিয়েছে যার যেমন খুশি। তবে যত দিন গেছে, নিরেট তথ্যের পরিমাণ বেড়েছে। মোটামুটি সত্য ঘটনাগুলো বর্ণনা করেছে পত্রিকাগুলো। তবে যেখানেই কোনওরকম বিশ্লেষণের সুযোগ এসেছে, সেখানেই নেতিবাচক মোড় নিয়েছে তারা। রানার প্রতিটা কাজের একটা খারাপ দিক খুঁজে বের করেছে।

রিপোর্টারদের অধ্যবসায়ের প্রশংসা করতে হয়। মাসুদ রানা সম্পর্কে সবকিছু জানা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। ও একজন স্পাই। ব্যক্তিগত ব্যাপার-স্যাপার, বিভিন্ন মিশনের বিবরণ ইত্যাদি গোপন থাকবে চিরদিন। তবে এ ছাড়া যতটুকু জানা সম্ভব, সাংবাদিকরা তার সবই বের করে ফেলেছে। জ্বলজ্বলে অক্ষরে তা মেলে ধরা হয়েছে সারা পৃথিবীর সামনে, ওকে একজন খলনায়কে পরিণত করা হয়েছে।

একটা পত্রিকায় রানাকে হাত গলে পালাতে দেয়া এফবিআই এজেন্টের ছবি ছাপা হয়েছে। ক্যাপশন পড়ে এরিক স্টার্নের নাম

জানতে পারল ও। বেচারাকে পত্রিকাগুলো তুলোধুনো করে ছেড়েছে, কোথাও কোথাও রানার দোসর বলেও আখ্যা দেয়া হয়েছে।

এফবিআইয়ের এজেন্টের নামটা খুব পরিচিত লাগছে রানার কাছে, কোথায় যেন শুনেছে। একটু ভাবতেই মনে পড়ে গেল মেরিল্যান্ডের সেই সিমিউলেশনটার কথা। এরিক স্টার্নই ছিল টুলসার সেই ব্যর্থ স্নাইপার, যার গুলি মারত্মকভাবে জখম করেছিল একটি মেয়েকে। ছবির দিকে তাকিয়ে বেচারার জন্য মায়া হলো ওর, লোকটা নিশ্চয়ই ভীষণ বিপদের মধ্যে আছে। একজন ফেডারেল অফিসারের ক্ষেত্রে হাই-প্রোফাইল একজন অপরাধীর পলায়ন তার ক্যারিয়ার ধ্বংস করে দিতে যথেষ্ট। এজেন্ট স্টার্নকে প্রথমে শত্রুপক্ষের লোক মনে হলেও এখন আর তা মনে হচ্ছে না। যদি তাই হত, তা হলে বিল্ডিঙের নীচে রানাকে দেখামাত্র গুলি করত, অ্যারেস্টের চেষ্টা করত না; গাড়িতেও চাবি রেখে আসত না।

র‍্যামডাইন সম্পর্কে কোথাও কিছু লেখা নেই, অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। শত্রু হলেও এই লোকগুলোর বুদ্ধি দেখে রানা অবাক হচ্ছে। একজন মানুষের দুর্বলতা খুঁজে বের করায় ওদের জুড়ি নেই। কী টোপ দিলে রানার মত অভিজ্ঞ এজেন্টও ওদের ফাঁদে চোখকান বন্ধ করে পা দেবে, তা ওরা ঠিকই বের করে ফেলেছে।

পিওতর ভসকভ।

এ মুহূর্তে শুধুই একটা নাম। র‍্যামডাইন তার খোঁজ পেয়েছিল বলে আর বিশ্বাস করে না ও। শিকারকে তাদের প্ল্যানমাফিক কাজে রাজি করানোর জন্যই শুধু নামটা উচ্চারণ করা হয়েছে। আসল ভসকভ রয়ে গেছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। তার সঙ্গে কোনও একদিন বোঝাপড়া হবে রানার, তবে তা আজ বা খুব শীঘ্রি নয়। আগে র‍্যামডাইন আর ষড়যন্ত্রকারীদের শায়েস্তা করতে হবে,

তারপর অন্য কাজ।

সবার আগে জানতে হবে, এত বড় যড়যন্ত্রটা কেন পাতা হলো। এর পিছনে মূল উদ্দেশ্যটা কী, ভেবে কূল পাচ্ছে না ও। সাংবাদিকদের কলমে নিজের অজান্তে হয়তো বা কোনও তথ্য চলে আসতে পারে, এই আশায় বার বার পত্রিকাগুলো পড়তে থাকল রানা। কিন্তু জবাব পাবার বদলে মনের মধ্যে বেড়েই চলল প্রশ্নের সংখ্যা।

পায়ের শব্দে মনোযোগ টুটে গেল। এমা এসে ঢুকেছে ঘরে, হাতের ট্রেতে একগাদা জিনিস, ব্যান্ডেজ বদলানোর সময় হয়েছে।

জানালা দিয়ে শেষ বিকেলের আলো এসে ঢুকেছে ঘরে, চারপাশ কমলাভ একটা রঙে রাঙিয়ে তুলেছে। সেই রঙে এমার সুন্দর মুখাবয়ব যেন স্বর্গীয় স্পর্শ পেয়েছে। ট্রে-হাতে দাঁড়িয়ে থাকা নারীমূর্তিটাকে আর পৃথিবীর কোনও নশ্বর জীব মনে হচ্ছে না। লাগছে অপ্সরার মত, শুধু পিঠের পিছনে ডানা নেই, এই যা।

'ওভাবে কী দেখছ?' টিপয়ের ওপর ট্রে নামিয়ে রেখে প্রশ্ন করল এমা।

'তোমাকে।'

'আমাকে আবার দেখার কী আছে?'

'কী আছে তা তুমি বুঝবে না।'

'দরকার নেই, বাবা। আগে তোমাকে বুঝে নিই। শরীর তো না, যেন টার্গেট প্র্যাকটিসের ডামি বানিয়েছ। এবারেরগুলো বাদই দিলাম, পুরনো কতগুলো গুলির দাগ আছে তোমার শরীরে, জানো?'

'জানব না কেন,' রানা হাসল। 'শরীরটা তো আমারই, তাই না?'

'কীভাবে যে বেঁচে আছ, ভাবতেই পারি না.' এমার গলায়

কপট রাগ। 'এতবার গুলি খাবার পরও মানুষের শিক্ষা হয় না? স্পাইগিরি ছেড়ে ঘরসংসার শুরু করো না কেন?'

'আমাকে বিয়ে করবে কে?'

পুরনো ব্যান্ডেজ খুলতে শুরু করেছে এমা। নিচু গলায় বলল, 'শুধু বলে দেখো, মেয়ের অভাব হবে না।'

খপ করে ওর হাত চেপে ধরল রানা। 'নিজের কথা ভাবছ?'

'ভাবলামই বা!'

'তা হয় না, এমা। আমার যে জীবন, তাতে তোমাকে বা অন্য কোনও মেয়েকে জড়াবার কথা ভাবতেও পারি না আমি।'

'জড়িয়ে তো ফেলেইছ।'

'সেটা শুধু অল্প সময়ের জন্য। তা ছাড়া আমার ভাগ্যে যা-ই ঘটুক, অন্তত তুমি যেন আমার কারণে বাকি জীবন বিপদে না কাটাও, তার একটা ব্যবস্থা আমি অবশ্যই করব।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল এমা। বলল, 'ভয় নেই, রানা। আমি তোমার প্রেমে পড়িনি। সে-যোগ্যতাই নেই আমার, আমি শুধু দূর থেকে তোমাকে পুজো করতে পারি।'

'এসব কেন বলছ?'

'কারণ, এটা সত্য। তুমি অনেক মহান একজন মানুষ, সে তুলনায় আমি বড়ই নগণ্য। একটা প্রশ্ন করতে পারি? তুমি কখনও আমার কাছে কিছু চাওনি কেন? শুধু মুখ ফুটে বললেই আমি আমার দেহ-মন সব উজাড় করে দিতাম।'

রানা হাসল। 'তাই যদি করতাম, তা হলে কি আজ তুমি আমাকে এভাবে সাহায্য করতে? তা ছাড়া প্রতিদানে কিছু পাবার আশায় আমি কাউকে সাহায্য করি না। তোমাকে কাছে পেতে কখনও ইচ্ছে হয়নি, সেটা বললে আসলে মিথ্যে বলা হবে।'

'তা হলে? তা হলে কেন কোনদিন ডাকোনি কাছে? আমার অসুখের জন্য?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমি জানি. ওটা ছোঁয়াচে কিছু নয়।

আমার বাধাটা অন্যখানে। তোমার কৃতজ্ঞতাবোধের কারণে তুমি আমাকে সর্বস্ব উজাড় করে দিলে, আর আমি সে দুর্বলতার সুযোগ নিলে নিজের কাছেই ছোট হয়ে যেতাম আমি।'

অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল এমা। কয়েক মুহূর্ত দৃষ্টি বিনিময় হলো, তারপরই ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। পাগলের মত চুমো খেতে লাগল। চুমোয় চুমোয় অস্থির হয়ে নিজের অজান্তেই সাড়া দিল রানা, এমাকে জড়িয়ে ধরল দু'হাতে।

বাইশ

দশদিনের মাথায় প্রায় পুরোপুরিই সুস্থ হয়ে উঠল রানা। এমা আরও কিছু ম্যাগাজিন এনে দিয়েছে, সেগুলো নিয়ে গবেষণায় ডুবে গেল। নিউ অর্লিয়েন্সে ব্র্যাডফোর্ডের মৃত্যুর খবর পড়ে খুব একটা অবাক হলো না ও। কাজটা যে র‍্যামডাইনের, তা বেশ ভালই বুঝতে পারছে। পুরো ষড়যন্ত্রে সংগঠনটার সম্পৃক্ততার ব্যাপারে একমাত্র ব্র্যাডফোর্ডই জানত, তাকে মেরে পুরো ঘটনাটা ধামাচাপা দিয়ে ফেলছে ওরা। একদিক থেকে ভালই হয়েছে, ব্র্যাডফোর্ডের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য ওকে আর নিউ অর্লিয়েন্সে ফিরতে হবে না।

প্রতিশোধ নেয়াটা রানার জন্য খুব একটা কঠিন কাজ নয়, রাইস আর অল্ডেনকে খুঁজে বের করতে পারলেই চলে শয়তানগুলোকে এরপর কুকুরের মত গুলি করে মারতে ওর

মোটেই হাত কাঁপবে না। কিন্তু নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করাটাই সবচেয়ে কঠিন, শুরুতেই র‍্যামডাইনের লোকগুলোকে মেরে ফেললে সেটা আরও অসম্ভব হয়ে পড়বে। এ-কারণে আপাতত বাঁচিয়ে রাখতে হবে ওদের।

পুরো রহস্যটা উদঘাটন করতে হবে প্রথমে। র‍্যামডাইনের পিছনে দৌড়ে লাভ নেই, মরে গেলেও ওদের কেউ মুখ খুলবে না। বিকল্প কোনও পদ্ধতি বের করতে হবে।

কয়েকদিন আগে টিভিতে শুটিঙের ফুটেজটা দেখতে পেয়েছে ও, অপূর্ব একটা শট... স্বীকার করতেই হয়। এরিক স্টার্নের মত রানাও নিশ্চিত হয়েছে, শটটা লক্ষ্যভ্রষ্ট নয়। আর্চবিশপ ভ্যালেরিয়াসকে লক্ষ্য করেই গুলি করা হয়েছে। আততায়ীর দক্ষতা প্রশ্নাতীত, ডায়াসে দাঁড়ানো দুরূহ একটা টার্গেটকে প্রায় বারোশো গজ দূর থেকে শিকার করে ফেলেছে সে... এটা আর যাই হোক কোনও নবীশের কাজ নয়। গির্জার মিনার থেকে নিচু একটা অ্যাঙ্গেলে নানা ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যে শটটা নিতে হয়েছে, পৃথিবীতে হাতে গোনা অল্প কয়েকজন শুটার শুধু এই শট নিতে পারে, তারপরও লক্ষ্যভেদের নিশ্চয়তা দেয়া খুব কঠিন রানা নিজেও পারত কি না বলা সম্ভব নয়।

এই রহস্যময় শুটারই সবকিছুর চাবিকাঠি। বিশাল এই ষড়যন্ত্র, রানাকে ফাঁদে ফেলা... সবই নির্ভর করছিল লোকটা লক্ষ্যভেদ করতে পারবে কি না তার উপর। রীতিমত জুয়া খেলেছে র‍্যামডাইন, আর্চবিশপের গায়ে যদি গুলি না লাগত? কিন্তু সত্যিই কি এটা জুয়া? এতটা অনিশ্চয়তার মধ্যে কাজ করেছে অল্ডেনের দল? হতেই পারে না। তা হলে রহস্যময় এই স্নাইপারের উপর তাদের এতটা আস্থা থাকার কারণটা কী? কে এই লোক?

একটা ব্যাপার নিশ্চিত, শুধু হাতের দক্ষতায় এই শট নেয়া সম্ভব নয়। বিশেষভাবে তৈরি বুলেট আর রাইফেল প্রয়োজন

হয়েছে এর জন্য। রহস্যময় স্নাইপার তা কোথায় পেয়েছে?

মেরিল্যান্ডের ফায়ারিং রেঞ্জের বুলেটগুলোর কথা মনে পড়ল ওর। অ্যাকিউটেক সংক্রান্ত বাকি সব কিছু বানোয়াট হলেও বুলেটগুলো ছিল সত্যিকারের। যে-ই সেগুলো তৈরি করে থাকুক, অস্ত্র আর অ্যামিউনিশনের বিষয়ে তার সীমাহীন জ্ঞান রয়েছে। প্রিসিশান বুলেট বানানো কোনও ছেলেখেলা নয়, এমন সব জটিল হিসেব-নিকেশের ব্যাপার আছে, যা যন্ত্র দিয়েও অর্জন করা সম্ভব নয়। এটা ভাবতে দোষ নেই যে রহস্যময় লোকটাই বুলেটগুলো তৈরি করেছে।

এবার আসে অস্ত্রের প্রশ্ন। খুব সহজেই তার জবাব পাওয়া গেল। রাইস ওকে গুলি করার একটু আগে স্কোপে রাইফেলটা মুখোশধারী আততায়ীর হাতে দেখতে পেয়েছে রানা, খটকা লেগেছিল সেজন্যই। ব্ল্যাক কিং—কিংবদন্তীর সেই রাইফেল, যে-কোনও লং রেঞ্জ শুটারের জন্য এক পরম আরাধ্য বস্তু। মেরিল্যান্ডে ওটা নিজে ব্যবহার করেছে ও।

এবার মিলে যাচ্ছে সব। প্রিসিশান বুলেট আর ব্ল্যাক কিং, নিউ অর্লিয়েন্সের শটটার জন্য এই দুটো জিনিসই প্রয়োজন ছিল, এবং একজন তুখোড় স্নাইপার। রাইস বলেছিল বন্দুকটার মালিক এককালে প্রচুর ট্রফি জিতেছে, সে-ই নিশ্চয়ই এই শটটা নিয়েছে তাকেই খুঁজে বের করতে হবে। তা হলে হয়তো প্রমাণ করা যাবে গুলিটা রানা করেনি। কিন্তু কে এই লোক, তার পরিচয় জানা যাবে কেমন করে? ভেবে অস্থির হলো ও।

এমাকে লিস্ট করে দিয়েছিল, বাজার থেকে পোশাক-আশাকের পাশাপাশি কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসও এনে দিয়েছে সে। সেগুলো ব্যবহার করে ছদ্মবেশ নিল রানা, এমার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ইতোমধ্যে প্রতিবেশীদের কাছে নিজের দূর সম্পর্কের আত্মীয় এসেছে বলে জানিয়েছে এমা, এ কারণে বাড়িতে ওর উপস্থিতি নিয়ে কেউ সন্দিহান হচ্ছে না।

এসপেজো ছেড়ে টুসনে চলে গেল ও, একটা পুরনো গানশপ খুঁজে বের করল। র‍্যাকে সাজানো অস্ত্রগুলোর দিকে তাকাল না একবারও, দোকানিকে বলল, 'আমি শুটিং সংক্রান্ত যত ম্যাগাজিন আছে, দেখতে চাই।'

'নতুন সংখ্যা সব ডিসপ্লেতে সাজানো আছে,' দোকানি জানাল।

'আমি নতুন চাই না,' রানা বলল। 'পুরনো চাই। যত পুরনো হয়, ততই ভাল।'

'তা হলে তো গোডাউন খুলতে হয়!' দোকানি বিরক্ত।

কড়কড়ে দুটো একশো ডলারের নোট কাউন্টারের উপর রাখল রানা। দেখে দাঁত বের হয়ে পড়ল দোকানির। বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

গোডাউন ভর্তি নানা শিরোনামের অসংখ্য ম্যাগাজিন। এর মধ্যে *গানস অ্যান্ড অ্যামো, শুটিং টাইমস, অ্যামেরিকান রাইফেলম্যান* পত্রিকাগুলো কোনও কাজের নয়... সেগুলো শুধু নতুন আগ্নেয়াস্ত্রের ছবিতে ভর্তি। খুঁজতে খুঁজতে *অ্যাকিউরেসি শুটিং* নামে একটা পত্রিকা পেয়ে গেল ও, খুঁজছিল এটাই। যে কয়টা কপি পেল, কিনে নিল সব।

আরও কয়েকটা দোকান ঘুরল রানা, ঢু মারল পুরনো বইয়ের দোকানেও। সবখান থেকেই পত্রিকাটার পুরনো কপি কিনতে থাকল ও, দিনশেষে যখন এসপেজোয় ফিরে এল তখন গাড়ির পিছনে *অ্যাকুরেসি শুটিঙের* একটা ছোটখাট স্তূপ জমে গেছে।

রাতে পত্রিকাগুলো পড়তে বসল রানা। বেঞ্চরেস্ট শুটিঙের উপর বের হয় ম্যাগাজিনটা, প্রকাশিত হচ্ছে ষাটের দশক থেকে। পত্রিকার সম্পাদকীয় পড়ে জানা গেল, শুরুতে এটা নিউজলেটার আকারে বের হত; পরে জনপ্রিয়তা বাড়ায় ম্যাগাজিনে রূপ নেয়।

বেঞ্চরেস্ট শুটিং বলতে অনেকে শুধু খেলা বোঝে। মানুষ মনে করে, যাদের কাছে গুলি করা স্রেফ একটা বিনোদনমাত্র, তারাই শুটিংবেঞ্চে শুয়ে অলসভাবে টার্গেট প্র্যাকটিস করে। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই জানে না, এই বেঞ্চরেস্টই এককালে শুটিং জগতের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের কাজ করত। অলসভাবে শুয়ে শুয়ে ফায়ার করার মাধ্যমেই ভাল শুটার এবং উন্নত আগ্নেয়াস্ত্রের জন্ম হত। বেঞ্চরেস্ট শুটাররা ছিল কিংবদন্তীর মত, তাদের মত দক্ষ শুটার আর হয় না।

রানার ধারণা, রহস্যময় সেই স্নাইপার বেঞ্চরেস্ট জগতেরই মানুষ। এককালে প্রচুর ট্রফি জিতে থাকলে তার বয়স নেহায়েত কম নয়। আর আগেরকালে ভাল ফায়ারিং শিখতে হলে বেঞ্চরেস্ট ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। ম্যাগাজিনটায় লং-রেঞ্জ ফায়ারিং কম্পিটিশনের উপর ভাল কাভারেজ দেয়া হয়। রানা আশা করছে, এখান থেকে হয়তো ব্ল্যাক কিং বা চ্যাম্পিয়ন সেই শুটারের কোনও সূত্র পাওয়া যাবে।

একের পর এক সংখ্যা পড়ে চলল ও, কিন্তু হতাশ হতে হলো। কাজে লাগার মত কিছুই খুঁজে বের করতে পারল না। কিছু যদি পেতে হয়, তা হলে আরও ঘুরতে হবে ওকে। কিন্তু আর নষ্ট করবার মত সময় ওর হাতে নেই—ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে ক্রমেই। তা ছাড়া র‍্যামডাইন এবং আর্চবিশপের মধ্যকার কানেকশনটাও বের করা জরুরী। ঘরের মধ্যে বসে থেকে কাজ হবে না আর বেরুতে হবে ওকে। কিন্তু যতই ছদ্মবেশ নিক, মাথার উপর দুই কোটি ডলারের হুলিয়া নিয়ে কি শান্তিতে কাজ করা সম্ভব? পিছনে লেগে থাকা মানুষগুলোকে খসাতে হবে। কীভাবে তা সম্ভব? ভাবতে ভাবতে একটা আইডিয়া এল মাথায়।

পরদিন সকালে নাশতার টেবিলে এমাকে পরিকল্পনাটা খুলে বলল ও।

'চলে যাবার কথা বলছ?' এমার গলায় বেদনা ফুটল।

মাথা ঝাঁকাল রানা। বলল, 'যেতে তো হবেই। নইলে এই ঝামেলা থেকে নিজেকে রক্ষা করব কীভাবে?'

'তাই বলে এত তাড়াতাড়ি? এখনও তো পুরোপুরি সুস্থ হওনি।'

'যা হয়েছি, তাতেই কাজ চলবে। কিন্তু তুমি কি সাহায্যটুকু করবে আমাকে? এমনিতেই অনেক করেছ, আবার কিছু করতে বলছি, কেমন যেন খারাপই লাগছে।'

'বাজে বোকো না,' এমার গলায় ঝাঁঝ। 'আমি না করলে কে করবে? যাও, করে দেব তোমার কাজ। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, তুমি ধরা পড়ে যাবে।'

'আমার ওপর আস্থা রাখো, ধরা আমি পড়ব না।'

'কিন্তু ঝুঁকিটা বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে না? তোমাকে দেখামাত্র যদি গুলি করে ওরা?'

'করলই বা!' রানা অভয়ের হাসি হাসল। 'গুলিতে আমার কিছু হয় না, জানোই তো!'

'ফাজলামি কোরো না, আমি সিরিয়াস!'

'তা হলে শোনো, যথেষ্ট গুলি খেয়েছি আমি। আপাতত আর খাওয়ার মুড নেই। তাই যা যা করণীয়, তার সব ব্যবস্থাই করব।'

'কিন্তু তোমার হাত খালি। লড়াই যে করবে, সেই অস্ত্র কোথায়? এফবিআই এজেন্টের সেই পিস্তলটারও তো গুলি শেষ।'

'চিন্তার কিছু নেই। আমার পেশার লোকদের কিছু টাকাপয়সা আর অস্ত্র সবসময় এখানে-ওখানে লুকিয়ে রাখতে হয়। তেমন ব্যবস্থা আমারও আছে।'

'যাবে কখন তুমি?'

'পুরো সেটআপটা ঠিক করতে অন্তত একদিন লাগবে। সব

যদি ভালয় ভালয় আয়োজন করতে পারি, তা হলে ধরো পরশুই রওনা হয়ে যাব।'

'আর আমি? কোনওদিন কি দেখা পাব তোমার?'

এমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল রানা। 'অবশ্যই। কথা দিচ্ছি শীঘ্রি দেখা হবে আবার।'

একদিন পর ভোর চারটায় ঘুম থেকে উঠল ওরা। ব্রেকফাস্ট সেরে রওনা হবার জন্য তৈরি হলো রানা। একটা ছোট ব্যাগে জামাকাপড় আর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছে। এর আগে রাতেই লুকানো জায়গা থেকে উদ্ধার করে এনেছে চুরি করা গাড়িটা, যেটা নিয়ে এসপেজোয় এসেছিল। বরাবরের মত নাম্বারপ্লেট বদলে নিতে ভোলেনি। বিদায় নেবার আগে শেষ মুহূর্তে কিছু জরুরী আলোচনা সেরে নিল দুজনে।

'কী করতে হবে, মনে আছে তো?' জানতে চাইল রানা।

'হুঁ,' মাথা নোয়াল এমা। 'আজ থেকে ঠিক চারদিন পর গাড়ি নিয়ে বেরুব আমি, শহর ছেড়ে যে-কোনওদিকে অন্তত চারঘণ্টা ড্রাইভ করব। এরপর প্রথম যে ফোনবুথটা পাব, সেখান থেকে লং ডিসট্যান্স কল করব। নাম্বার হচ্ছে ৩৩১-৪৫২-৬৭৮৩। গলার স্বর পাল্টে কথা বলতে হবে আমাকে। এজেন্ট এরিক স্টার্নের সঙ্গে কথা বলতে চাইব।'

'কারেক্ট। ওরা কিন্তু তোমাকে পরীক্ষা করে দেখবে। সেক্ষেত্রে পিস্তলের সিরিয়াল নাম্বার বলবে। সময় নষ্ট কোরো না কিন্তু! ওরা তোমাকে ট্রেস করার চেষ্টা চালাবে।'

'হ্যাঁ, বলেছ তুমি: একটানা দু'মিনিটের বেশি কথা বলা যাবে না। এর মধ্যে যদি কথা শেষ করতে না পারি, দূরে সরে গিয়ে আরেকটা ফোনবুথ খুঁজে বের করতে হবে।'

'একদম ঠিক। আর যথেষ্ট পরিমাণ ভাংতি পয়সা নিয়ে নিয়ো, অন্তত দশ ডলার। লং ডিসট্যান্স কলে প্রচুর কয়েন

লাগবে।'

'মনে থাকবে আমার।'

'আশা করি তোমাকে ওরা খুঁজে বের করতে পারবে না। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পেয়েও যায়, সবকিছু অস্বীকার কোরো। বলবে আমাকে চেনো না। আমি যাবার পর অ্যামোনিয়া দিয়ে পুরো ঘর পরিষ্কার করে ফেলবে। তা হলে আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পুরোপুরি মুছে যাবে, তোমাকেও ফাঁসাতে পারবে না কেউ।'

'আমাকে আর সতর্ক করতে হবে না,' এমার গলা ধরে এল 'তুমি নিজের কথা ভাবো।'

হাসল রানা। এমাকে চুমো দিয়ে বলল, 'কিচ্ছু ভেবো না। আবার দেখা হবে। কথা দিচ্ছি।'

গাড়িতে গিয়ে উঠল রানা। স্টার্ট দিয়ে রওনা হয়ে গেল।

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল এমা।

তেইশ

'এরিক!'

ইন্টারকমে ডগলাস বুলক ওরফে বুলডগের ডাক শুনে চমকে উঠল এফবিআইয়ের স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্ন। কণ্ঠটা মোটেও প্রীতিকর শোনাচ্ছে না।

'ইয়েস, সার?'

'একটু আমার রুমে আসবে?'

ডেস্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এরিক, সোজা গিয়ে ঢুকল অপারেশন ম্যানহান্টের চিফ কো-অর্ডিনেটরের রুমে।

বুলডগ ঘরের ভিতর পায়চারি করছে, ওকে দেখে দরজা বন্ধ করতে ইশারা করল, বসতে বলল না। লক্ষণটা মোটেও শুভ নয়।

'তলে তলে কী করছ তুমি, জানতে পারি?' দরজার পাল্লা বন্ধ হতেই জিজ্ঞেস করল বুলডগ।

'জী!' এরিক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে।

'অপারেশন ম্যানহান্টে কাজটা কী তোমার?'

'তা তো আপনি জানেনই, সার। আপনার লিয়াজোঁ আমি। এর পাশাপাশি মাসুদ রানার মুভমেন্ট সংক্রান্ত সমস্ত রিপোর্ট মনিটর করি, লোকাল অথরিটির সঙ্গে আমাদের সার্ভেইলান্স টিমগুলোর কো-অর্ডিনেশনের দিকটা দেখি...'

'এসব দায়িত্বের মধ্যে কি ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়াটাও পড়ে?'

'মানে?'

'একটু আগে ল্যাংলি থেকে একটা ফোন পেয়েছি আমি। এই অফিস থেকে একটা টপ সিক্রেট ফাইল চেয়ে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আমার যদ্দূর মনে পড়ে আমি এ ধরনের কোনও রিকোয়েস্ট পাঠানোর অনুমোদন দিইনি। এ ব্যাপারে তোমার কিছু বলার আছে?'

মিথ্যে বলায় এরিক কখনও খুব একটা অভ্যস্ত ছিল না, এই মুহূর্তে আরও অপ্রস্তুত হয়ে গেল। আমতা আমতা করে ও বলল, 'আপনি ব্যস্ত বলে বিরক্ত করতে চাইনি। ভেবেছিলাম ফাইলটা পেলে তারপর সব খুলে বলব...

বুলডগের চোখে আগুন জ্বলছে দেখে মুখের ভাষা হারাল ও।

'এসব কী করছ তুমি, এরিক? কী খেলা খেলছ?'

ধীরে ধীরে পুরো ঘটনা খুলে বলল এরিক—ভ্যালেন্টিন

মোলিনার রহস্যময় হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে আর্চবিশপের ওপর নেয়া শটের বিষয়ে ওর নিজস্ব মতামত জানাতে কসুর করল না। কী কারণে র‍্যামডাইনের ওপর সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে, তা-ও ব্যাখ্যা করল। কিন্তু বুলডগের চেহারায় বিন্দুমাত্র পরিবর্তন এল না। সে জানতে চাইল, 'এসব তুমি আমাকে আগে কেন বলনি?'

'বলতে চেয়েছি, স্যার। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করবেন বলে ভাবিনি। তাই নিজের উদ্যোগে প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করছিলাম।'

'এখনও আমি বিশ্বাস করছি না,' কড়া গলায় বলল বুলডগ। 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? আমাদের হাতে তথ্যপ্রমাণ যা আছে, তার দিকে তাকাচ্ছ না কেন? প্রেসিডেন্টকে মারার মোটিভ, উপায়... সবই ছিল মাসুদ রানার। সার্কামস্ট্যানশিয়াল ব্যালিস্টিক এভিডেন্স রয়েছে আমাদের হাতে, ফিঙ্গারপ্রিন্টও মিলে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, তুমি নিজে ঘটনাটার চাক্ষুষ সাক্ষী!'

'আমি শুধু রানাকে পালাতে দেখেছি, গুলি করতে দেখিনি। তা ছাড়া ব্যালিস্টিক এভিডেন্স যা পাওয়া গেছে তা সম্পূর্ণ কনক্লুসিভ নয়, সার।'

'তুমি কি তা হলে একটা খুনীর পক্ষ নিচ্ছ?'

'না, সার। আমি কারও পক্ষে নই। আমি শুধু সত্য ঘটনাটা জানতে চাই। চাই আসল আততায়ীকে ধরতে। সেটা রানা হলে রানা, অন্য কেউ হলে অন্য কেউ।'

ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল বুলডগ। বলল, 'আমি খুব হতাশ হয়েছি, এরিক। তোমার মত লোকেরাই ব্যুরোর পায়ে কুড়োল মারে। তোমাদের কারণেই বিপদে পড়ে সবাই।'

'আমি কাউকে বিপদে ফেলতে চাইনি। চেয়েছি শুধু কয়েকটা প্রশ্নের জবাব।'

'জবাব আমি দেব। র‍্যামডাইন সম্পর্কে জানতে চাও তো? হ্যাঁ, ওরা আমাদেরই একটা গোপন আউটফিট। এরকম অন্তত কয়েক ডজন সংগঠন পোষে এজেন্সি, কারণ ওদের দিয়ে এমন সব কাজ করানো সম্ভব, যা আমরা করতে পারি না। নিউ অর্লিয়েন্সের শুটিঙের সঙ্গে ওদের কোনও কানেকশন ছিল কি না? হ্যাঁ, ছিল। সত্যি বলতে কি, র‍্যামডাইন থেকেই প্রথমে আমাদের আভাস দেয়া হয় যে, একজন স্নাইপার প্রেসিডেন্টের ওপর হামলা চালাতে পারে। সেজন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিই আমরা, কিন্তু লোকটা যে মাসুদ রানা, তা জানতাম না। আমাদের সব সিকিউরিটি ফাঁকি দিয়েছে সে, গুলিও করেছে। এটা শুধু ভাগ্য যে, প্রেসিডেন্ট বেঁচে আছেন। তারপরও পুরো ঘটনাটার জন্য আমাদের সবাইকে জবাবদিহি করতে হচ্ছে, র‍্যামডাইনও তার ব্যতিক্রম নয়।'

'প্রেসিডেন্টের জীবনের ওপর এতবড় একটা আঘাত আসতে যাচ্ছে, অথচ আপনারা এফবিআইকে কিছু জানালেন না কেন?' এরিক প্রশ্ন করল।

'কারণ তার কোনও প্রয়োজন ছিল না। আমরা যথেষ্ট অ্যালার্ট ছিলাম, প্রেসিডেন্টকে রক্ষার জন্য সিক্রেট সার্ভিসই যথেষ্ট ছিল।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি, সার!' এরিকের কণ্ঠে বিদ্রূপের আভাস চাপা থাকল না। তবে কান দিল না বুলক।

'এসব নিয়ে আর কোনও আলোচনা নয়,' বুলডগ বলল। 'খুব স্পর্শকাতর একটা বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করছ তুমি এরিক, এর ফলাফল ভাল হতে পারে না।'

'আমি তা কী করে জানব? আপনারা তো সবাই মুখ বন্ধ রেখেছেন।'

'সেটা কোনও কথা নয়। যেটা বুঝতে পারছ না—অনেক নীচের স্তরের মানুষ তুমি, তোমার সবকিছু জানার কোনও

প্রয়োজন নেই। তারপরও গর্হিত একটা কাজ করেছ। এর ক্ষমা নেই।'

'আমি শুধু রহস্যটার সমাধান চাই, সেজন্যই...

হাত তুলে এরিককে থামিয়ে দিল বুলডগ। বলল, 'এখন আর এসব বলে লাভ নেই। আরও আগে যদি এই কর্মস্পৃহা দেখাতে, তা হলে আজ এই দিন দেখতে হত না। রানাকে আলফা লিস্টে ট্রান্সফার করতে পারতে, ওকে অ্যারেস্ট করার সুযোগও হেলায় হারিয়েছ। তারপরও একটা সুযোগ দিয়েছিলাম, অথচ আমার অফিসে ঢুকে বেআইনী ফ্যাক্স পাঠানোর দুঃসাহস হয়েছে তোমার। এটা আমি বরদাশত করব না। এই অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যাও এই মুহূর্তে, তোমার সাসপেশন আমি কার্যকর করছি এই মুহূর্ত থেকে।'

প্রতিবাদ করে উঠতে যাবে এরিক, এমন সময় দরজা খুলে উঁকি দিল এজেন্ট ফ্যারেল।

'এক্সকিউজ মি, সার। বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, তবে ব্যাপারটা জরুরী। এক মহিলা ফোন করেছে, এরিক স্টার্নের সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

'হোয়াট?' বুলডগ গর্জে উঠল।

'মহিলা বলছে সে মাসুদ রানার খবর জানে।'

'এমন ফোন তো রোজই শ'খানেক আসে। এটা জরুরী হলো কেন?'

'এজেন্ট স্টার্নের খোয়া যাওয়া পিস্তলের সিরিয়াল নাম্বার বলছে সে গড়গড় করে... তথ্যটা আমরা কোথাও প্রচার করিনি।'

কয়েক সেকেন্ড ভুরু কুঁচকে রইল বুলডগ, তারপর এরিককে ফোন তোলার ইঙ্গিত করল।

'চোদ্দ নম্বর লাইন,' জানাল ফ্যারেল।

মাথা ঝাঁকিয়ে রিসিভার তুলল এরিক, সুইচ টিপে চোদ্দ নম্বর

সংযোগ চালু করল, একই সঙ্গে অন করল স্পীকারটা।

'স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্ন, এফবিআই।'

'মি. স্টার্ন,' ওপাশ থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে এল, উচ্চারণে দক্ষিণের টান স্পষ্ট, তবে গলার স্বরটা মেকি শোনাচ্ছে। 'মাসুদ রানা গত কয়েকদিন আমার সঙ্গে ছিল। কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছে সে, আরকানসাসে যাচ্ছে।'

'কে আপনি?'

'আমার পরিচয়টা জরুরী নয়। রানাকে যদি ধরতে চান তা হলে এটাই আপনার সুযোগ।'

'আপনি যে মিথ্যে বলছেন না, তার প্রমাণ কী?'

'প্রমাণ তো দিয়েছি... পিস্তলটার সিরিয়াল নাম্বার বলে। তারপরও যদি নিশ্চিত হতে চান, তা হলে মাসুদ রানা ঠিক কয়টা আঘাতে আপনাকে অচল করেছে, তা বলতে পারি। দুটো, তাই না?'

'বেশ, ধরে নিলাম আপনি সত্যি বলছেন। রানাকে আরও আগে ধরিয়ে দিলেন না কেন?'

'বুঝতে পেরে যদি আমাকে গুলি করে দিত? এতটা ঝুঁকি নিতে চাইনি আমি। তবে বাকি জীবন রানা পালিয়ে বেড়াক, এটাও আমার ইচ্ছে নয়। আমি চাই সে ধরা পড়ুক, তার দোষগুণের ফয়সালা হোক আদালতে।'

'আমাকেই ফোন করলেন কেন? আরও অনেক লোক আছে এখানে।'

'পিস্তলটা তো আপনার ছিল, তাই না? তাই ভাবলাম আপনিই সিরিয়াসলি নেবেন আমাকে।'

'বুঝলাম। তা হলে বলুন, রানা আরকানসাসে কেন যাচ্ছে, জানা আছে আপনার?'

'হ্যাঁ, ওখানকার একটা ব্যাংকের সেফটি লকারে ওর কিছু টাকা, অস্ত্র আর জাল পাসপোর্ট লুকানো আছে। সেগুলো আনতে

যাচ্ছে।'

'ব্যাংকটার নাম জানেন?'

'পোক কাউন্টি সেভিংস।'

বুলডগ ইশারা দিচ্ছে আলোচনাটা দীর্ঘায়িত করার জন্য, কলটা ট্রেস করার কাজ শুরু হয়ে গেছে।

'রানার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী?'

'আমি তাকে ভালবাসি,' পরিষ্কার গলায় বলল নারীকণ্ঠ। 'সে নির্দোষ, মি. স্টার্ন। দয়া করে তাকে মেরে ফেলবেন না।'

লাইন কেটে গেল।

লাল রঙের বিশেষ টেলিফোনটা বেজে উঠল হঠাৎ করে। সামনে বসে থাকা সবাইকে ইশারায় বেরিয়ে যেতে বলল কর্নেল অল্ডেন, তারপর রিসিভার তুলল।

'হ্যাল্লো, কর্নেল!' ওপাশ থেকে অ্যালান বেনেটের উৎফুল্ল কণ্ঠ শোনা গেল।

'আপনাকে বেশ খুশি খুশি শোনাচ্ছে,' নিরাসক্ত গলায় বলল অল্ডেন। 'ব্যাপারটা কী?'

'খুশি না হয়ে উপায় আছে? একসঙ্গে দু'দুটো সুখবর... কোনটা ছেড়ে তোমাকে কোনটা শোনাই!'

'ফেডারেল টাস্ক ফোর্স রানার একটা ট্রেস পেয়েছে, এই তো? আরকানসাসে আসছে হারামজাদা, আমি সেটা জানি।'

'ওটা একটা বটে। তবে আরও একটা খবর পেয়েছি।'

'কী?'

'সালভাদর থেকে জেনারেল রামিরেজের ফ্যাক্স এসেছে। ওদের গভর্নমেন্ট স্যামপাল হত্যাকাণ্ডের তদন্ত রি-ওপেন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভ্যালেরিয়াস মারা যাওয়ায় বিষয়টা নিয়ে হইচই করার কেউ নেই। ঘটনাটা চিরতরেই চাপা পড়ে যাবে। সুসংবাদ, কী বলো?'

'তা তো বটেই।'

'আর রানার ব্যাপারটা...' যদিও টাস্ক ফোর্স জানপ্রাণ দিয়ে ওকে ধরার চেষ্টা করবে, তারপরও আমাদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না আর যাই ঘটুক, রানা যেন প্রাণ নিয়ে ফিরতে না পারে।'

'আমি নিজে সেটা নিশ্চিত করব,' কথা দিল অল্ডেন।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য মজার আলোচনা, মতামত কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

সাইফুদ্দিন রবিন
গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার, হাতিয়া, নোয়াখালি। ০১৭১৫ ৩৭০০৮৭

কাজীদা, শুরুতেই সেবা'র প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, আর আপনার প্রতি অন্তরের অন্তস্তল থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

'মাসুদ রানা সিরিজ', সেই কবে থেকেই পড়ছি। সিরিজের অসংখ্য বই'র কাহিনি, রোমাঞ্চ, টান টান উত্তেজনা, অ্যাডভেঞ্চার, দেশপ্রেম-এর অপূর্ব নিদর্শন এই পাঠকের মাথার ভিতর গিজ গিজ করে, আর মাঝে মাঝে শিহরিত করে তোলে। যখন দেখি রানা দেশের জন্য কিংবা দেশ ছাড়িয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্য নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে দুঃসাহসিকতার সাথে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে, তখন গর্বিত হই এই সিরিজের একজন পাঠক বলে; ভাবি, রানার সাথে পরিচয় না হলে জন্মটাই বৃথা যেত।

এই তো শেষ করলাম 'শেষ হাসি' শেষ খণ্ড লয়েডের পরিবর্তে রানাকে শেষ হাসি হাসানোর জন্য ধন্যবাদ ভাল লাগল কাহিনির প্রায় শেষ পর্বে রানা যখন তার বস রাহাত খানকে শ্রদ্ধা আর আনুগত্যের সংমিশ্রণে স্মরণ করছে। খারাপ লাগছে সিরিজের প্রিয় এক চরিত্র গগলের ছোট ভাই ভিনসেন্ট বিউগলের জন্য, যার জন্য রানার এত স্নেহ, সে কিনা...। রোমহর্ষক, ভীতিকর রাপাগুলোকে মন্দিরে ঢুকানোর ক্ষেত্রে দুঃসাহসিকতা, তারও আগে মধ্যগগনে সিপ্লেন গুজ থেকে টেক্সাস আর্মির এ.এম.-বাইশে লাফিয়ে পড়া কেবল রানাকেই সাজে। সর্বোপরি 'শেষ হাসি' শেষ করে তৃপ্তির হাসি হাসলাম। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদ। সেই সাথে ১৯। জুলাই আপনার জীবনের একাত্তরটি বসন্ত পার করার জন্য শ্রদ্ধা মিশ্রিত

শুভেচ্ছা। ভাল থাকুন আরও অতগুলো বসন্ত...

☆আপনার শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ। জানি, আরও অত বসন্ত আসে না কারও জীবনে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় বসন্তের মানেও। তবু শুভেচ্ছা শুভেচ্ছাই—আমি সেজন্য কৃতজ্ঞ আপনার কাছে।

মু. জহির রায়হান রুবেল, মোহনা গ্রন্থ বিতান,

৩৮নং পুরান ডাকঘর, সল্টগোলা ক্রসিং,বন্দর-চট্টগ্রাম-৪১০০।

বি.এ.এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম। ফার্স্ট ইয়ারের জীব বিজ্ঞান ব্যবহারিক ক্লাসে বসে আছি অলস ভঙ্গিতে। কারণ মোশাব্বের স্যার এখনও আসেননি। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ চোখে পড়ল বই পড়ুয়া আমার এক বন্ধুর দিকে, চশমাটা নাকের ডগায় রেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কি যেন পড়ছে। আমার একটা বদস্বভাব আছে মানুষকে ডিস্টার্ব করা। সুতরাং স্বভাবটার সদ্ব্যবহার করলাম, অর্থাৎ তার বইটা নিয়েই বাইরে ঝেড়ে দৌড় দিলাম। এবং নিরাপদ স্থানে গিয়ে পাতা উল্টিয়ে উল্টিয়ে পড়তে লাগলাম। দেরিতে হলেও মাসুদ রানা সিরিজের বইয়ের সাথে আমার পরিচয় ঘটেছিল এভাবে।

আমি অবাক হয়ে গিয়েছি মাসুদ রানার বই পড়ে, এরকম শৈল্পিক বিন্যাস, মডার্ন ও যুগ-উপযোগী কাহিনিভিত্তিক লেখা সত্যি জীবনে খুব কমই পড়েছি। মাসুদ রানার প্রতিটি বই উপস্থাপনার স্টাইল এবং তার প্রতিটি মুহূর্তের প্রতিটি কর্ম ও চিন্তা চেতনা সত্যি শিক্ষণীয়। যা বাস্তব জীবনে কাজে লাগিয়ে দারুণ ফল পাওয়া যায়।

না, কাজীদা আমি আবেগ থেকে বলছি না, মাসুদ রানা আসলেই পাগল করেছে আমাকে।

☆জেনে যার-পর-নাই খুশি হলাম।

উজ্জ্বল সরকার কিশোর

কোর্ট রোড, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ৩৪১০, মো- ০১৮৮ ১৮৪৭০৪

কাজীদা, আশা করছি ভাল আছেন। অনেকদিন ধরে মাথায় চিন্তা চলছে লিখব। কিন্তু নিজের মনের কাছে সায় পাচ্ছিলাম না। আসলে কী লিখব তা-ই তো জানি না। মাসুদ রানার অনেক পুরনো পাঠক ও গ্রাহক হওয়ার কারণে রানার সাথে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। যাক সেটা কী ধরনের সম্পর্ক তা আর স্পষ্ট করে বলতে চাই না। কিন্তু ইদানীং যতই মাসুদ রানা পড়ি না কেন, মনে হয় কী যেন একটু অসম্পূর্ণ রয়ে যাচ্ছে। আসলে মনে হয়, রানা কষ্ট পাচ্ছে। কারণটা আপনি নিজেই জানেন। 'আবার সোহানা'র পর সোহানাকে ভুলিয়ে রেখে আপনি রানাকে যেমন কষ্ট দিচ্ছেন তেমনি আমাদেরও কষ্ট দিচ্ছেন। জলদি সোহানাকে নিয়ে আসুন, প্লিজ। একটা প্রশ্ন রইল কাজীদা: স্মাগলার বইয়ে ৩৩ পৃষ্ঠায় মেজর জেনারেল (অব) রাহাত খান একশো টন বাংলাদেশী সোনা হাইজ্যাক হওয়ার কথা বলেন। কিন্তু ১৮৭ পৃষ্ঠায় গালিব-এর প্রশ্নের উত্তরে রানা তাকে দুশো টন সোনা হাইজ্যাক হওয়ার কথা বলে। এর কারণ পরবর্তীতে খুঁজে পেলাম না। শেষ হাসি বইটি সত্যিই অসামান্য হয়েছে।

☆ধন্যবাদ। ...সত্যি বলতে কী, রাহাত খান কী বলেছিলেন, আর রানাই বা গালিবকে কী বলেছিল—কিচ্ছু আমার মনে নেই। গালিব লোকটা কে, তা-ও তো ভুলে গেছি। একটা কিছু ধরে নিন না : হয় মেজর জেনারেল, নয়তো রানা, কিংবা লেখক বা সেবা'র কম্পোজিটর বা প্রুফরিডার ভুল করেছিলেন; এমনটা হতে পারে না? খুব কি কিছু এসে যায় তাতে?

চঞ্চল, সৈকত

মধুবাজার, রায়ের বাজার, ঢাকা-১২০৯

বইমেলাতে সেবা প্রকাশনীর বই ৩০% ডিসকাউন্টে পাওয়া যায়। সেবা প্রকাশনীর হেড অফিস কিংবা শো-রুমগুলো থেকে নিলেও কি ৩০% ডিসকাউন্টে বই পাওয়া যাবে? হেড অফিস কি শুক্রবার খোলা থাকে?

☆না, শুক্রবার বন্ধ। ...বাংলা একাডেমিতে আমাদেরকে ৩০% ডিসকাউন্টে বই বিক্রি করতে বাধ্য করা হচ্ছে। নিউজপ্রিন্টের পেপারব্যাক বই বলে আমাদের প্রফিটমার্জিন কম; তার থেকে আমরা ডিলারকে দিচ্ছি ৩০% ডিসকাউন্ট, পাঠক কষ্ট করে আমাদের শো-রুম বা হেডঅফিসে এলে তাঁদের দিচ্ছি ২০% ডিসকাউন্ট গত দুই বছর বইমেলায় পাঠকদেরকে ৩০% ডিসকাউন্ট দিতে হচ্ছে বলে আমাদের ডিলাররা গোটা ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের কাছ থেকে বই কিনছেন না—যার ফলে আমরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। এরকম চলতে থাকলে আগামীতে আমরা বইমেলায় যোগ দিতে পারব কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ডিলারদেরকে মধ্যস্বত্বভোগীই বলা হোক বা যা-ই বলা হোক, এঁরাই প্রকাশকদের বই পৌঁছাচ্ছেন পাঠকের হাতে, এঁদের ন্যায়সঙ্গত উপার্জন বা লভ্যাংশ কেড়ে নিয়ে সবার মধ্যে বিলিয়ে দেওয়াকে কিছুতেই আমরা সুস্থ চিন্তাপ্রসূত সিদ্ধান্ত বলে মনে করি না।

মো: কামরুজ্জামান কামরুল,

গ্রা-গুনবহা, থা-বোয়ালমারী, জে-ফরিদপুর মো-01721 662151

ভিন্ন স্বাদের চমৎকার তিনটি বই—সর্পলতা, অমানুষ ও অখণ্ড অবসর উপহার দেবার জন্য কাজীদা আপনাকে রক্তলাল গোলাপের শুভেচ্ছা। বই তিনটির কাহিনি ও পটভূমি বড় চমৎকার। আগামীতে কোনও বইয়ে রানা, সোহেল, গিলটি মিয়া, গগল, কবির চৌধুরী ও অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারিণী সোহানাকে এক সঙ্গে পাব? পুরনো বই সহযোদ্ধা ও কমান্ডো মিশন-এর জন্যও ভালবাসা গ্রহণ করুন।

☆আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি তো জানেনই, পুরনো চরিত্রদের যাকে যে কাহিনিতে রাখা সম্ভব, মানানসই হলেই আমরা তাকে ঢুকিয়ে দিচ্ছি নতুন বইয়ে। কিন্তু এদের সবাইকে একটি কাহিনিতে ঢোকানো সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না আমাদের। যদি সুযোগ পাই, তা হলে নিশ্চয়ই আপনার অনুরোধ রক্ষা করবার চেষ্টা করব। এটুকু জানবেন, ওদেরকে আপনার মত ভালবাসি আমিও।

আপনার জন্যও আমাদের সবার ভালবাসা ও শুভকামনা রইল।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব কটি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে অবশিষ্ট টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২৩/৯/০৭ মরণসঙ্কেত+জলদস্যুর গুপ্তধন+গোলমাল
(তিন গোয়েন্দা ভলিউম-৯৫) শামসুদ্দীন নওয়াব

মরণসঙ্কেত: শামসুদ্দীন নওয়াব: সবাই বলে, যেয়ো না ওই রহস্যময় গুহায়, মারাত্মক বিপদ ঘটবে। কেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর। জানল, ওখানে বাস করে এক ভূত! ভাল চাও তো ওই ভুতুড়ে গুহার ধারেকাছেও যেয়ো না! ঠিক করে ফেলল কিশোর, ও যাবেই যাবে! জিনা, রবিন আর মুসাও চলল ওর সঙ্গে। কী, সঙ্গী হবে নাকি ওদের?

জলদস্যুর গুপ্তধন: শামসুদ্দীন নওয়াব: মাটির নীচে ফাঁকা চেম্বারে নেমেছে রবিন। 'অবাক কাণ্ড, কিশোর! ওপাশ থেকে পানির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'জোরাল আওয়াজ! বাড়ছে আরও! মনে হচ্ছে, এইদিকেই আসছে পানি!' হড়হড় করে অনর্গল প্রবল বেগে আসছে পানি, ভরে যাচ্ছে ঘরটা!

গোলমাল: শামসুদ্দীন নওয়াব: কিশোর আর মুসার দল অংশ নিচ্ছে ফুটবল টুর্নামেন্টে। কিন্তু ওদের বলের হাওয়া ছেড়ে দিচ্ছে কে? কে ওয়াটার কুলারের পানিতে লবণ মিশাচ্ছে? গোলরক্ষকের বুটে জেলি মাখানো হচ্ছে কেন? এসব প্রশ্নের জবাব চায় তিন গোয়েন্দা। এদিকে গোদের উপর বিষফোঁড়া শুঁটকি টেরি তো আছেই। সমানে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে সে। কাজেই তদন্তে নামতে বাধ্য হলো ওরা!

আরও আসছে

২৭/৯/০৭ রহস্যপত্রিকা (২৩ বর্ষ ১২ সংখ্যা) অক্টোবর, ২০০৭

মাসুদ রানা

স্নাইপার-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

এত বড় বিপদে খুব কমই পড়েছে মাসুদ রানা।
এত বড় অভিযোগের আঙুলও খুব কমই উঠেছে ওর বিরুদ্ধে।
আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে ও। কী, চমকে গেলেন?
আগে পুরোটা পড়ুনই না!
ভয়ঙ্কর জটিল এক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে ও।
ওসামা বিন লাদেনকে পিছনে ফেলে দুনিয়ার সমস্ত মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্টের এক নম্বরে উঠে এসেছে মাসুদ রানার নাম, ওর মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছে দুই কোটি ডলার।
পালিয়ে বেড়াচ্ছে রানা, একা, আহত অবস্থায়।
সাহায্য করারও কেউ নেই।
একটাই পথ সামনে, নিজের সেই নিষ্ঠুর রূপটা আরেকবার সবাইকে দেখিয়ে দেয়া।
পাঠক, দমবন্ধ করে বসুন। শুরু হচ্ছে যুদ্ধ!

সেবা প্রকাশনী
সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০